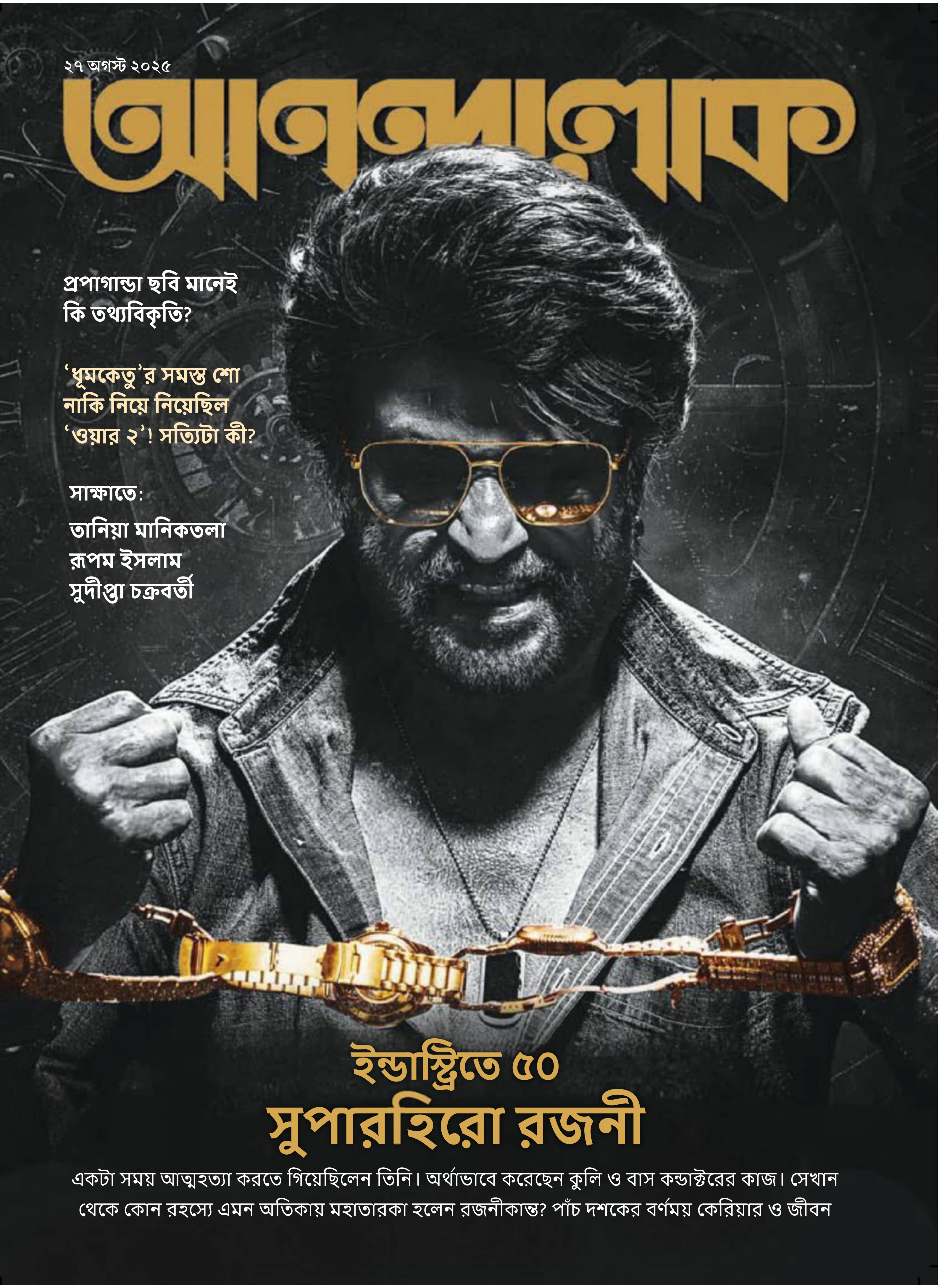
২৭ অগস্ট ২০২৫

আনন্দলোক



প্রপাগান্ডা ছবি মানেই
কি তথ্যবিকৃতি?

'ধূমকেতু'র সমস্ত শো
নাকি নিয়ে নিয়েছিল
'ওয়ার ২'! সত্যিটা কী?

সাক্ষাতে:

তানিয়া মানিকতলা
রূপম ইসলাম
সুদীপ্তা চক্রবর্তী

ইন্ডাস্ট্রিতে ৫০
সুপারহিরো রজনী

একটা সময় আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন তিনি। অর্থাভাবে করেছেন কুলি ও বাস কন্ডাক্টরের কাজ। সেখান থেকে কোন রহস্যে এমন অতিকায় মহাতারকা হলেন রজনীকান্ত? পাঁচ দশকের বর্ণময় কেরিয়ার ও জীবন

প্রকাশিত

উপন্যাস

প্রচেত গুপ্ত ● অন্বেষা রায় ● উপমন্যু রায়
কুহেলী চক্রবর্তী ● মানস সরকার

আনন্দসাজ




আমির খান ● তানিয়া মানিকতলা
পঙ্কজ ত্রিপাঠী ● নেহা ধুপিয়া

বাঙালি সাজে হলেন অনন্য!

সাক্ষাৎকার

রাজকুমার রাও ● অনন্যা পাণ্ডে

মনের কথা

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়
শতাব্দী রায়

সঙ্গীতবোধে অনন্য: নিখিতা গান্ধী






টলি, বলি, হলি, ওয়েব ও টেলি
তারকাদের দুর্দান্ত ফোটোফিচার

- নায়িকা থেকে কীভাবে ‘অভিনেত্রী’ হয়ে উঠলেন শুভশ্রী, শ্রাবন্তী, কৌশানীরা?
- বলিউড-দক্ষিণের মেলবন্ধনে ইন্ডাস্ট্রির জয়!
- অ্যাকশনে বাজিমাত বাংলা সিরিয়ালের
- ‘নেপো বেবি’দের তারকা হওয়ার নেপথ্য কথা
- তারকাদের অদ্ভুতুড়ে শখের গল্প
- সঙ্গীতের জগতে ‘কোল্যাব’ সংস্কৃতির জয়গান!



ওটিটি-তে মাতৃতন্ত্রের জয়

লিখেছেন: পায়েল সেনগুপ্ত, আসিফ সালাম, সায়ক বসু, অংশুমিত্রা দত্ত, সাগরিকা চক্রবর্তী ও মধুরিমা সিংহ রায়

পূজাবার্ষিকী ১৪৩২

আনন্দলোক

আরও জানতে www.anandalok.in www.facebook.com/anandalokmag, anandalok_abp @anandalok_ABP

আরও আনন্দ

আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ২৭ অগস্ট ২০২৫

প্রচ্ছদ: রজনীকান্ত

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by Zahra Basrai on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 15th
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন www.anandalok.in-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp

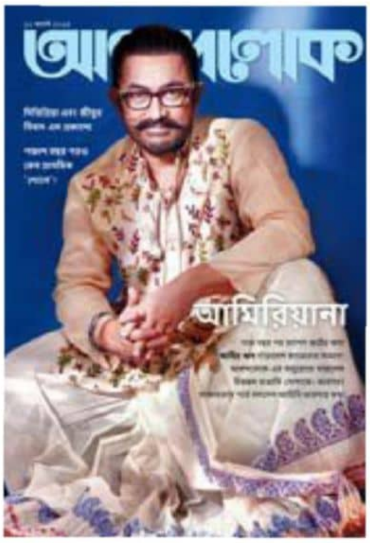


■ সোহিনী সরকার

মন ভরে ছবিতে

সোহিনী সরকার অত্যন্ত পছন্দের অভিনেত্রী। সব রূপেই তিনি সুন্দর। স্টাইলোমিটার-এর বিভাগে তিনটি ভিন্ন রূপে মোহময়ী অভিনেত্রীকে পেলাম। তবে প্রথম ছবিতে তাঁকে অনবদ্য লেগেছে। অ্যাম্বিয়েন্স অনুযায়ী তাঁর সাজ একেবারে যথাযথ।

সায়ম তালুকদার, বরাহনগর



আমিরিয়ানার খোঁজে

আমির খানের এ একেবারে অন্যরূপ। বাংলা সংবাদ মাধ্যমে তাঁর সাক্ষাৎকার, এক্সক্লুসিভ শুট, আমার কাছে চমকের। এমনিতে এত বিশদে খুব কম সাক্ষাৎকার তিনি দেন। তাই এই সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা সংগ্রহে রাখার মতো।

প্রতাপ বিশ্বাস, বারাসত

পঞ্চাশে 'শোলে'

'শোলে'র পঞ্চাশ বছরকে মাথায় রেখে যে বিশেষ প্রতিবেদন রাখা হয়েছে, তা ভাল লাগল। ছবিটি সত্যিই প্রাসঙ্গিক। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের লেখার মাধ্যমে তা খুব স্পষ্ট। এরকম লেখা পড়ার জন্যই মুখিয়ে থাকি।

দেবী বসু, যাদবপুর

একফ্রেমে দেব-শুভশ্রী

দশ বছর পর ফ্রেমবন্দি দেব-শুভশ্রী। এরকম বিশেষ প্রতিবেদনের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। এই মুহূর্তগুলো ম্যাগাজ়িনের পাতায় দেখে আপ্লুত।

বর্ষা দেব রায়, বাঁকুড়া

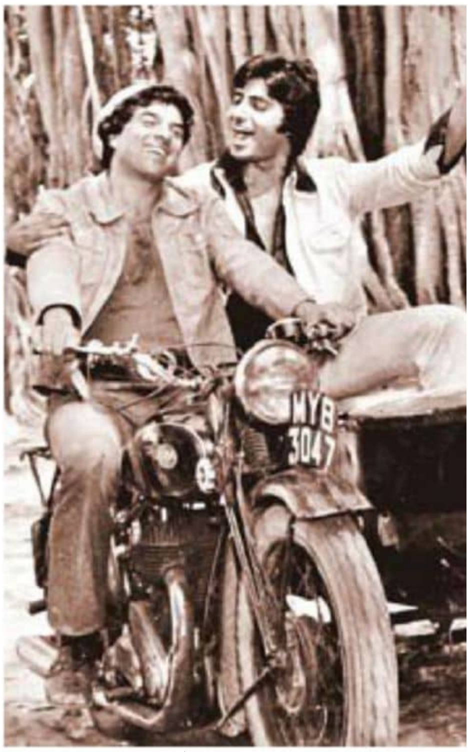
ভাল লাগার প্রতীক

'উড়ান' ধারাবাহিকের পর অপেক্ষায় ছিলাম । অবশেষে 'আনন্দলোক' পড়ে জানলাম 'দাদামণি'র হাত ধরে সেই অপেক্ষার অবসান হয়েছে। মধ্য-জীবনে কর্কট রোগে আক্রান্ত আমি। আমার একান্ত ইচ্ছে, জীবনে একবার পর্দায় নয়, বাস্তবে প্রতীকের সামনে দাঁড়াবো। তাঁর মায়াময় চোখ দুটি দেখব। বিকশিত হও নতুন নতুন 'চরিত্রে'। খ্যাতির সৌরভে ভরে উঠুক তোমার জীবন। শুভকামনা রইল।

প্রণীমা জানা, জোকা



■ প্রতীক সেন



■ 'শোলে' ছবির একটি দৃশ্য



■ দেব-শুভশ্রী

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও। **anandalok@abp.in**

কোমাচ্ছন্ন রাজকুমারি

সৌদি আরবের রাজপুত্র আল ওয়ালিদ বিন খালিদ প্রায় ২০ বছর ধরে কোমাচ্ছন্ন থাকার পর কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন। এই আবহে ফের এরকমই আর একটি খবর সামনে এল। থাইল্যান্ড রাজ পরিবারের রাজকুমারি বজ্রকিতিয়াভা মোহিদল গত তিন বছর ধরে কোমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রয়েছেন। প্রাথমিকভাবে এই খবরটি গুপ্ত রাখা হয়েছিল রাজ পরিবারের তরফ থেকে। কিন্তু খবর তো সেভাবে চাপা থাকে না, তাই গুজব ছড়াতেই রাজা মহা বাজিরালংকর্ণের বড় কন্যা সম্পর্কে খবরটা প্রকাশ করা হল। ২০২২ সালে হৃদযন্ত্র জনিত সমস্যার কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান রাজকুমারি। কিন্তু তারপর থেকে সেই জ্ঞান আর ফেরেনি। হাসপাতালের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রাজকুমারির মস্তিষ্কের এই ঘুম কবে ভাঙবে, তা নিয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না।



■ রাজকুমারি বজ্রকিতিয়াভা



■ রাজকুমারি এলিজ়াবেথ

ট্রাম্পের কোপে

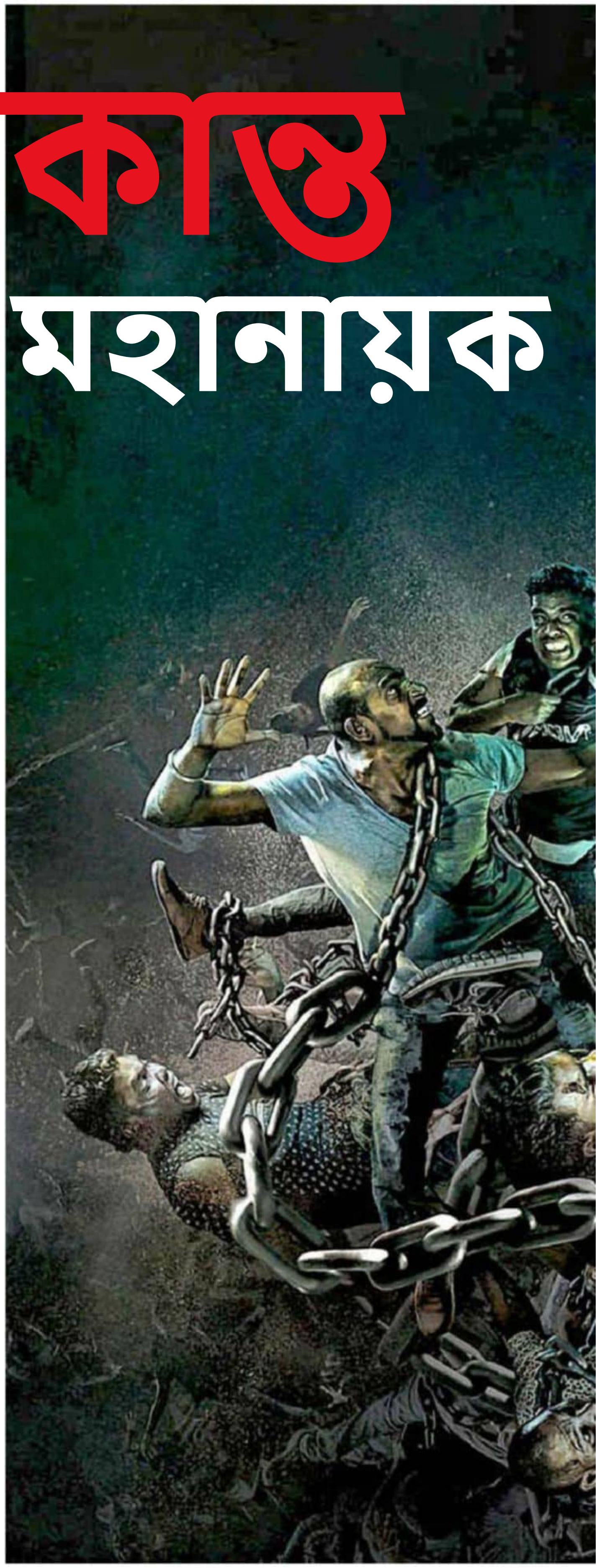
বেলজিয়ামের রাজকুমারি এলিজ়াবেথকে তাঁর স্নাতকোত্তর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল। আসলে হয়েছে কী, ২৩ বছর বয়সি রাজকুমারি অক্সফোর্ডের লিংকন কলেজ থেকে ইতিহাস ও রাজনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর ২০২৪ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেডি স্কুলে পাবলিক পলিসি নিয়ে দুই বছরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ভর্তি হন। কিন্তু এরই মধ্যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প হার্ভার্ডে পড়াশোনা করার জন্য, ভিসা নিয়ে বিদেশি নাগরিকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তাতে রাজকুমারির পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হচ্ছিল। কারণ রাজকুমারি আর পাঁচজন সাধারণ ছাত্রছাত্রীর মতো পড়ছিলেন। কোনও বিশেষ সুবিধে চাননি। কিন্তু এবার সেদেশের ফেডারেল আদালতের বিচারক ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করে রাজকুমারিকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

ছোটবেলার ব্যথা

মোনাকোর রাজকুমারি শার্লিন কিছু বছর ধরে জল সংক্রান্ত বিষয়ে নিরাপত্তামূলক প্রচার করছেন। এই গ্রীষ্মে মোনাকোতে সাঁতার কাটতে গিয়ে প্রায় ১৯৩ জন মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। সেই নিয়ে শার্লিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কিন্তু কেন? হঠাৎ এই বিষয় নিয়ে রাজকুমারি এত আবেগপ্রবণ কেন? জানা গিয়েছে, তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন নিজের পাঁচ বছরের তুতো ভাইয়ের সঙ্গে খেলছিলেন। পুকুরে নেমে সাঁতার কাটার সময় সেই ভাই জলে ডুবে মারা যায়। সেই শোক এখনও সামলাতে পারেননি রাজকুমারি। তাই ভাইয়ের স্মৃতিতে নিজেকে এই কাজে সঁপে দিয়েছেন তিনি, যাতে ব্যক্তিগত শোক কাটিয়ে ওঠা যায়।



■ রাজকুমারি শার্লিন



রজনীকান্ত মিথ ও মহানায়ক

চূড়ান্ত দারিদ্রের বোঝা বইতে না পেরে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন তিনি। করেছেন কুলি, বাস কন্ডাকটরের কাজও। তবে পাঁচ দশকের বর্ণময় কেরিয়ারে দাঁড়িয়ে ৭৪ বছর বয়সি রজনীকান্ত বিশ্বাস করাতে পেরেছেন, তিনি সাধারণই! ফলে তাঁর ইমেজ হয়ে উঠেছে জীবনের চেয়ে বড়। লিখছেন **সায়ক বসু**

দেহপট সনে নট, বাকিদের জন্য যতই হারাক, তাঁর জন্য হারায় না। তিনি এই ৭৪ বছর বয়সে এসেও চিরযুবক। নামের আগে ‘সুপারস্টার’ তকমা নিয়ে গোটা দেশকে নিজের সিনেমা দিয়ে আন্দোলিত করে দিতে পারেন। তবে এই প্রতিবেদনে রজনীকান্ত গাথা শুরু করার আগে, পাঠকের চোখ একটা ঘটনার দিকে আকর্ষণ করি। জানা নেই, আদৌ বিষয়টা কাকতালীয় না কোনও দৈবিক যোগ, কিন্তু ঘটেছে। ১৯৭৫ সালে, দেশ যখন জরুরি অবস্থার যন্ত্রণায় জর্জরিত, তখন ১৫ অগস্ট হিন্দি ছবির জগতে মুক্তি পায় ‘শোলে’। আর দক্ষিণ ভারতে, তামিল ছবির ইন্ডাস্ট্রিতে মুক্তি পায়, ‘অপূর্ব রাগাঙ্গল’ নামে একটি ছবি। কে বালাচন্দর পরিচালিত এই ছবিতে একটা ছোট্ট চরিত্রে প্রথমবার অভিনয় করেছিলেন রজনীকান্ত। ছবিতে মূলত নায়ক ছিলেন কমল হসন। অন্যদিকে ‘শোলে’-তে প্রধান নায়ক ছিলেন ধর্মেন্দ্র (স্টারডমের দিক থেকে বটেই, টাইটেল কার্ডে নাম শুরুতে এসেছিল) আর অমিতাভ এমন সময়ে ‘শোলে’-তে অভিনয় করতে আসেন, যখন ‘জঞ্জির’-এর শুটিং হয়ে গেলেও তা মুক্তি পায়নি, তাঁর ঘাড় থেকে অপয়া তকমা তখনও যায়নি। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন এই দুই শিল্পী, অমিতাভ ও রজনী। দেশের দুই প্রান্তে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন? সাতের দশকে অমিতাভের যে অ্যাংরি ইয়ং ম্যান ইমেজের শুরু, তাতে অস্থির সময়ের ফসল হিসেবে খানিক নেগেটিভ ইমেজ এসেছিল। ওদিকে রজনীকান্তও শুরু করেছিলেন পরপর ‘খলনায়ক’ চরিত্রে অভিনয় করেই। সেটা অবশ্য অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার জন্য



নয়, তাঁর গায়ের রং এবং চেহারা তথাকথিত ‘নায়কোচিত’ নয় বলে। কেরিয়ারের প্রথম পাঁচ বছর ‘আভারগল’, ‘১৬ ভায়াথিনিলে’, ‘আডু পুলি আট্টাম’ থেকে ‘গায়ত্রী’... সমস্ত ছবিতে তিনি ছিলেন ভীতি জাগানো এক খলনায়ক। তাতে হয়তো টাইপকাস্ট হয়ে যেতেই পারতেন। কিন্তু সেখানেও রজনীকান্তকে রক্ষা করেন একজনই, তিনি অমিতাভ বচ্চন। তামিল ভাষায় ‘বিল্লা’ নামে একটি ছবিতে অভিনয় করেন রজনীকান্ত। ১৯৮০ সালের এই তামিল অ্যাকশন থ্রিলারটি ছিল আদতে অমিতাভের ‘ডন’-এর রিমেক। এবং এই একটি ছবির দৌলতেই রাতারাতি জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন রজনী। দক্ষিণ ভারতীয় মানুষদের কাছে হয়ে ওঠেন মহানায়ক, আদরের ‘থলাইভা’।

অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের প্রতিভূ: ডেমি গড

অমিতাভের সঙ্গে তুলনা টেনে লেখা শুরু করা হল বটে, কিন্তু এটা স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, গোটা ভারতবর্ষে বোধহয় রজনীকান্তের মতো আর এমন একজনও তারকা নেই,



■ কেরিয়ারের শুরুর দিকে গায়ের রংয়ের কারণে নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছে তাঁকে



■ অমিতাভ ও রজনীকান্তর উত্থান, দেশের দুই প্রান্তে। এক অদ্ভুত সুতোয় আবদ্ধ তাঁরা

১০/এ রুটের বাসে কন্ডাক্টর ছিলেন। সেখানে অভিনয়ের দক্ষতা কাজে লাগাতেন। অদ্ভুতভাবে টিকিট দিতেন, মজার মজার গল্প বলতেন, মুখভঙ্গিমা করতেন এবং চিরাচরিত প্রথায় হওয়ায় ছুড়ে দিয়ে সিগারেট মুখে নিতেন



■ কন্যার সঙ্গে রজনী



■ রজনীকান্ত ও নাগার্জুন একসঙ্গে একটি সেটে

যাকে একেবারে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ থেকে সমাজের উচ্চতম ব্যক্তি, সকলেই সমান ভাবে পছন্দ করেন। এবং সেই শ্রদ্ধা প্রায় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদনের মতো। এই সময়ে দাঁড়িয়েও। মাঝে-মাঝে মনে হয় এর কারণটা কী? শুধু কি রজনীর অভিনয় প্রতিভা, নাকি যে পরিবেশ থেকে ধাক্কা খেতে খেতে উনি বড় হয়ে উঠেছেন, সেটা? এই যে একজন মানুষ জীবদ্দশাতেই ‘ডেমি-গড’-এর তকমা পাচ্ছেন, যাঁকে মনে করা হচ্ছে এই মর্ত্যলোকে অতিলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি, মন্দির তৈরি করে যাঁর মূর্তি বানিয়ে, প্রতি সপ্তাহে পুজো করে দুধ ঢালা হচ্ছে মাথায়... তিনি তো আর শুধু অভিনেতা নন। অমিতাভ বচ্চন যথার্থই বলেছিলেন রজনীকান্ত সম্পর্কে। তাঁরা সকলেই তারা, কিন্তু রজনী যেন জীবনের চেয়ে বড় কিছু। নক্ষত্রসম।

কিন্তু এই নক্ষত্র তৈরি হল কী করে? ‘রজনীকান্ত: আ ডেফিনিটিভ বায়োগ্রাফি’ বইয়ের লেখক নমন রামাচন্দ্রন উল্লেখ করেছেন যে, ‘রজনীকান্তের অন-স্ক্রিন জাদু নিহিত রয়েছে দরিদ্র মানুষের স্বপ্নকে চিত্রিত করার মধ্যে, মানবতা না হারিয়ে প্রতিকূলতাকে জয় করার মধ্যে।’ আর

সেটা কোথাও রজনীর পর্দা এবং বাস্তব জীবনকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেয়। ১৯৫০ সালে শিবাজি রাও গায়কোয়াড় এক দরিদ্র মারাঠি পরিবারে জন্মগ্রহণ (বেঙ্গালুরুতে) করেন। পিতা রামজি রাও ছিলেন বেঙ্গালুরু পুলিশের এক কনস্টেবল। চার ভাইবোনের মধ্যে ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় তুখোড় শিবাজি গাভিপুরম গভর্নমেন্ট কন্নড় মডেল প্রাইমারি স্কুলের পরীক্ষায় প্রায় প্রতিটি বিষয়ে ৯৮% নম্বর পেতেন। সঙ্গে যেমন ভাল গান গাইতেন, তেমনি অভিনয় করতেন নাটকে। কিন্তু অর্থাভাবে যখন তাঁকে পড়াশোনা ছাড়তে হয়, তখন হাতের কাছে যা কাজ পেয়েছেন টাকার জন্য তাই করতে শুরু করেছেন। তা সে কেজি প্রতি ১০ পয়সার বিনিময়ে গাড়িতে চালের বস্তা তোলাই হোক বা অফিস বয়ের কাজ, কুলি অথবা বাসের টিকিট কন্ডাক্টর হওয়া। কন্ডাক্টরের আলোচনায় পরে আসছি। তার আগে বলে রাখা ভাল, শিবাজি বেঙ্গালুরুতে থাকতেন বটে, কিন্তু কন্নড় লেভাবে বলতে পারতেন না। মাঝে বাড়ির লোকজন তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন রামকৃষ্ণ মিশনে। সেখানে ভাষাটির প্রতি ভালবাসা জন্মায়, সঙ্গে অভিনয়ের প্রতিও। কিন্তু সেটাও ছাড়তে হয় তাঁকে। চূড়ান্ত দারিদ্র, পড়াশোনা করতে না পারার হতাশা, জীবনে কোনও আশার আলো দেখতে না পেয়ে শিবাজি একটা সময় আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ করে তাকে বাঁচিয়ে দেন শ্রী রাঘবেন্দ্র স্বামী। শিবাজির মা, যিনি সন্তানের জন্মের নয় বছরের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন, তিনি খুব মানতেন



■ শুটিং সেটে। তখন হিরো হিসেবে গোটা দেশে জনপ্রিয় তিনি



■ স্ত্রীর সঙ্গে বসেছেন পুজোয়

রজনীকান্তের বাছাই করা ছবির কাহিনি

● **মুন্দ্রু মুদিচু (১৯৭৬):** খল চরিত্রের অভিনেতা

● **বিল্লা (১৯৮০):** অমিতাভ বচ্চনের ‘ডন’ সিনেমার রিমেক ‘বিল্লা’ তে গ্যাংস্টার চরিত্রে দেখা গিয়েছিল রজনীকান্তকে।

● **চালবাজ (১৯৮৯):** সিনেমায় রজনীকান্তের চরিত্রটির নাম ছিল জগ্গু। জমজ দুই বোন অঞ্জু ও মঞ্জু চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রীদেবী।

● **আন্নামালাই (১৯৯২):** একজন গরিব দুধ বিক্রেতা থেকে ধনী হয়ে ওঠা এবং অহংকারী বন্ধুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার গল্প

● **ভাষা (১৯৯৫):** একজন অটোরিকশা চালকের গ্যাংস্টার হওয়ার গল্প।

● **পারায়াপ্পা (১৯৯৯):** একজন ইঞ্জিনিয়ার ও তার পারিবারিক সমস্যা নিয়ে সিনেমা।

● **চন্দ্রমুখী (২০০৫):** একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। সৎ ভাই ও তার স্ত্রীর জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবন বাজি রাখে।

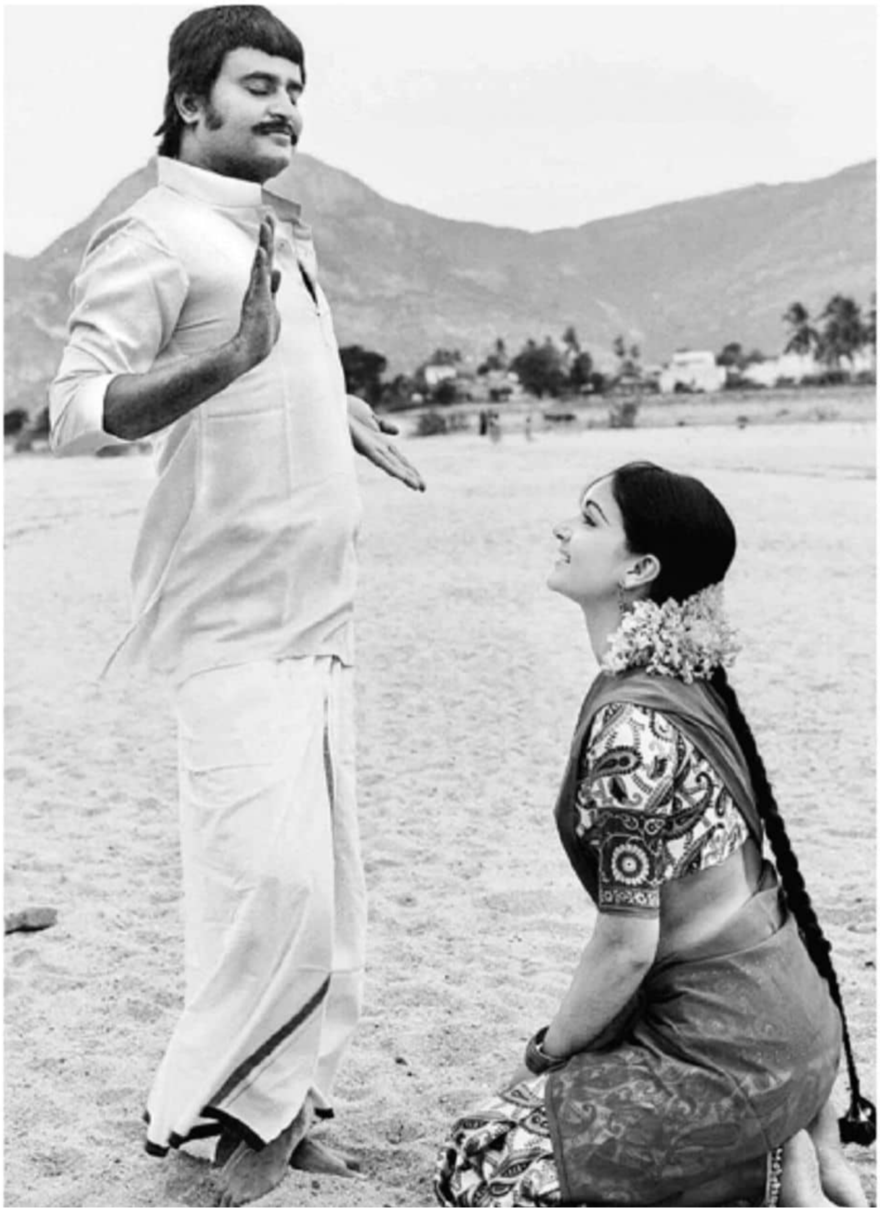
● **শিবাজী দ্য বস (২০০৭):** রজনীকান্তের রবিন হুড ঘরানার ছবি। আসল নাম শিবাজি।

● **এন্থিরান (২০১০):** ভাস্করণ এবং তার তৈরি রোবট চিট্টির টানাপোড়েন।

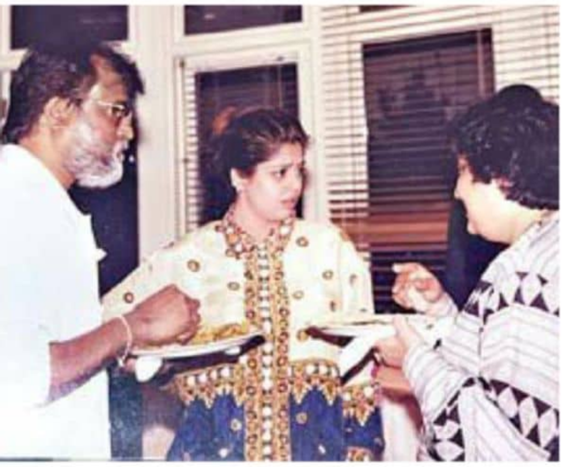
● **কুলি (২০২৫):** বর্তমান ছবি। পুরনো পেশার গল্প বলেন রজনী

এই মানুষটিকে। বাড়িতে রাখা সেই ছবি বলতে গেলে বদলে দেয় শিবাজিকে। রজনী এখনও জানেন না সেদিন ঠিক কোন শক্তি তাঁকে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। এবং তারপর থেকে জীবন যেন সম্পূর্ণ অন্য খাতে বইতে থাকে। কিভাবে? বেঙ্গালুরুর ১০/এ রুটের বাসে কন্ডাক্টর ছিলেন শিবাজি। এবং সেখানে অভিনয়ের দক্ষতা কাজে লাগাতেন। অদ্ভুতভাবে টিকিট দিতেন, মজার মজার গল্প বলতেন, মুখভঙ্গিমা করতেন এবং সেই চিরাচরিত প্রথায় হওয়ায় ছুড়ে দিয়ে সিগারেট মুখে নিতেন, সেই নাটকের মঞ্চে শেখা বিষয়গুলো। ফলে খুব কম সময়েই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন শিবাজি। তাঁর সারল্য ভরা হাসি এবং সোয়্যাগ সাধারণ মানুষের মন জয় করেছিল। তাই হয়তো নির্মলা নামের মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রী শিবাজির অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে, মাদ্রাজ ফিল্ম ইনস্টিটিউটে তাঁর নাম নথিভুক্ত করিয়ে দেন নিজের তাগিদেই। এখন সত্যিই মনে হয়, রজনীকান্ত নামক মহীরুহ হওয়ার





তখনও তারকা হননি। বন্ধুদের সঙ্গে রজনীকান্ত। (নীচে) একটি ছবির দৃশ্যে নিজের নৃত্যকলা দেখাচ্ছেন



নগমার সঙ্গে একটি শুটিংয়ে রজনী

বীজ সেদিনই বপন করে দিয়েছিলেন নির্মলা। যে ভালবাসা দিয়ে শিবাজিকে দেখেছিলেন তিনি, চেয়েছিলেন একসঙ্গে সংসার করতে এবং ভালবাসার মানুষকে অভিনয়ের দিকে ঠেলে দিতে... তাতে আদতে উপকার হয়েছে ভারতীয় সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের। নির্মলার সঙ্গে শিবাজির সম্পর্ক পরিণতি পায়নি। সমস্ত প্রথম প্রেমই যেভাবে পরিণতি পায় না। কিন্তু সেই হতাশা জয় করেন শিবাজি। অভিনয়কে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলেন এবং পরিচালক কে বালাচন্দরের হাত ধরে পুনরুজ্জীবিত হলেন 'রজনীকান্ত' নামে। তামিল ইন্ডাস্ট্রিতে। সিনেমার পর্দায় এলেন ১৯৭৫ সালে।







■ রজনীকে কীভাবে মনে রাখবে মানুষ?

■ (উপরে) শ্রীদেবীর সঙ্গে একটি শুটিংয়ে। (নীচে) জিতেন্দ্রর কথা শুনছেন। তখন তিনি বলিউডের তারকা

বহিরাগতর দেশজয়ের গাথা

তবে আজ অভিনেতার ৭৪ বছর বয়সের জন্মদিনে দাঁড়িয়ে যখন পিছন ফিরে তাকাই এবং তাঁর বর্ণময় অভিনয় জীবনকে দেখি, তখন মনে হয় 'রজনীকান্ত' নামক এই লার্জার দ্যান লাইফ ইমেজটিকে রক্ষা করার জন্য শিবাজিকে নানা আত্মত্যাগ দিতে হয়েছে। প্রাথমিকভাবে লুকিয়ে ফেলতে হয়েছে নিজের যাবতীয় চাহিদা, তৃপ্তি, অতৃপ্তি এবং না পাওয়াগুলোকে। প্রেম ভেঙে গিয়েছে। বাহাদুর নামে যে বাস ড্রাইভার (সেই বাসেরই কন্ডাক্টর ছিলেন রজনী) তাঁকে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে আসার সময় অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁর সঙ্গে বহুদিন যোগাযোগ থাকেনি... আসলে তখন রজনী তৈরি হচ্ছিলেন। পায়ের মাটি শক্ত করছিলেন। অবশ্য সেই জন্য মাটিতে রাখা পায়ের শিকড় উপড়ে যায়নি কোনওদিন। কারণ রজনী মনে রেখেছিলেন সব কথা, সকলের ভালবাসা ও ত্যাগের কথা। এবং জানতেন, তামিল ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি বহিরাগত। রজনীকান্তের জীবন আসলে এক বহিরাগত দরিদ্র মানুষের ভারতীয় সিনেমার সবচেয়ে প্রিয় অন্তর্দেশীয় তারকা হয়ে ওঠার গল্প। এক শ্রমজীবী নায়ক, যাঁর আবেদন ভাষা, শ্রেণি ও ভূগোলের সীমানা অতিক্রম করেছে। তাঁর জীবন এক ছিন্নমূলের, অথচ গোটা দেশের মানুষকে আপন করে নেয়। তবে রজনী এই সুপারস্টারডম পেয়েছেন নিজের জীবনকেই পর্দায় এনে। বিভিন্ন চরিত্রে। ভেবে দেখুন, পর্দায় ট্যাক্সি ড্রাইভার, অফিসের বয় থেকে হালে 'কুলি' পর্যন্ত, নিজের জীবনের যাবতীয় অতীতকেই পর্দায় বেঁচে নিয়েছেন তিনি এবং দেশের আপামর জনসাধারণকে এই বিশ্বাস দিয়েছেন যে, চাইলে মানুষ সব পারে। যে পরিস্থিতিতে একেবারে রাস্তা থেকে উঠে গিয়ে বসতে পারে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে। তাই বোধ হয় রজনীর অতিলৌকিক, মহীরুহসম জীবনের সঙ্গে মিলে যায় 'ডেমি গড' বা অতিলৌকিক সত্তাটি। দক্ষিণ ভারতের ঈশ্বর-প্রিয় মানুষ ভাবতে ভালবাসেন যে, রজনীকান্ত তাঁদের সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন তাঁদের একজন হয়ে। পর্দায় অলৌকিক সব কাণ্ড ঘটাবেন... জুতো দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবেন, বিড়ি ছুড়ে দুশমন খতম করবেন, এক হাতে বিল্ডিং তুলে নেবেন এবং তার রেশ এসে পড়বে পর্দার বাইরেও। সেই ব্যাপারেও রজনী পারদর্শী। তামিলনাড়ু সরকারের জনমোহিনী

রজনীর জনমোহিনী নীতি

- শ্রী রাঘবেন্দ্র চ্যারিটেবল ট্রাস্ট (২০০২ সালে পত্তন)
- গাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দরিদ্রদের সেবা, ত্রাণ ও চিকিৎসা
- ২০১৫ সালে চেন্নাই ও ২০১৮ সালে কেরলের বন্যা দুর্গতদের ২০ কোটি টাকা করে দান
- কোভিডের সময় সেফ হোম এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা। সেই অনুযায়ী বিনামূল্যে হাসপাতাল তৈরি
- অনগ্রসর শ্রেণির ছেলেমেয়েদের জন্য একটি স্কুল এবং বৃত্তিমূলক ট্রেনিং সেন্টার তৈরি। যেখানে বিনামূল্যে পড়ানো হয়
- দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের খাবার ও আর্থিক সাহায্য

প্রকল্পগুলিকে ছাপিয়ে অনেক সময় সামনে এসে পড়ে ব্যক্তি রজনীর করা জনমোহিনী কাজগুলি। যেভাবে তিনি দুঃস্থদের খাবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান, অর্থ সাহায্য করেন, তা খানিক নায়কোচিতই। প্রতিষ্ঠানের বাইরে গিয়ে একার হাতে করা মানুষের কাজ। রজনী কিন্তু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি যে জায়গা থেকে উঠে এসেছেন, তা মানুষের জায়গা। খেটে খাওয়া মানুষের। তিনি তাদের লোক। তাই রজনীর তৈরি করা 'স্পিরিচুয়াল রাজনীতি'র তত্ত্ব মানুষের বোধগম্যও হয়েছে। কারণ সেটি মহাত্মা গান্ধীর দর্শনের কথা মনে পড়ায় এবং নির্দিষ্ট কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে না। এমনকি, রজনীর একটা সময়ে জয়ললিতার বিরুদ্ধাচারণ



■ 'রোবট' ছবির দৃশ্যে রজনী। (নীচে) এখনও নিজেকে রোম্যান্টিক হিরো হিসেবে প্রকাশ করতে পারেন তিনি





■ রজনীর জাইগ্যান্টিক কাটআউট

লার্জার দ্যান লাইফ: রজনীর অবিশ্বাস্য ক্ষমতা নিয়ে জোকস

- রজনীকান্তই মৃত (ডেড সি) সাগরকে হত্যা করেছিলেন
- রজনীকান্ত যখন পুশ-আপ করেন, তখন তিনি নিজেকে উপরে তোলেন না, বরং মাটিকে নীচের দিকে ঠেলেন।
- রজনীকান্ত একবার শুয়ে শুয়ে একটি ঘোড়ার থুতনিতে লাথি মেরেছিলেন। তার বংশধরদের আজ জিরাফ বলা হয়।
- রজনীকান্ত কর্ডলেস ফোন দিয়ে বিপক্ষের শ্বাসরোধ করতে পারেন
- রজনীকান্ত একদিনেই রোম তৈরি করেছিলেন
- আলো নিজের গতিবেগ রজনীকান্তকে একক ধরে মাপে

মানুষের মনে প্রবল রেশ ফেলেছিল। কিন্তু তাও প্রশ্ন উঠতে পারে, ২০২১ সালে রজনী যখন নিজে রাজনীতির ময়দানে নামলেন, দল খুললেন রজনী মক্কাল মনদ্রম নামে, তখন তা সফল হল না কেন? এই প্রসঙ্গে রজনীর জীবনীকার ও বহু সমালোচকের মত, তামিলনাড়ুর সংখ্যাগুরু মানুষ (যারা রজনী ভক্ত) মনে করেছিলেন, রজনী রাজনীতিতে নামলে অচিরেই বাকি রাজনীতিবিদদের মতো কলঙ্কিত হয়ে যাবেন। তিনি যেভাবে মানুষের নেতা হয়ে আছেন, কোনও পদ ছাড়াই, সেটাই তাঁকে 'মহানায়ক' পদে উন্নীত করেছে। তাই কেউ চায়নি নায়ক রাজনীতিতে নামুন এবং নিজের ইমেজের ক্ষতি করুন। সত্যি কথা বলতে কী, এই মত রজনীর কানেও গিয়েছিল এবং তিনিও সাময়িক ব্যর্থতার পর

রাজনীতি থেকে সরে যান নিজের ইমেজের কথা ভেবে। সত্যিই তো, এই যে রজনীর ছবি মুক্তি পেলে তামিলনাড়ুতে জাতীয় ছুটি ঘোষণা হয়ে যায়, পাঁচ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়ে যায় মুহূর্তে (ওটিটি মাধ্যমকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে), গোটা একটা এয়ারলাইন্স কোম্পানি নিজেদের এয়ারক্রাফ্টকে রজনীর ছবিতে সাজিয়ে তোলে ('কাবালি' মুক্তি উপলক্ষে তাঁর মুখের ছবি দিয়ে সাজানো একটি বিমান প্রকাশ্যে এসেছিল। এবং তাতে ফ্যানেরা রজনীর বিরাট একটি কাটআউট নিয়ে গিয়েছিল তাঁর ছবি দেখতে), প্রায় ৫০ হাজার ফ্যানক্লাব গোটা দেশজুড়ে তাঁর জন্মদিনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন এবং মিষ্টি বিতরণ করে... এটা কি রাজনীতিতে নামলে হত? অভিনেত্রী জয়ললিতার জীবনও তো কলঙ্কে ভরে গিয়েছিল রাজনীতিতে আসার পরে! রজনী জানেন, এই ইমেজই তাঁকে ভগবানের আসন দিয়েছে। চলচ্চিত্র জগতে তাঁর ৫০ বছর পূর্ণ হওয়ার আনন্দে একজন ভক্ত মাদুরাইতে অবস্থিত অরুলমিগু শ্রীরজনী মন্দিরকে নায়কের ৫,৫০০ টিরও বেশি ছবি দিয়ে সাজিয়েছেন। পুজার অংশ হিসেবে অভিষেক স্নান করিয়েছেন ৩০০ কেজির মূর্তিকে। আর সেই স্নান হয়েছে কয়েক শো বালতি দুধ দিয়ে।



■ ২০১৬ সালে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে পদ্মবিভূষণ পুরস্কার নিচ্ছেন রজনী



তাই ঠিক সেইভাবে চলেন রজনী, 'ডেমি-গড'দের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তিনি যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেন। জনসেবা করেন। পর্দায় অলৌকিক সব কাণ্ড ঘটান। তাঁকে নিয়ে তৈরি হয় মিথ,অবাস্তব সব জোকস। কিন্তু তিনি আবার মিশে যান মানুষের সঙ্গে। ফ্লাইটের ইকোনমি ক্লাসে ভ্রমণ করেন। সাধারণ চেহারায় প্রকাশ্যে আসেন। সুপারহিরোরা যেমন করে থাকেন আর কী। এমনকি, এই গল্পও শোনান, কীভাবে তাঁর এক স্কুলের বন্ধু তাঁকে চিনতে না পেরে অপমান করেছিলেন এবং বিপুল বোঝা বইয়ে মাত্র চার টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে ছুড়ে দিয়েছিলেন। তখন বেঙ্গালুরু এবং মাদ্রাজের বিভিন্ন স্টেশনে কুলির কাজ করতেন তিনি। এই সব গল্পই তো রূপকথার সৃষ্টি করে। 'থলাইভা' অপমান সহ্য করে এই সাফল্যের শিখরে উঠে এসেছেন টাইপের কথা শুনলে শক্তি আসে সাধারণ মানুষের মধ্যে। রামাচন্দ্রন লিখেছিলেন, 'দেবতাদের কোনও না কোনও মানুষের রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হতেই হয়।' তামিলনাড়ুর মানুষ মনে করেন, রজনী সেই দেবতা। তাই তো স্টারডমের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই তাঁর। এই ৭৪ বছর বয়সেও যে-কোনও ভূমিকায়, যে কোনও বেশে পর্দায় আসতে পারেন তিনি। 'কুলি' নামক ছবিটি বিপুল সমালোচনার মুখে পড়লেও দক্ষিণ ভারত থেকে প্রথম তিনদিনে ২২০ কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারে! রবিচন্দ্রণ অশ্বিনের মতো ক্রিকেটার তাঁর ছবির সামনে হাত জোড় করে বলতে পারেন, গোটা দেশে 'থলাইভা' একজনই। এমনকি হরভজন সিংহ পর্যন্ত তাঁর ছবি বুকে ট্যাটু করাতে পারেন। রজনীকান্ত নিজের জীবন এবং পর্দাকে মিশিয়ে আরও বড় হয়ে উঠেছেন জনমানসে। এই ৫০ বছরের সিনেমা কেরিয়ারে প্রমাণ করেছেন, সিনেমা মানুষের যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনে উৎসবের আনন্দ আনতে পারে। এই যাপন শুধু সিনেমায় অভিনয় করলে তৈরি হয় না। সুপারস্টার রজনীর ইমেজ এখনও ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন। এই তারকানির্ভর ভারতীয় সিনেমার প্রেক্ষাপটে নক্ষত্রের উজ্জ্বল উদাহরণ। যে অভিনেতা পর্দায় মার খেলে দর্শক হল ভাঙচুর করে, তাঁর কি আর কোনও প্রাপ্তির দরকার আছে?

ছবিঘর



১

পুজো এসেই গেল। তারপরই দিওয়ালি, ক্রিসমাস। মানে বাতাসে এখন উৎসবের গন্ধ। তার মধ্যে সেলেব্রিটিদের ব্যস্ততা আর তাঁদের সঙ্গী

আনন্দলোক

২



৩





৪

৫



৬



১ মুম্বইতে একটি ফোটোশুটে তমন্না ভাটিয়া

২ নিজের নতুন বাংলা ছবি ‘বেলা’র ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে স্বমহিমায় ক্যামেরার সামনে ধরা দিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

৩ জ়ি-বাংলাসোনার-এর লঞ্চে বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে ঐন্দ্রিলা সেন, সঙ্গে অঙ্কুশ

৪ সেই একই অনুষ্ঠানে দেবের সঙ্গে এক খুদে শিল্পী

৫ মুম্বইতে বন্ধু মৌনী রায়ের সঙ্গে শুভশ্রী

৬ একটি অনুষ্ঠানে ক্যামেরার সামনে পোজ় দিলেন জাহ্নবী কপূর









৭ শুভেন চট্টোপাধ্যায়ের ইন্ডাস্ট্রিতে ৪০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে মঞ্চে নিখিতা গান্ধী, সিধু, মিস জোজো ও রূপম

৮ ছুটির মেজাজে করণ জোহর

৯ 'রক্তবীজ ২'র ট্রেলার লঞ্চে একে-অপরের মুখোমুখি অঙ্কুশ ও আবীর

১০ মুম্বইয়ের একটি ফ্যাশন শোয়ে শো-স্টপার বাণী কপূর

১১ 'পরিণীতা' ছবির ২০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে বিদ্যা বালনের ধুনুচি নাচ



১২ মুম্বইতে বাড়ির সামনে জড়ো হওয়া ভক্তদের দিকে হাত নাড়লেন অমিতাভ বচ্চন

১৩ একটি নতুন ছবির ডাবিংয়ে আলি ফজ়ল

১৪ মুম্বইতে একটি অনুষ্ঠানের মাঝে ক্যামেরম্যানদের আবদার মেটালেন তাপসী পন্নু













১৫ মুম্বইতে একটি ফার্নিচার শোরুমের উদ্বোধনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত অনন্যা পাণ্ডে

১৬ এক পার্টিতে ক্যামেরা হাতে জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ়

১৭ মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে জিতেন্দ্র ও জয়া প্রদা



■ 'ওয়ার ২'-তে এনটিআর জুনিয়র আর হৃতিকের উপস্থিতি ছবিটির চাহিদা বাড়িয়ে দেয়



■ বহুবছর পর পর্দায় দেব-শুভশ্রীকে দেখার আগ্রহ ছিল তুঙ্গে

যত কাণ্ড বাংলা ছবি ঘিরে

'ধূমকেতু' মুক্তির আগে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল, ছবিটি নাকি শো পাচ্ছে না, সব শো নাকি গা-জোয়ারি করে নিয়ে নিচ্ছে যশ রাজ ফিল্মসের 'ওয়ার ২'। একাধিক মিটিং-মিছিলের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বাংলা ছবিকে বাঁচিয়ে রাখতে, এবার থেকে পশ্চিমবাংলার প্রতিটি হলে প্রাইম টাইমে অন্তত একটা বাংলা ছবির শো চালাতেই হবে। কিন্তু সত্যিটা কী? উত্তরের সন্ধানে **আসিফ সালাম**

বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ান। বাংলার বুকেই বাংলা ছবিকে কোণঠাসা করা হচ্ছে! বাঙালি দর্শক নাকি প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে বাংলা ছবি দেখতে লজ্জা পায়...এ হেন অনেক মন্তব্যই বেশ কয়েকমাস হল শোনা যাচ্ছে। সেই সূত্রেই হালফিলে অন্যতম বড় ব্লকবাস্টার বাংলা ছবি 'ধূমকেতু' মুক্তির আগে সর্বত্র হইহই রব পড়ে গেল। কী না, 'ধূমকেতু'র সঙ্গেই মুক্তি পাচ্ছে যশ রাজ ফিল্মস-এর 'ওয়ার ২'। বাংলার প্রেক্ষাগৃহে সেই ছবিকেই নাকি অধিকাংশ শো দেওয়া হচ্ছে, 'ধূমকেতু' নাকি কার্যত কোনও শো-ই পাচ্ছে না। এই নিয়ে বাংলার বুকে প্রায় বিপ্লব ঘটে গেল! ঠিক এই সময়ই সারাদেশে বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে যেভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে সেই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে একই ব্র্যাকেটে এই বিশেষ ঘটনাটিকেও নিয়ে আসা হল। একাধিক মিটিং-মিছিল হল। তারপর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক, বিদ্যুৎ এবং আবাসন মন্ত্রী মাননীয় অরূপ বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে এক বৈঠক ডাকা হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব, শ্রীকান্ত মোহতা থেকে হল মালিক এবং ছবির ডিস্ট্রিবিউটররা। মূল অভিযোগ ছিল যশ রাজ ফিল্মস নাকি কড়া নির্দেশ দিয়েছে, যদি কোনও প্রেক্ষাগৃহ 'ওয়ার ২' চালায় তাহলে সে আর অন্য কোনও ছবি চালাতে পারবে না। বৈঠক হওয়ার ঠিক পরেরদিনই কোনও এক জাদুমন্ত্রে সবকিছু ঠিক হয়ে গেল এবং 'ধূমকেতু'ও পর্যাপ্ত পরিমাণ শো পেল। আর যশ রাজ-এর সেই নির্দেশিকা যে 'ওয়ার ২' চালালে কোনও প্রেক্ষাগৃহ আর কোনও ছবি চালাতে পারবে না, সেটা নিয়ে আর কোনও কথা শোনা গেল না!



■ 'সইয়ারা' শুরুতে কম সংখ্যক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলেও ভবিষ্যতে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা বাড়ে

যশ রাজ কি সত্যি এরকম নির্দেশিকা দিয়েছিল?

এর আগে যশ রাজ ফিল্মস যখন শাহরুখ খানের কামব্যাক ছবি 'পঠান' নিয়ে এসেছিল, তখনও ঠিক এই একই অভিযোগ শোনা গিয়েছিল। 'পঠান' চালালে সেই প্রেক্ষাগৃহ নাকি আর কোনও ছবি চালাতে পারবে না। ঘটনাচক্রে সেই সময়ও কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাবেরী অন্তর্ধান'-এর মুক্তি ছিল। যশ রাজ ফিল্মস-এর এই 'নো শেয়ারিং' নীতির কারণে সেই সময় 'পঠান' বনাম বাংলা ছবি নিয়ে একটা বিতর্ক শুরু হয়। তখনও বেশ কয়েক দফা মিটিং-মিছিল-আলোচনা চলে। এবারও ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। এই বিষয়ে আনন্দলোক-এর তরফ থেকে যখন যশ রাজ ফিল্মস-এর মার্কেটিং বিভাগে যোগাযোগ করা হয়, তাদের এক উচ্চপদস্থ কর্তা জানান, "আজ অবধি কোনওদিনও যশ রাজ এরকম নির্দেশিকা দেয়নি। আমরা এতবছর ধরে ব্যবসা করছি, আমাদের অন্তত এইটুকু আত্মবিশ্বাস আছে যে ছবি ভাল-মন্দ যাই হোক, আমাদের ব্যানারের একটা জোর আছে। দর্শক প্রথমদিকে এমনিতেই হলে আমাদের ছবি দেখতে আসবেন। বাকি কোনও নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে কি না সেটা যারা ছবির ডিস্ট্রিবিউটর তারা বলতে পারবে। আমাদের তরফ থেকে এরকম কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি।" পশ্চিমবঙ্গে 'ওয়ার ২'র ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্বে ছিল জালান ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড। এই প্রসঙ্গে সংস্থার কর্ণধার প্রীতম জালানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি স্পষ্ট জানান, "আমি জানি না কে বা কারা এই সমস্ত ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে। এর আগে 'পঠান'-এর সময়েও এই একই অভিযোগ করা হয়েছিল। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। কোনও হল মালিকের কাছে এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে 'ওয়ার ২' চালালে তাঁরা আর অন্য কোনও ছবি চালাতে পারবেন না।" যদি সত্যি এমনটা হত তাহলে বর্তমানে বেহালার অশোকা সিনেমা হলে কীভাবে 'ওয়ার ২'-র সন্ধে ৭:১৫-র শোয়ের পাশাপাশি 'ধূমকেতু' বিকেল ৪:৪৫-এর শোয়ে চলছে? বা ধরুন দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম নামজাদা সিনেমা হল প্রিয়া-তে 'ওয়ার ২' চলছে ৭:১৫-র শোয়ে আর 'ধূমকেতু' চলছে ৪:৫০-এর শোয়ে। এরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে। আর মাল্টিপ্লেক্স তো বাদ-ই দিলাম কারণ সেখানে একসঙ্গে একাধিক ছবি চলছে। রজনীকান্তের 'কুলি'-ও কিন্তু রয়েছে এই প্রতিযোগিতায়। এবার অনেকেই বলতে পারেন এটা তো এখনকার কথা, আগে অন্যরকম পরিস্থিতি ছিল। রাজ্য সরকার আর 'ধূমকেতু' টিমের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি বদলেছে। তাহলে যশ রাজ-এর নির্দেশিকার কী হল? মানে যেদিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে টলিউড ইন্ডাস্ট্রির মাথাদের বিকেলবেলায় বৈঠক হল তার পরেরদিন থেকেই তো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেল, সমস্ত নির্দেশিকা উবে গেল! তো সেই বৈঠকে তো যশ রাজ-এর কেউ ছিলেন না। তাহলে তাদের সেই নির্দেশিকা নিয়ে যশ রাজ-এর সঙ্গে বোঝাপড়ার বৈঠকটা কোথায় হল, কখন হল?

যশ রাজ-এর নির্দেশিকার কী হল? মানে যেদিন মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে টলিউড ইন্ডাস্ট্রির মাথাদের বিকেলবেলায় বৈঠক হল তার পরেরদিন থেকেই তো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেল, সমস্ত নির্দেশিকা উবে গেল! কী করে?



■ একই সঙ্গে শহর জুড়ে 'ওয়ার ২' এবং 'ধূমকেতু'র পোস্টার চারিদিকে ছেয়ে যেতে থাকে

ছবি ভাল হলে শো বেশি পাবেই

প্রথমদিন পশ্চিমবাংলার বুকে ‘ধূমকেতু’ মুক্তি পায় ১৫৩টি প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে ‘ওয়ার ২’ জায়গা পায় ১৭৩-টি প্রেক্ষাগৃহে। হৃতিক রোশন, এনটিআর জুনিয়র, কিয়ারা আডবাণীর মতো প্যান ইন্ডিয়া স্টারের উপস্থিতি, সঙ্গে ‘ওয়ার’ ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি নিয়ে তৈরি হওয়া উন্মাদনা এবং যশ রাজ ফিল্মস-এর ব্যানার...স্বভাবতই ‘ওয়ার ২’ যে-কোনও বাংলা ছবির চেয়ে বেশি সংখ্যক হল পাবে এটা খুবই স্বাভাবিক। সেখানে ‘ধূমকেতু’ নিয়ে একটা আলাদা আগ্রহ তৈরি হয়েছিল বিশেষ করে অনেকবছর পর আরও একবার পড়পর্দায় দেব-শুভশ্রীর রসায়ন দেখার জন্য। সঙ্গে অবশ্যই পরিচালকের আসনে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। সেই অর্থে ‘ওয়ার ২’-এর তুলনায় ‘ধূমকেতু’ কিন্তু বেশ ভাল সংখ্যক হলই পেয়েছিল। মুক্তির পর ‘ওয়ার ২’র কনটেন্ট প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে,



■ হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারে ‘ধূমকেতু’ মুক্তির আগে দেব-শুভশ্রীর পুরনো সব ছবির পোস্টার

ছবি মুক্তির আগে এই যে হল পাওয়া যাচ্ছে না, হিন্দি ছবি সব শো নিয়ে নিচ্ছে, এই রবের কারণটা কী? এই প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক হল মালিক জানান, “দেখুন, যে ওদের ছবি চালালে অমুক ছবি চালাতে পারব না।” এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার এক ঐতিহ্যবাহী একক-পর্দার সিনেমা হল নবীনার কর্ণধার নবীন চৌখানি বলেন, “দেখুন, আমরা বরাবর বাংলা ছবিকে সাপোর্ট করে এসেছি। এবারেও আমরা কিন্তু ‘ওয়ার ২’র কোনও শো চালাইনি। কারণ আমার নিজের ‘ধূমকেতু’র উপর বিশ্বাস ছিল। যশ রাজ বা জালান-এর তরফ থেকে কী নির্দেশ আসত বা না আসত সেটা জানি না, কিন্তু এইটুকু বুঝি যে ‘ওয়ার ২’ নিলে ওরাও প্রাইম শো চাইত। ‘ধূমকেতু’কে দুটো শো ছাড়তে চাইত না। তাই আমি ওদিকে যাইনি, ‘ধূমকেতু’ প্রাইম টাইমে চালিয়েছি। সঙ্গে রজনীকান্তের ‘কুলি’ ছবিটি নিয়েছি।” এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সকলে যে যশ রাজ ফিল্মস-কে গল্পের ‘ভিলেন’ বানিয়ে দিয়েছিলেন, ‘ওয়ার ২’-র আগে তাদের ছবি ছিল ‘সইয়ারা’। সেই ছবি কিন্তু প্রথমে বিপুল সংখ্যক হলে মুক্তি পায়নি। পরে ছবিটি দর্শক পছন্দ করতে শুরু করলে হলের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।



■ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে কাছে নবীনা সিনেমা হলে ‘ওয়ার ২’ নয় শুধু ‘ধূমকেতু’ই চালানো হয়

সেখানে ‘ধূমকেতু’র ফিডব্যাক ভাল ছিল। তাই যত দিন যাচ্ছে দেব-শুভশ্রীর ছবির শোয়ের সংখ্যাও কিন্তু বাড়ছে। এবং এটাই তো স্বাভাবিক। যাঁরা সিনেমা হল চালান তাঁরা তো আদতে ব্যবসা করতেই এসেছেন। দর্শকের মধ্যে যে ছবির চাহিদা বেশি থাকবে তাঁরা তো সেই ছবিই চালাবেন। এই প্রসঙ্গে ‘ধূমকেতু’ ছবির ডিস্ট্রিবিউটর শতদীপ সাহা জানান, “আমরা ‘ধূমকেতু’র ওভারঅল পারফরম্যান্স নিয়ে দারুণ খুশি। এটাই এক্সপেকটেড ছিল। আমার নিজেরও বেশ কিছু হল আছে। আমি সেখানে ‘ধূমকেতু’র ব্যবসা নিয়ে প্রবল খুশি।” খুশির আবহাওয়ার মধ্যে একটা ‘কিন্তু’ থেকেই গেল। তাহলে

> ‘ধূমকেতু’র ফিডব্যাক ভাল। তাই যত দিন যাচ্ছে দেব-শুভশ্রীর ছবির শোয়ের সংখ্যাও বাড়ছে। যাঁরা সিনেমা হল চালান তাঁরা তো আদতে ব্যবসা করতেই এসেছেন। দর্শকের মধ্যে যে ছবির চাহিদা বেশি তাঁরা তো সেই ছবিই চালাবেন।

এটা এখন একটা স্বভাবে পরিণত হয়েছে। বাংলা ছবির কাঁদুনি। কান্নাকাটি করে তো লাভ নেই, ভাল কনটেন্ট বানালে দর্শক দেখবেই। আমরাও শো চালাব। কিন্তু কনটেন্ট পাতে দেওয়ার মতো না হলে, আমার শো চালিয়ে লস করতে যাব কেন? আমার হলে ‘ধূমকেতু’ ও ‘ওয়ার ২’ দুটো ছবিই চলেছে। কখনও ‘ওয়ার ২’র ডিস্ট্রিবিউটর বলেনি স্টারকাস্ট শক্তিশালী হলে হল বেশি পাবে এরকম প্রত্যাশা কিন্তু সকলেই করেন। অপরদিকে এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলার তুলনায় হিন্দি বাণিজ্যিক ছবি বরাবরই বেশি শো এবং ভাল স্ক্রিন টাইম পেয়ে থাকে। তা সে ছবি চূড়ান্ত ফ্লপ করলেও দেখা যায়, অসংখ্য হলে সেই ছবি চলছে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় হল, সারাবছর হিন্দি ছবি



■ সাদার্ন অ্যাভিনিউতে মেনকা সিনেমা হল সেজে উঠেছে হৃতিক রোশনের ছবি দিয়ে

দুর্গাপুজোয় মুক্তি পাচ্ছে একঝাঁক বড় বাংলা ছবি। ফলে, প্রতিদিন একটি করে শো চালাতে সমস্যা হবে না হলগুলির। কিন্তু যে সময়টায় বড় ছবি মুক্তি পাবে না, তখন তুলনায় ছোট বাজেটের ছবির উপর ভরসা রাখতে পারবেন তো তাঁরা?

যদি হল মালিকদের ভাল ব্যবসা দেয়, তাহলে তাঁরা তো সেই ছবিগুলিকে তাঁদের হলে চালাবেনই। তাঁরাও তো নিজেদের ব্যবসা বুঝে নেবেন। দেব-শুভশ্রীর 'ধূমকেতু'-র মতো ছবি তো রোজ-রোজ মুক্তি পাবে না। এই প্রসঙ্গে পরিচালক-প্রযোজক-অভিনেতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানান, "এখানে একটা বেসিক ক্যালকুলেশন আছে। হিন্দি ছবি তো বাঙালি দর্শক বাদে অবাঙালিরাও দেখতে যান। এবার যে কোনও মাল্টিপ্লেক্সে গিয়ে অবাঙালিরা অনেকবেশি অর্থ ব্যায় করেন ফুড অ্যান্ড বেভারেজের উপর। একটা মাল্টিপ্লেক্সের ব্যবসা কিন্তু টিকিটের দামের পাশাপাশি এই ফুড অ্যান্ড বেভারেজের উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। তাই যে-কোনও হল মালিক বা মাল্টিপ্লেক্স চেন হিন্দি ছবি চালাতে বেশি আগ্রহ দেখান।"

প্রাইম শো-তে বাংলা ছবি মাস্ট

কিছুদিন আগেই হল মালিকদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের এক বৈঠকে ঠিক হয় যে, বাংলা ছবির হল না পাওয়ার সমস্যা মেটাতে সারা বছর প্রতিদিন প্রাইম টাইমে অন্তত একটি বাংলা ছবি চালাতেই হবে হলগুলিতে। এবং এটি মাল্টিপ্লেক্স চেনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উদ্যোগটি খুবই ভাল তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, এই প্রতিশ্রুতি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রাখা সম্ভব তো? এই প্রসঙ্গে শতদীপ জানান, "আপাতত আগামী চার-পাঁচ মাসের জন্য চালিয়ে দেখা যাক। তারপর যদি কোনও সমস্যা হয় তখন আবার মিটিংয়ে বসা যাবে।" একই সুর নবীন চৌখানির বক্তব্যেও, "এখন অনেক ভাল বাংলা ছবি আসছে। এবার বছরে এরকম যদি কোনও সময় আসে যখন বাংলা ছবি নেই, তখন আমরা সরকারকে চিঠি দিয়ে সেটা জানিয়ে প্রাইম টাইমে হিন্দি ছবি চালাতেই পারি। সরকারের তরফ থেকে কিন্তু এরকমই বলা হয়েছে। তারাও চায় আমরা যেন ঠিকমতো ব্যবসা করতে পারি।" এই বিষয়ে প্রিয়া সিনেমার কর্ণধার অরিজিৎ দত্তের বক্তব্য, "আমার বাংলা ছবি চালাতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখন চাপটা হল প্রযোজক-পরিচালকদের। ৩৬৫ দিন বাংলা ছবি চালাতে হলে তাঁদেরও তো সেই পরিমাণ বাংলা ছবি নির্মাণ করতে হবে।" আপাতত দুর্গাপুজোয় মুক্তি পাচ্ছে একঝাঁক বড় বাংলা ছবি। ফলে, প্রতিদিন একটি করে অন্তত শো চালাতে সমস্যাই হবে না হলগুলির। কিন্তু তারপর যে সময়টায় বড় ছবি মুক্তি পাবে না, তখন তুলনায় ছোট বাজেটের ছবির উপর ভরসা রাখতে পারবেন তো তাঁরা? নাকি ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা থেকে ফের হিন্দি ছবিকেই প্রাধান্য দেবেন? বাংলা ছবির শো-সংখ্যা সংক্রান্ত নির্দেশ নিয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত পরিচালক-প্রযোজক, তথা বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, ''সব হিন্দি ছবি কি বক্স অফিসে দারুণ ব্যবসা দেয় নাকি? তা হলে 'বাংলা ছবি না চললে হল মালিকদের কী হবে?' এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কেন? দেখুন, সিনেমা বিজনেসে ফেল করার আশঙ্কা ৯০ শতাংশ। যাঁরা এই ব্যবসায় থাকবেন, তাঁদের ওই ১০ শতাংশ সাফল্যের উপর ভর করেই চলতে হবে। এই কথা না জেনে যিনি এই ব্যবসায় থাকবেন, তিনি মরবেন। বলুন তো, আজ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে এর মধ্যে ঢুকতে হল কেন? কারণ দিনের পর দিন হল মালিকেরা অনেক ভাল-ভাল বাংলা ছবিকে শো না দিয়ে হিন্দি ছবি চালিয়ে গিয়েছেন। তাই এটা একদিন হওয়ারই ছিল। আসলে এগজ়িবিটরার সব বুঝে যান বলেই সমস্যা বেশি। তাই বাংলা ছবিকে ৫০ শতাংশ প্রাইমটাইম শো দিতে হবে, এটাই বেস্ট ডিসিশন।''

আরও একটা প্রশ্ন, এই যে 'ধূমকেতু'র হল না পাওয়া নিয়ে এত হইহট্টগোল হল। এই একই উদ্যোগ এর আগে 'সহজ পাঠের গপ্পো', 'নীহারিকা', 'মায়ানগর' বা 'আপিস'-এর মতো ছোট অথচ অত্যন্ত প্রশংসিত ছবিগুলোর জন্য নেওয়া হল না কেন? তখন কেন বাংলা ছবি ও বাংলা ভাষার প্রতি এই অগাধ ভালবাসা ও আবেগ দেখা যায় না?

আর জি কর দেখিয়ে দিল আমাদের দেশে

বর্তমানে তিনি খুবই ব্যস্ত। তাঁর অ্যাক্টিং অ্যাকাডেমি, নাটক, নতুন ছবি এবং পরিবার। তবে এসবের মধ্যেও আর জি কর ঘটনার রেশ এখনও তাঁর মনকে নাড়া দেয়। মনের দরজা খুললেন **সুদীপ্তা চক্রবর্তী**। সামনে আসিফ সালাম

প্র সুদীপ্তা চক্রবর্তী অ্যাক্টিং অ্যাকাডেমি খোলার ভাবনা কীভাবে মাথায় এল? অভিনয় সত্যি শেখানো যায়?

মাথায় অনেক বছর ধরেই ঘুরঘুর করত। আমার স্বভাবেই দিদিমণিগিরি আছে। সেটেও অন্যদের সাজেশন দিই। হায়দরাবাদে একটি বাংলা চ্যানেলের জন্য এক সময় প্রচুর বাংলা সিরিয়ালের শুট হত রামোজি ফিল্ম সিটিতে। ওখানে জুনিয়র অভিনেতা যাঁদের 'ক্রাউড' বলা হয়, তাঁদেরও দেখতাম খুব ভাল ট্রেন্ড। একটা শট এনজি হলেই প্রপ তুলে নিয়ে এন্ট্রি পয়েন্টে চলে যাচ্ছেন, কাউকে কিচ্ছু বলতে হত না। কলকাতায় দেখতাম, জুনিয়র আর্টিস্ট বলে যাঁদের আনা হত, তাঁরা শুধু একদিনের রোজগারের জন্য চলে আসতেন। তাঁদের কী করতে হবে, সে সম্পর্কে ধারণা থাকত না। আমার প্রথমে ইচ্ছে ছিল, জুনিয়র আর্টিস্টদের জন্য ট্রেনিং সেন্টার খোলার। কিন্তু পরে দেখলাম, যাঁরা দিনে ১০০-১৫০ টাকা রোজগার করেন, তাঁরা ফি দিয়ে কেন-ই বা শিখবেন? আমি ভলান্টিয়ার করলেও ক'দিনই বা পারব সেভাবে? এরপর লকডাউনের সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলাম, আমি যদি অভিনেতাদের প্রশিক্ষণ দিতে চাই, আদৌ কি কেউ শিখতে চাইবেন? কিন্তু পোস্টে সাড়া পেলাম। সেই থেকে শুরু। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি, অভিনয়ের টেকনিক্যাল দিক নিশ্চয়ই শেখানো যায়। কিন্তু অভিনয়ের যে স্বতঃপ্রণোদিত দিক আছে, তা ভিতরে থাকতে হবে। কিন্তু তাকে লালন পালন করতে পারেন একজন অ্যাক্টিং কোচ।

প্র কলকাতায় তো প্রচুর অভিনয়-মডেলিংয়ের স্কুল আছে, যেখানে টাকার বিনিময়ে মিথ্যে স্বপ্ন দেখানো হয়। আপনার স্কুল কোথায় আলাদা?

সামনেই একটা ব্যাচ শুরু হচ্ছে। ৩০০ ফর্ম ফিল আপ হয়েছে, আমি মাত্র ১৫ জনকে নেব। খুব বেশি হলে ২০ জন। প্রথমে আধঘণ্টা ধরে আমি অনলাইন সকলের সঙ্গে কথা বলি। তাঁরা কী চান, কী করেছেন, অভিনয় শেখার যোগ্যতা আছে কিনা, অভিনয়ে আসার আসল কারণ কী, এগুলি বোঝার চেষ্টা করি। তারপর সেখান থেকে ৫০-৬০ জনকে নির্বাচন করে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের মিট করি। সেখান থেকে ফাইনাল সিলেকশন করি। সবচেয়ে অপ্রিয় কথাগুলো তাঁদের আগে



■ 'বিনোদিনী অপেরা'র পোস্টার



■ 'অহনা' ছবির পোস্টার

বলি। প্রথমেই ক্লিয়ার করি দিই, আমি কাউকে অভিনয়ে সুযোগ পাইয়ে দেব না, কাউকে কোনও প্লেসমেন্টের গ্যারান্টি দেব না। আমার নতুন ছবি 'অহনা' তে প্রিয়ব্রত ও সুনীপা, আমার দুই ছাত্রছাত্রীর ডেবিউ হল। এর আগে ইন্দ্রাশিস আচার্যর 'গুডবাই মাউনটেন' এও আমার স্টুডেন্ট কাজ করেছেন।

প্র আমরা সকলেই কেরিয়ারের শুরুতে কিছু ভুল করি। আপনার করা সেরকম কোনও ভুল যা আপনি ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে শুধরে দিতে চান?

সবার আগে বলি, চেহারা ঠিক করতে হবে। স্কিন কেয়ার করা, গ্ল্যামার কোশেন্ট বাড়ানো। আমি কোনওদিন এদিকে মনোযোগ দিইনি। কেউ আমাকে বলেওনি। আসলে আমি তো থিয়েটারের মেয়ে। মনে হত, অভিনয়টা পারি। সেটিই আমাকে ভাল কাজের সুযোগ করে দেবে। ক্রমশ বুঝলাম, ক্রাফট কামস লেটার। লুক কামস ফার্স্ট।

প্র আপনি পরিচালনা করলেও কি এই মাপকাঠিতেই কাস্টিং করবেন?

আমি কী ধরনের কনটেন্ট নিয়ে কাজ করব, তার উপর নির্ভর করবে কোন মাপকাঠিতে কাস্টিং করব। তবে বাজার এটাই চায়। আমি অভিনেতা হিসেবে অভিনয় করতে চাই। তার জন্য আমাকে চরিত্র পেতে হবে। চরিত্র দেবেন পরিচালক, প্রযোজক, কাস্টিং ডিরেক্টর। তাঁরা চাইছেন গ্ল্যামারাস মুখ। আমি প্রচুর জাতীয় স্তরের বিজ্ঞাপনের জন্য কাস্টিং করি। সেখানে প্রথম ক্রাইটেরিয়াই হল লুকস। আমি সত্যিটা বলছি, এটাই বাস্তব। আমি যাঁকে তৈরি করছি, তাঁকে বাস্তবের বাইরে রেখে কী লাভ! সে তো পাঁচ বছর পর কাজ না পেয়ে হতাশায় ভুগবে।

প্র আর জি কর ঘটনার সময়ে আপনি প্রতিবাদী মিছিলে ছিলেন। কিন্তু সেই ঘটনার এক বছর পেরিয়ে রাত জাগো কর্মসূচীতে আপনাকে না দেখা যাওয়ায় অনেকেই ট্রোল করেছেন।

আমার বাবা বলতেন, সংযমই জীবনের মূলমন্ত্র। খারাপ কি একদম লাগে না? লাগলেও তা ঝেড়ে ফেলতে শিখে গিয়েছি। প্রতিবাদের আগুন কি জ্বলছে না? নিশ্চয়ই আছে। সে সময়ে কাজের চাপ কম ছিল। মনের মধ্যে তাগিদ ছিল, হয় এসপার নয় ওসপার হবে। আদতে কোনওটাই



ক্ষমতা না থাকলে কিচ্ছু সম্ভব নয়: সুদীপ্তা চক্রবর্তী



ফোটো: অভিজ্ঞান রায়

হল না। আমার না আছে অত ক্ষমতা, না আছে টাকা। না আমি রাজনীতি করি। আমাদের দেশে ক্ষমতা না থাকলে কিচ্ছু সম্ভব নয়। আর জি কর তা দেখিয়ে দিল। তা বলে কি আগুন জ্বলছে না? অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করি না? আমাদের পেশার সমস্যা হল, আমি কিছু বলতে চাইলেই চারটে ক্যামেরা চলে আসে। তাতে অনেকে মনে করেন, আমি বোধহয় ক্যামেরার জন্য বলি।

প্র আর জি কর-এর প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার পর কাজ পেতে অসুবিধে হয়েছিল?



■ 'আপিস'-এর শুটে সুদেষ্ণা রায়, অভিজিৎ গুহ ও হরনাথের সঙ্গে

আমি মোটামুটি কাজ করেই যাচ্ছি। কাজ না থাকলেও আমি কাজ ক্রিয়েট করি। আমার অ্যাক্টিং অ্যাকাডেমি, কাস্টিং কোম্পানি নিজেই তৈরি করেছি। টেলিভিশন শো করছি। মেয়ে হওয়ার পর থেকে নিয়মিত ফিকশন সিরিয়ালের অফার আসছে। কিন্তু তাতে মাসে ২৬-২৮ দিন দিতে হবে। অতটা কমিটমেন্ট করার সাহস দেখাতে পারিনি। নন ফিকশনের ক্ষেত্রে টেলিকাস্ট ৩০দিন হলেও শুটিং ৩০ দিন করতে হয় না। টিভি আমার খুব প্রিয় মাধ্যম। সেখানে ফিরতে পেরে ভাল লাগে।

প্র আপনি মেয়ের মা। কতটা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন শহরে?

শুধু শহর বলে নয়, সারা পৃথিবীতেই মানুষের মানসিকতা এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যে নিরাপত্তাহীন না হয়ে উপায় নেই। আবার ভালও হচ্ছে। আমি যেমন ক্ষুদ্র পরিসরে কিছু অভিনেতাকে ভাল মানুষ তৈরির চেষ্টা করছি। মেয়েকে সুস্থ পরিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করছি। বাচ্চাদের ওয়র্কশপ করাই। জীবনের ভাল দিকগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি।



■ বাড়ির ছাদে মা ও মেয়ের সঙ্গে

প্র ‘অহনা’-তে এই প্রথমবার মুখ্য চরিত্রে। এত বছর কাজ করার পর এত কম মুখ্য চরিত্র কেন?

আমার মনে হয়, যত বেশি স্ক্রিন স্পেস পাব, তত নিজেকে এক্সপ্লোর করতে পারব। আমি ‘গয়নার বাক্স’তে একটা দৃশ্যেও অভিনয় করেছি। আবার প্রসেনজিৎ-ঋত্বিক চক্রবর্তীর মাঝে দাঁড়িয়েও অভিনয় করেছি। আবার ‘উড়নচণ্ডী’র মতো ছবি করেছি, যেখানে আই অ্যাম ড্রাইভিং দ্য ফিল্ম। ‘আপিস’ বলে যে ছবিটি মুক্তি পেল, সেখানেও আমি মুখ্য চরিত্রে। ‘অহনা’তে আমার চরিত্রের নাম অহনা। কী পাইনি ভেবে কী হবে। কী পাচ্ছি, তা সেলিব্রেট করি।

প্র আপনি তো টিভি, সিনেমা, নাটক, তিনটে মাধ্যমেই কাজ করেন। কোনটা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং?

অভিনয়ের শিরদাঁড়া হল সত্যিকে বের করা। সে আপনি যে মাধ্যমেই করুন না কেন। আপনি যদি চরিত্রের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেন মানসিকভাবে, তাহলেই তা সম্ভব। আমাকে কি নটী বিনোদিনীর মতো দেখতে? না। তবুও দর্শক কেন বিশ্বাস করেন আমিই নটী বিনোদিনী? কারণ, চরিত্রের মনস্তত্ত্বের কাছাকাছি পৌঁছোনোর চেষ্টা করি। অবজার্ভেশন, ইম্যাজিনেশন ও ইম্প্রোভাইজেশন...এই তিনটি হল উপায়। সিনেমাতে ক্যামেরা যখন ক্লোজ় শট নেয়, তার মানে দর্শক আপনার কাছে চলে এসেছেন। তখন আমার অভিনয় হবে নিয়ন্ত্রিত। আবার মঞ্চে সেই অভিনয় করলে মাথায় রাখতে হবে ১০০ টাকার টিকিট কেটে শেষ রোয়ের দর্শকের কাছেও পৌঁছোতে হবে আমাকে। তাঁর জন্য হয়তো অ্যাক্টিভিটিজ় একটু চড়া দাগের হবে। কিন্তু ‘ট্রুথ’ একই থাকবে। মাধ্যম থেকে মাধ্যমে এটুকুই বদল ঘটে।

প্র আপনি ভীষণ রিয়েল, স্পষ্টবক্তা। কিন্তু অনেকেই বলেন ইন্ডাস্ট্রি খুবই ফেক। এখানে সামনে প্রশংসা করেন যাঁরা, তাঁরাই হয়তো পিছনে নিন্দে করেন।

আমি ক্রমশ ফিল্ম প্রিমিয়ারে, পার্টিতে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছি। এখন আর সময়ও পাই না। আমি বিশ্বাস করি, আমি যা দেব, সেটাই আমি ফেরত পাব। বাবা তিন বোনকেই শিখিয়েছিলেন, মানুষের উপর বিশ্বাস হারাবে না। আর যাঁদের বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, তাঁদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখি। কম বয়সে তাঁদের পাল্টানোর চেষ্টা করতাম। বুঝলাম, আমার উপর ভুবনের ভার নেই। তাই যদি কেউ সত্যিই মতামত চান, দিই। ফেক করতে হলে চলে আসি। যেখানে রিয়েল হতে পারছি না, সেখান থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের জগতে সুখী থাকি।

প্র ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির লোকজন রাজনীতিতে আসার পর এখানে ক্যাম্প আরও প্রকট হয়েছে?

যে কোনও ইন্ডাস্ট্রিতেই ক্যাম্প থাকে। প্রতি ইন্ডাস্ট্রিরই নিজস্ব পলিটিক্স থাকে। আপনি দলীয় রাজনীতি ঢুকে পড়ার কথা বলছেন। কিন্তু সেই রাজনীতি আগেও ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ছিল। বামপন্থার দিকে বহু পরিচালক, টেকনিশিয়ান, অভিনেতারা ঝুঁকেছিলেন। ইউনিয়নও ছিল। ক্ষমতার দিকেই বেশিরভাগ মানুষ থাকেন, সেটা প্রমাণিত। কিন্তু দলীয় রাজনীতির মানুষগুলো যখন সিনেমায় ঢুকে পড়লেন, তখনই সমস্যা শুরু হল। যা কিছু উপর থেকে ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে, তাই বলতে হচ্ছে শিল্পীদের। ক্রিয়েটিভ ফ্রিডম এতে অবশ্যই খর্ব হয়।



■ স্বামী অভিষেকের সঙ্গে সুদীপ্তা



■ টেলিভিশন শোয়ে মনামীর সঙ্গে

প্র এই যে গিল্ড ও ফেডারেশনের এত সমস্যা দেখা গেল। তার পরেও মাত্র কয়েকজনই প্রতিবাদ করলেন, বাকিরা আপস করে নিলেন।

সত্যের পথে কম মানুষ থাকেন। এটাই যুগ যুগ ধরে হয়ে এসেছে। তাই আমি অবাক নই।

প্র বাংলা ছবির পাশে দাঁড়াতে বলা হয়, এদিকে একই দিনে একাধিক ছবি মুক্তি, প্রচার অনুষ্ঠান, রেষারেষি...

‘বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ান’ খুব দুর্বল স্লোগান। আর ছবি নিজের ভাগ্য নিয়ে আসে। যেদিন কেউ আগে থেকেই জেনে যাবেন, অমুক ছবি হিট হবে, আর অমুকটা হবে না...সেদিন সিনেমা নিয়ে আর কোনও সমস্যা পৃথিবীতে থাকবে না। সিনেমা এমন একটি জিনিস, যা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না, দর্শক দেখবেন কিনা। প্রথম কয়েকদিন হয়তো নানা ফ্যাক্টর দিয়ে টেনে দেওয়া যাবে, বাকিটা দর্শকের হাতে।

টোফু সুশি: বাণী কপূর

জাপানি খাবার নিয়ে উন্মাদনা এখন সর্বত্র। এ দিকে কোরিয়ান সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে সুশি আরও খানিক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ছোট-বড় সকলের পছন্দের সুশি তারকাদেরও ভারি পছন্দের। সেই দলে রয়েছেন **বাণী কপূর**।





■ সুশি রাইস



■ টোফু

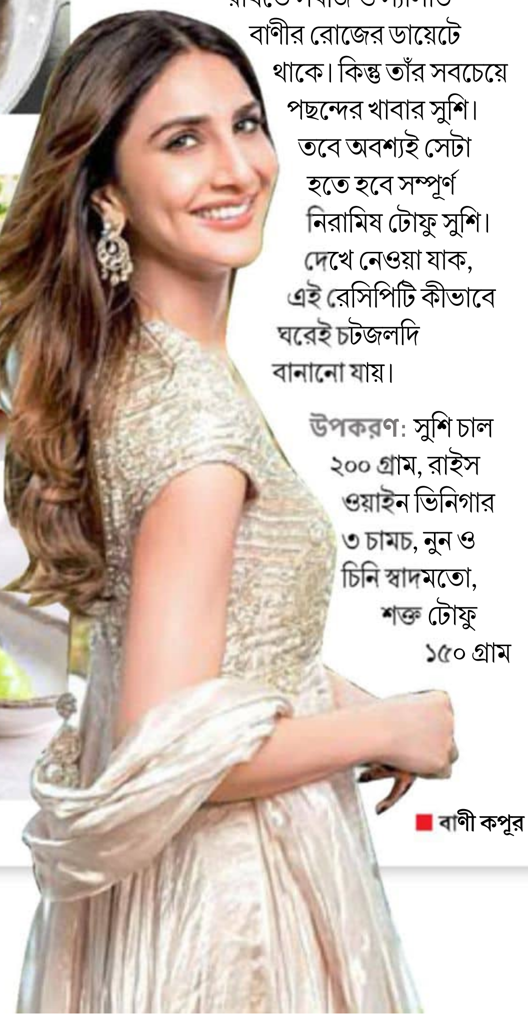


■ ওয়াসবি

পঞ্জাবি-কন্যা বাণী এশিয়ান থেকে ইন্ডিয়ান, চাইনিজ়, সব খাবারই খান। ফাস্টফুডের তালিকায় বার্গার, প্যানকেকও রয়েছে। নিজেকে সুস্থ রাখতে সবজি ও স্যালাড বাণীর রোজের ডায়েটে থাকে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে পছন্দের খাবার সুশি। তবে অবশ্যই সেটা হতে হবে সম্পূর্ণ নিরামিষ টোফু সুশি। দেখে নেওয়া যাক, এই রেসিপিটি কীভাবে ঘরেই চটজলদি বানানো যায়।

উপকরণ: সুশি চাল ২০০ গ্রাম, রাইস ওয়াইন ভিনিগার ৩ চামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো, শক্ত টোফু ১৫০ গ্রাম (পাতলা করে কাটা), অ্যাভোকাডো ১ টি, শশা ১ টি, সিউইড পেপার প্রয়োজন মতো, ওয়াসবি পেস্ট ২ চামচ (জাপানিজ় খাবার তৈরি করার বিশেষ উপাদান)

প্রণালী: প্রথমে সুশি চাল প্রায় ৩০ মিনিট পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর সেটা সেদ্ধ করে একটি প্লেটে সমান স্তরে ছড়িয়ে নিতে হবে। তবে মাথায় রাখতে হবে, ভাতটি অনেকটাই চটচটে শুকনো , তাই নামানোর পরই কিছুটা রাইস ভিনিগার মিশিয়ে নেওয়া আবশ্যক। সঙ্গে নুন ও চিনি থাকবেই। এরই মধ্যে শশা ও অ্যাভোকাডোর খোসা ছাড়িয়ে নিন। আর টোফুর পাতলা টুকরোগুলি একটি প্যানে সোনালি করে ভেজে নিন। এবার সুশি রোল বানানোর পালা। প্রথমে সিউইড পেপার নিয়ে গোলাকৃতি করে তাতে ভাতের স্তর দিতে হবে। মধ্যভাগ ফাঁকাই থাকবে। ভাতের স্তরের উপর ওয়াসবি পেস্ট দিতে হবে। এটি দিলে সুশি সুস্বাদু ও স্পাইসি হয়। মাঝের অবশিষ্ট গোলাকৃতি জায়গা পূরণ করতে একে-একে টোফু, শশা ও অ্যাভোকাডো দিতে হবে। এরপর উপর ও নীচ নরম হাতে সামান্য চেপে দিলেই তৈরি সহজ টোফু সুশি।



■ বাণী কপূর

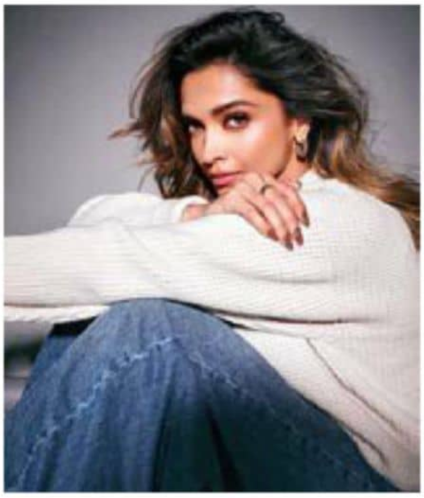

জাহ্নবী কপূর

ভুলের শাস্তি ট্রোলিং

এখন তাঁর নতুন নাম 'পরম সুন্দরী'। অন্য কোনও কারণ নেই, আসলে মুক্তি পেতে চলেছে জাহ্নবী কপূর ও সিদ্ধার্থ মলহোত্র অভিনীত ছবি 'পরম সুন্দরী'। সবে মাত্র ছবির প্রচার শুরু করেছেন শ্রীদেবী-কন্যা। কিন্তু এরই মধ্যে একাধিক বার বিপদে পড়ছেন। প্রথমত, এই ছবির বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের শুটিং হয়েছে ধর্মীয় স্থানে, যার প্রতিবাদ জানিয়েছেন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের একাংশ। সেই অংশগুলি ছবি থেকে সরিয়ে নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন অনেকে। এ দিকে ছবির প্রচারে জাহ্নবী গিয়েছিলেন জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে। সেখানে দইয়ের হাঁড়ি ভেঙে 'ভারত মাতা কি জয়' বলে চিৎকার করেন তিনি। একাধিক বার এই স্লোগান শোনা যায় তাঁর মুখে। স্বাভাবিকভাবেই কটাক্ষের মুখে পড়েন অভিনেত্রী। শুধু তাই নয়, ওই অনুষ্ঠানে জাহ্নবীর পাশে ছিলেন বিজেপি সাংসদ রাম কদম। তা নিয়েও কথা শুনতে হয়েছে অভিনেত্রীকে। অনেকের অনুমান, এবার হয়তো রাজনীতির মঞ্চে দেখা যাবে জাহ্নবীকে।

ঘর ওয়াপসি

মেয়ের জন্যই সিনেমা থেকে বিরতি নিয়েছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। লম্বা ছুটির পর এবার তাঁর কাজে ফেরার পালা। হালে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন অভিনেত্রী। সেই কারণে সন্দীপ রেড্ডির 'স্পিরিট' ছবি থেকে বাদ পড়তে হয় তাঁকে। দীপিকার লক্ষ্য একরত্তি কন্যাকে অধিক সময় দেওয়া। সেই মতো অ্যাটলির ছবির প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। ছবির নাম 'এএ২২এক্সএ৬'। ছবিতে দীপিকার বিপরীতে থাকবেন অল্লু অর্জুন। দীপিকার কথা মতোই সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে। নভেম্বর থেকে শুরু হবে শুটিং। দীপিকা মোট ১০০ দিন শুটিং করবেন। এই ছবিতেও অ্যাকশন দৃশ্যে দেখা মিলবে তাঁর।



দীপিকা পাড়ুকোন

ব্যস্ততার কারণ?

হঠাৎ করেই কাজে ব্যস্ত করিশমা কপূর। কিছু দিন ধরেই সংবাদের শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছেন করিশমা ও তাঁর দুই সন্তান। কারণ, তাঁর মৃত স্বামীর সম্পত্তি নিয়ে শুরু হয়েছে বিবাদ। এরই মাঝে খবর মিলেছে, অভিনয়ে ফিরছেন তিনি। মুম্বইয়ের রাস্তায় বৃষ্টি মাথায় শুটিং করছেন অভিনেত্রী। কাজে ফিরে বেশ খোশমেজাজে রয়েছেন। তাঁকে দেখে ছবি-শিকারিরা ভিড় জমালে আরও বেশি খুশি হচ্ছেন। কিন্তু তাঁর নতুন কাজ নিয়ে কোনও খবর আপতত মেলেনি।



করিশমা কপূর



অচ্যুত পোতদার

না ফেরার দেশে

'থ্রি ইডিয়টস' ছবির জনপ্রিয় সংলাপ 'আরে কহেনা কেয়া চাহতে হো'র মাধ্যমে আজও জনপ্রিয় 'র‍্যাঞ্চো'র অধ্যাপক। অর্থাৎ অভিনেতা অচ্যুত পোতদার। এই সংলাপ তাঁকে জনপ্রিয় করে রাখবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি এখন স্মৃতির পাতায়। না ফেরার পথে পাড়ি দিলেন এই বর্ষীয়ান অভিনেতা। মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। শারীরিক অসুস্থতার কারণে থানের এক বেসরকারি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ভর্তি ছিলেন অভিনেতা। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বলিপাড়া। 'থ্রি ইডিয়টস' ছাড়াও 'ইয়ে দুনিয়া গজব কী', 'আক্রোশ', 'অর্ধ সত্য'র মতো একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন। অভিনয়ের আগে অধ্যাপক ছিলেন তিনি। এছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও কাজ করেছেন দীর্ঘ সময়।



রণবীর সিংহ

খাবারে বিষক্রিয়া

রণবীর সিংহর নতুন ছবি 'ধুরন্ধর'-এর সেটে বিপর্যয়! লাদাখে ছবির শুটিং চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ১২০ জন ক্রু সদস্য। দ্রুততার সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো হয় সকলকে। জানা যায়, সেটের খাবার থেকেই বিষক্রিয়া ছড়িয়েছে। সকলেরই বমি, পেটে ব্যাথা, মাথা ব্যথার মতো একাধিক সমস্যা একসঙ্গে দেখা দিয়েছিল। তবে চিকিৎসার পর সুস্থ রয়েছেন সকলেই। ক্রু মেম্বার ছাড়া, অভিনেতারাও সুস্থ রয়েছেন। তবে আতঙ্কিত সকলেই। খাবার পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটারিতে পাঠানো হয়েছে। আপাতত বন্ধ রয়েছে শুটিং। প্রসঙ্গত, এই ছবিতে রণবীরের বিপরীতে থাকছেন নবাগতা সারা অর্জুন। 'ধুরন্ধর'-এর বাকি শিল্পীদের মধ্যে আছেন আর মাধবন, অক্ষয় খন্না ও অর্জুন রামপালও। কিন্তু খাবারের বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত তাঁরা। কারণ এঁদের কেউ-ই সেটের খাবার খাননি।

অস্থির সময় নতুন রূপম

তিনি নিজের গান শোনেন না। নিজের স্ট্রাগলের কথা জানান না। রূপম ইসলাম কোন বিশ্বাসে এগিয়ে চলেছেন? তাঁর কথা শুনলেন সায়ক বসু



ফোটো: প্রশান্ত কুমার শূর

তিন দশকের বেশি হয়ে গেল আপনার সঙ্গীত জীবনের। আজ রূপম ইসলামের গান শুনতে এবং তাঁর জীবন যাপন আপনার কেমন লাগে?
আমি নিজের গান প্রায় শুনিই না। কারণ ওই গান হচ্ছে, আমি যা শিখে ফেলেছি, তার প্রতিধ্বনি। এখন তা নিয়ে মশগুল থাকার প্রয়োজন বা সময় আমার নেই। বরং সারা বিশ্বের সমস্ত রকম শিল্পকর্ম ও শিল্পীদের কাছ থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা, তাঁদের প্রাপ্ত শিক্ষা থেকে আরও উন্নতি করাই আমার কাজ। তবে এতদিন ধরে নতুন-নতুন শিল্পকর্মে যেভাবে ব্যাপৃত হতে পারছি, সেটা অবশ্যই ভাল লাগে।

এই শিক্ষা অর্জনের ফলে তৈরি যে সৃষ্টি নিয়ে রূপম মানুষের সামনে আসেন, তাতে কতটা ব্যক্তি রূপম লুকিয়ে থাকেন? রূপম কি চান, তাঁর ব্যক্তিজীবন মানুষের সামনে আসুক? নাকি সেখানে কোনও ইমেজ বা মুখোশ পরে আসতে হয়?
কোনওদিনই এমনটা করিনি। আমি তো মূলত একজন কবি। কাব্যবোধ কিছুতেই মুখোশ পরা মেনে নেবে না। আমি বাড়িতে যে মননে থাকি, স্টেজেও কিন্তু সেই একই মাইন্ডফ্রেমে থাকি। যা মনে হয়, বলি। কোনও আপস নেই। এতদিন যত কাজ করেছি, সব এই শর্তেই তো করেছি। মঞ্চে অবশ্য রিএডিটের সুযোগ নেই। তবুও, যা মনে আসে, তা বলতেই হবে।

কিন্তু একজন শিল্পী ও মানুষের মধ্যে তো একমাত্র সীমারেখা হল শিল্প! শিল্পের মাধ্যমেই শিল্পী মানুষের কাছে পৌঁছন। কিন্তু সেই সীমারেখা যদি ভেঙে গিয়ে ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন মিলেমিশে যায়,

তা হলে অসুবিধে হবে না?

এটা ফোর্থ ওয়াল ব্রেকিং। 'তোমার জীবনই তোমার শিল্প' আভাঁ গার্দ শিল্পের একটা ধর্ম। আমি সারা জীবনই বিশ্বাস করেছি, অডিটোরিয়ামের শেষ সিটে বসা শ্রোতাও স্টেজের অংশ। তবে এই যুগে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের প্রভাব এত প্রবল যে, এই দেওয়াল ভাঙলে মাঝেমধ্যে অসুবিধে হয়। কারণ এ এক সম্পাদনাহীন মতপ্রকাশের সময়। বাকস্বাধীনতা ভাল, কিন্তু স্বাধীনতা যে স্বেচ্ছাচারিতা নয়, সেই শিক্ষাও তো দরকার। তা নেই। ফলে 'যা খুশি তাই' মন্তব্য প্রকাশ অনেক সময় বাঁদরের হাতে তুলে দেওয়া তরবারির মতো লাগে। কিন্তু সেটুকু মেনে নিতে হবে। কারণ আমার গানের যে 'তুমি', সে তো আমার অডিয়েন্স। কথোপকথনই শিল্প। গান আমি যাদের জন্য গাইছি, সেই দর্শককে যদি আমার জীবনে প্রবেশাধিকার না দিই, অন্তত সেই সময়টুকুর জন্য, তা হলে আমি যে শিল্পে বিশ্বাসী, তার কাছে মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে যাব।





■ অমিত দত্তর সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে। ছেলে রূপ ও স্ত্রী রূপসার সঙ্গে রূপম

এই যে ফোর্থ ওয়াল ভাঙার কথা বলছেন, তাতে দর্শকেরও তো দায় থাকে। যাতে তাঁরা শিল্পীর শিল্পের মর্ম বুঝতে পারেন। এত সংখ্যক দর্শক আসছেন আপনার গান শুনতে। তাঁরা যে রাতারাতি সব বুঝে যাবেন, তা নয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ আজ হুজুগে। সেক্ষেত্রে দর্শকের প্রতি আপনার প্রত্যাশা কী?

নতুন করে প্রত্যাশা নেই। তবে এই প্রসঙ্গে সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্তর একটা কথা বলি। উনি লিখেছিলেন, 'মানুষ রূপমের গান শোনার জন্য নিজেকে তৈরি করেছেন।' আমারও অভিজ্ঞতা সেটাই। তাঁরা তৈরি হয়েছেন। বরং আমি নিজেকে নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ দিই। নতুন কাজ করলে, গান করলে, সাহিত্য সৃষ্টি করলে সেটা যাতে গ্রহণযোগ্য মানের হয়, তার জন্য খাটি। এর জন্যই আমি বেঁচে আছি।

কিন্তু দর্শককে শিক্ষাদানের একটা প্রয়াস তো থাকে আপনার এককে। সেখানে প্রত্যাশা নেই যে, তাঁরা জেনে আসবেন?

দেখুন, সাধারণ মানুষের কাছে নতুন ভাবনার সীমান্ত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা তো যে-কোনও শিক্ষকের কাজ। আমি প্রথম জীবনে ১১ বছর স্কুলে পড়িয়ে অবসর নিয়েছি বটে, কিন্তু সেই সত্তা থেকে বেরিয়ে আসিনি। আর একক, কখনওই বিরাট বড় সংখ্যায় শ্রোতাদের সামনে করার বিষয় নয়। যদিও নজরুল মঞ্চে দু'টি হাউজ়ফুল একক হয়েছে, তবুও অত বড় জায়গায় একক করতে অতটা ভাল লাগে না। সেই জন্য একক সীমিত সংখ্যক মানুষের জন্য হলেই মনে হয় ভাল। আমি হালে 'একক ক্লাব' বলে একটা কনসেপ্ট শুরু করেছি, যেটা নিয়ে আর প্রচারও করছি না। মাত্র ৪০ জনের জন্য ওয়র্কশপ গোছের ব্যাপার সেটা, আমার স্টুডিওতে। তবে বড় আকারে মঞ্চে একক ফিরবে পরের বছর।



■ 'ফসিলস'-এর শো নতুনভাবে সাজাচ্ছেন রূপম? কী বললেন তিনি?

যদি সীমিত মানুষই আপনার এককে আসেন এবং বারেবারে আসেন, তা হলে তাঁদের সামনে একটা গানের বিশ্লেষণ করতে আপনার ৪০ মিনিট লাগে কেন? মানে, এত কথা হয় কেন? তাঁরা তো নিশ্চয়ই আপনার গানের অন্তরাত্মা বুঝেই সেটা শুনতে আসছেন!

আমি কিন্তু এককের শুরুতেই জিজ্ঞেস করে নিই, 'আজ শুধু গান হবে, না কথা-গান দুটোই'। শ্রোতারা কথা-গানের পক্ষেই রায় দেন। সত্যি কথা বলতে কী, আমার সঙ্গীতের বীজ বপন হয়েছে বাবা-মায়ের হাত ধরে। ওঁদের সঙ্গে যে সঙ্গীত পরিবেশন করতাম, তা ছিল মূলত সঙ্গীত আলেখ্য। কথিকা ও সঙ্গীত। মা লিখে, স্ক্রিপ্ট থেকে কথাগুলো পড়ে বলতেন এবং তারপর গান হত। সেই ধারা আমার এককে এসেছে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কোনও স্ক্রিপ্ট থাকে না। আর ৪০মিনিট শুধুমাত্র 'দেওয়ালিপি' গাইতে লাগে, অন্য কোনও গান নয়। কারণ গানটা উপন্যাসসম। তবে প্রতিটি এককে আলাদা-আলাদা গান হয়। তাই বিশ্লেষণও আলাদা। উল্টোদিকে 'ফসিলস'-এ আমি কথা বলা কমিয়ে দিয়েছি। যাতে অনুষ্ঠানটা আরও মেদহীন হয়। দুটো অনুষ্ঠানের আঙ্গিক একেবারে আলাদা।

আপনি একটা সময়ে একক শুরু করেছিলেন এই ভাবনা থেকে যে 'ফসিলস'-এর গান এখানে গাইবেন না।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, বিভেদরেখাটা অনেকটাই মুছে গিয়েছে। কেন?

এ রকম কোনও ভাবনা থেকে ‘একক’ শুরু করিনি। ধরা যাক, বাড়িতে অতিথি এলেন। তাঁকে বললাম— ‘একটা গান লিখেছি, নতুন, শুনবেন?’ সেই গান শোনানোর পরে হয়তো একটা পুরনো গান এল। এটাই এককের মূল কনসেপ্ট। গানের পিঠে কথা, কথার পিঠে গান। এবং আমি মঞ্চে একা। এককের শুরুর দিকে আমার প্রচুর গান অপ্রকাশিত ছিল। সেগুলোর মধ্যে অনেক গানই পরে প্রকাশিত হয়েছে আমার একক অ্যালবামে, নয় ‘ফসিলস’-এ। তাই হয়তো আপনার মনে হচ্ছে।

বাংলা ব্যান্ডের ‘অভিভাবক’ তকমাটা আপনার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যাপার হল, অনেক অভিযোগও আসে। অনেকেই ভাবে, আপনার গুডবুকে থাকলে শো পেতে বা কাজ পেতে সুবিধে হয়। নয়তো নয়...



■ এককের মঞ্চে রূপম। এবার কি দর্শক বৃত্ত ছোট করে আনছেন শিল্পী?

এখনও ২০টার বেশি গান রেকর্ড করে রেখে দিয়েছি। জানি না কীভাবে প্রকাশ করলে তা শ্রোতাদের কাছে পৌঁছবে! নতুন লেখা উপন্যাসও আদৌ প্রকাশ করতে পারব কি না, এ নিয়ে নবাগত লেখক হিসেবে আমাকে স্ট্রাগল করতে হয়।



ফোটো: প্রশান্ত কুমার শূর

তাই নাকি? আসলে আমি নিজের শো পাওয়া, না পাওয়া নিয়েও চিন্তা করি না, অন্য কারওর শো পেতে কী সুবিধে বা অসুবিধে হল, সে খবর আমার এমনিতেও রাখার কথা নয়, যদি না কেউ এমন কিছু আমায় জানান। এই কথাটা শুনিনি কোনওদিন। অন্য বিভিন্ন শৈল্পিক বিষয়ে পরামর্শ অনেকেই চান। এতদিন ধরে যখন আছি, তখন অভিভাবক যদি কেউ মনে করেন তাতে দোষের কিছু নেই। যেমন দেবজ্যোতি মিশ্র, অমিত দত্ত... এঁরা আমার অভিভাবক। এঁদের পরামর্শ আমি নিয়েছি, এখনও নিই। কিন্তু আমার যে নিজস্ব স্ট্রাগল আছে, সেটা কেউ জানেন কি? আজ ‘ফসিলস’-এর গান বেরোলে লোকে শুনবে, জানি। কিন্তু যেগুলো আমি নিজে, একা করি? এখনও ২০টার বেশি গান আমি রেকর্ড করে রেখে দিয়েছি। জানি না কীভাবে প্রকাশ করলে তা শ্রোতাদের কাছে পৌঁছবে! নতুন লেখা উপন্যাসও আদৌ প্রকাশ করতে পারব কি না এ নিয়ে নবাগত এক ফিকশন রাইটার হিসেবে আমায় রোজ স্ট্রাগল করতে হয়।

গান, উপন্যাস, কবিতায় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাতে কী চান, ‘আজি হতে শতবর্ষ পরে’ মানুষ আপনাকে কোন দুটো সত্তার জন্য মনে রাখুক?

খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। আসলে এর উত্তর বদলাচ্ছে প্রতিনিয়ত। একটা সময় আমি আমার গীতিকার সত্তাকে সহজেই বেছে নিতে পারতাম। এখন গায়ক হিসেবেও নিজেকে ফেলে দিতে পারছি না। তাও দুটো সত্তা বাছতে হলে আমি আমার গীতিকার সত্তাকেই আবারও বাছব। আর একটি বাছব, আমার উপন্যাস লেখক সত্তাকে।

এই সময়ে ধর্মের ভিত্তিতে অস্থির ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে, রূপকে বড় করার ক্ষেত্রে পিতা রূপমের নতুন চ্যালেঞ্জ কী?

রূপকে আমরা মানবধর্মে দীক্ষা দিতে পেরেছি। ও এখনও পর্যন্ত, আমারই মতো ‘প্রথাগত ধর্মবিহীন’। কোনও পদবিও বহন করছে না। রূপম এবং রূপসার মতোই, ওর পারিবারিক নাম হল ‘রূপ’। পুরো নাম রূপ আরোহণ প্রমিথিয়াস। তবে হ্যাঁ, রূপকে বড় করার ক্ষেত্রে অন্য একটা স্ট্রাগল আছে। তার সঙ্গে অস্থির ভারতবর্ষ বা ধর্মের কোনও যোগ নেই। প্রথাগত এবং অপ্রথাগত পড়াশোনার চিন্তাধারায় রূপকে বড় করার ফারাক, দ্বৈরথ। একটা সংসার হিসেবে আমি এবং রূপসা কোন পথে হাঁটব, তা বেছে নেওয়াটা স্ট্রাগল।



■ 'ব্যাডস অফ বলিউড'-এর টিজ়ার লঞ্চে আরিয়ানের পাশে শাহরুখ এবং গৌরী খান

পাপা হ্যায় না!

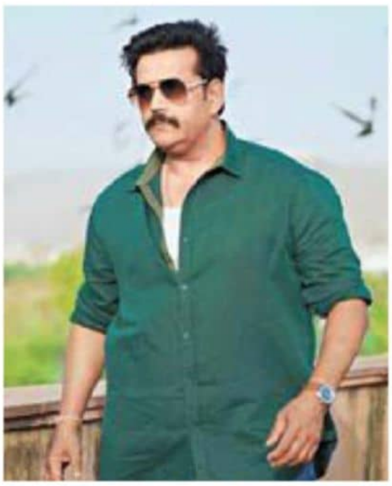
ছেলে আরিয়ান খানের পরিচালক হিসেবে অভিষেক হচ্ছে নেটফ্লিক্স সিরিজ় 'ব্যাডস অফ বলিউড' দিয়ে। ফলে শাহরুখ গলবস্ত্র হয়ে নেমেছেন ময়দানে, সিরিজ়ের প্রচারে। সিরিজ় লঞ্চ অনুষ্ঠানে আরিয়ানকে প্রথমবার মঞ্চে মিডিয়ার সামনে নিয়ে এলেন শাহরুখ। ডান হাত স্লিং-এ ঝুলিয়ে। শুধু তা-ই নয়, ছবির সকল কলাকুশলীর সঙ্গে কথা বললেন, নায়িকার সঙ্গে নাচলেন, স্লিং-এ হাত ঝুলিয়েই। তিনি ছিলেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের ভূমিকায়। আরিয়ান খানও মঞ্চে এসে বললেন, "এত প্রস্তুতির পরও আমি কোনও ভুল করে ফেললে, বাবা আছে তো! পাপা হ্যায় না!" দেখা গেল, আরিয়ানের স্ক্রিপ্ট তখন শাহরুখের পিঠে সাঁটানো! ব্যক্তিগতজীবনেও বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছেন বাবা শাহরুখ, কোথাও একটা সেই ইঙ্গিত যেন ছিল। যেমন 'জওয়ান' ছবিতে শাহরুখের সংলাপ ছিল, "বেটে কো হাত লগানে সে পেহলে বাপ সে বাত কর।"



■ জিতেন্দ্রকুমার। (নীচে) রবি কিষণ

বাড়ছে পরিবার

'মির্জ়াপুর' সিরিজ় নিয়ে তৈরি হচ্ছে 'মির্জ়াপুর, দ্য ফিল্ম'। যাঁর ঘোষণায় দেখা গিয়েছিল পঙ্কজ ত্রিপাঠী, আলি ফজ়ল, শ্বেতা ত্রিপাঠী এবং দিব্যেন্দু শর্মাকে। বাকি চরিত্রদের এখনও চমক হিসেবেই রাখতে চান নির্মাতারা। কিন্তু খবর তো বেরিয়েই পড়ে! কিছুদিন আগে সিনেমার মহরতে উপস্থিত ছিলেন 'পঞ্চায়েত'খ্যাত জিতেন্দ্রকুমার এবং ভোজপুরী অভিনেতা রবি কিষণ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, নেহাত অতিথি হিসেবে নয়, কাস্টের অংশ হিসেবেই মহরত পুজোয় অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, স্টার কাস্ট, থুড়ি পরিবার বাড়ছে 'মির্জ়াপুর, দ্য ফিল্ম'-এর।





ভিনটেজ

ফেলে আসা দশকের ফ্যাশনকে নতুনভাবে পরিবেশন করেন **সুরভীন চাওলা।** নিজেকে ভিনটেজ ফ্যাশনে করে তুলেছেন মোহময়ী

টেলিভিশনের দুনিয়ায় একসময় সাড়া জাগানো নাম ছিলেন সুরভীন চাওলা। পরবর্তীকালে সিনেমায় তিনি নজর কাড়েন। কিন্তু ওটিটি মাধ্যম সুরভীনকে দিয়েছে অন্য জনপ্রিয়তা। 'ক্রিমিনাল জাস্টিস' থেকে শুরু করে 'রানা নায়ডু' হয়ে 'মন্ডলা মাডার্স', সুরভীন নানা অবতারে অবতীর্ণ হয়েছেন এই নতুন মাধ্যমে। সেই সঙ্গে নিজের ফ্যাশন স্টেটমেন্টে এনেছেন নতুনত্ব। ভিনটেজ ফ্যাশনকে সময়োপযোগী করে পরিবেশন করছেন। যেমন ধরুন আইভরি ফ্লোরাল শিফন শাড়ির সঙ্গে স্লিভলেস ব্লাউজ় এবং ওয়েভি হেয়ারডু, আবার কখনও ভিনটেজ ওভারকোটের সঙ্গে শিয়ার স্টকিংসে তিনি আধুনিকতার ছোঁয়া দিয়েছেন। আবার পাঁচের দশকের

সুরভীন









গ্রিন সিল্ক পোলকা ডটেড ড্রেসের সঙ্গে একটি লেদার বেল্টে যোগ করেছেন আধুনিকতা। পাঁচের দশকের অ্যাকাডেমিয়া পার্পল স্কার্ট-ব্লাউজ় সেটের সঙ্গে তিনি নতুনত্ব এনেছেন বক্স ক্লাচ ব্যাগে। পাঁচের দশকের জনপ্রিয় ওয়র্কওয়্যার এমন কো-অর্ডিনেটেড লং স্লিভ স্কার্ট-ব্লাউজ়। জিংহ্যাম ড্রেস ছয়ের দশকে বেশ সাড়া ফেলেছিল। যেমন বেবি পিংক ড্রেসটি পরেছেন সুরভীন। জিংহ্যাম মানে চেকারড কটন ফ্যাব্রিক। স্কোয়্যার নেক ফিট-অ্যান্ড-ফ্লেয়ার জিংহ্যাম ড্রেসে সুরভীন যেন একেবারে ভিনটেজ ওয়াইন।



সাত এবং আটের দশকে যখন অ্যানিম্যাল প্রিন্টের রমরমা, তখন লেপার্ড প্রিন্টের ভেলভেটি ব্লেজ়ার অ্যান্ড ট্রাউজ়ার্সের চল উঠেছিল। এইট্টিজ়ের সেই ট্রেন্ড ফিরিয়ে আনলেন সুরভীন। ভেলভেটি লেপার্ড প্রিন্টেড কো-অর্ডসের ভিতরে পরলেন ব্রালেট। এই ব্রালেট যোগ করল নতুন ফ্যাশন ট্রেন্ড। সেই সঙ্গে লেয়ার্ড রেট্রো জাঙ্ক জুয়েলরি যেন ফিরিয়ে আনল রেট্রো ডিস্কো থিমের স্মৃতি। ফ্যাশনে নতুন-পুরনোর মিশেলে সুরভীন অনায়াসে তৈরি করলেন মডার্ন ভিনটেজ লুক।



■ কলকাতায় 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে কাস্ট অ্যান্ড ক্রু-র সঙ্গে মধ্যমণি বিবেক অগ্নিহোত্রী এবং পল্লবী জোশী

ছবি: অর্নিবাণ সাহা

বিতর্কের নতুন নাম, 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'

কলকাতায় 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানকে ঘিরে তৈরি হল তুমুল বিতর্ক। জাতীয় মাল্টিপ্লেক্স চেনে লঞ্চ অনুষ্ঠান বাতিল হওয়া থেকে পাঁচতারা হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে অনুষ্ঠান বন্ধ করতে পুলিশের ঢুকে পড়া! কিন্তু কেন এই বিবাদ? লিখেছেন **আসিফ সালাম**

বিবেক 'বিতর্কিত' অগ্নিহোত্রী। 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর পরিচালকের আসল নাম এটাই হওয়া উচিত, বলছেন সিনেমা বোদ্ধারা। বিবেকের আগের ছবি 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'ও প্রপাগান্ডা জঁরের ছবি ছিল। সেটা ঘিরেও কম কথা হয়নি! সেই একই পথে তিনি ফের পা বাড়ালেন কেন? কেনই বা রমরমিয়ে বাড়ছে প্রপাগান্ডা ছবির বাজার? কেনই বা একটি ছবির ট্রেলার মুক্তিকে ঘিরে কলকাতায় ঘটে গেল এমন ধুন্ধুমার? সিনেমা ও দলীয় রাজনীতি কি তাহলে ক্রমেই একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে? উত্তর খোঁজার আগে একবার জেনে নেওয়া যাক, কলকাতায় সম্প্রতি কী ঘটেছিল ছবির ট্রেলার মুক্তি ঘিরে...

অনুমতি ছিল না, না অন্য কিছু?

১৬ অগস্ট। পূর্বনির্ধারিত আমন্ত্রণ অনুযায়ী সংবাদমাধ্যমের সদস্যরা জানতেন সেদিন কলকাতার একটি নামি শপিং মলের জাতীয় মাল্টিপ্লেক্স চেনে লঞ্চ করা হবে ছবির ট্রেলার। কিন্তু আগের দিন রাতে একটি বিস্ফোরক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করেন বিবেক। ভিডিয়োতে তিনি বলেন, যাবতীয় অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মাল্টিপ্লেক্স চেনটি নাকি কোনও 'রাজনৈতিক চাপের' কারণে ট্রেলার লঞ্চ করতে চাইছে না। তিনি প্রশ্ন তোলেন, "দেশে কি তাহলে দুটো সংবিধান চলে? একটি বাংলায় ও আর একটি বাকি দেশে?" কিন্তু একইসঙ্গে বিবেক বলেন, ট্রেলার তিনি বাংলার মাটিতেই লঞ্চ করবেন। পরেরদিন সেই ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েটে। অনুষ্ঠানের দিন সকাল থেকেই সেই হোটেল চত্বর ঘিরে দেখা যায় বিশাল পুলিশবাহিনীকে, কিন্তু তাদের উপস্থিতির কারণ বোঝা যায় না। ব্যাঙ্কোয়েট হলে বড় স্ক্রিন টাঙিয়ে, মিডিয়া ডেকে সেই অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাধ সাধে হোটেল কর্তৃপক্ষ। বিবেক ঘোষণা করেন, ট্রেলার দেখানোর আগে তিনি একটি পনেরো মিনিটের ভিডিয়ো দেখাতে চান, যাতে বোঝা যাবে ছবিটি তিনি কেন বানিয়েছেন। এ কথা শোনার পরই ছুটে আসেন হোটেলের ম্যানেজার, বন্ধ করে দেন স্ক্রিনিং। এরই মাঝে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতে শুরু

করলে, দৌড়ে পালিয়ে যান সেই ম্যানেজার। কোনওরকমে ট্রেলারটি একবার দেখানোর পর দ্বিতীয়বার দেখাতে গেলে আবার ঝামেলা! এবার ব্যাঙ্কোয়েটে ঢুকে পড়ে সার সার পুলিশ। প্রাইভেট ইভেন্টের যাবতীয় অনুমতি থাকা সত্ত্বেও, কেন এমন হস্তক্ষেপ, প্রশ্ন করতে থাকেন বিবেক। দেখা যায়, হোটেল চত্বরের বাইরে রাজ্যের শাসক দলের কর্মীরা ভিড় করেছেন। আবার উল্টোদিকে রয়েছেন কেন্দ্রীর শাসক দলের নেতাও। একটি ফিল্মের ট্রেলার লঞ্চ ইভেন্টে যে এমন রাজনৈতিক রং লেগে যাবে, তাও খোদ কলকাতার বুকে, কেউই কি আশা করেছিলেন? বিবেকের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগও ওঠে। দু'পক্ষের চাপানউতোরের পর প্রশ্ন রইল অনেক...



■ দ্বিতীয়বার ট্রেলার দেখাতে গেলে ব্যাঙ্কোয়েট হলে পুলিশ ঢুকে পড়ে

প্রপাগান্ডা ছবি মানেই ইতিহাস বিকৃতি?

কিছুদিন আগে সুদীপ্ত সেনের 'দ্য কেরালা স্টোরি'র জাতীয় পুরস্কার পাওয়া নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। কেউ কেউ বলেন, এমন ভয়ঙ্কর বিভেদধর্মী ছবিকে সর্বোচ্চ স্তরের পুরস্কার দিয়ে কি বার্তা দেওয়া হল? এর আগে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ ওঠে। সমস্যা হল, 'দ্য কেরালা স্টোরি' বা 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'কে সিনেমার ভাষায় সরাসরি প্রপাগান্ডা ছবি হিসেবেই অভিহিত করা হয়। প্রপাগান্ডা ছবি মানে কি তাতে ইতিহাস বিকৃতি হবেই? ইতিহাসবিদদের মতে, আমাদের দেশে সিনেমার নেপথ্যের রিসার্চ তুলনায় কম। ফলে সত্যতার চেয়ে অনেকসময় 'অ্যাজেন্ডা' বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার দর্শকও তো আবেগে ভাসতে চান! ফলে, ফ্যাক্ট ও ফিকশনের মধ্যে ভারসাম্য রেখে সেই আবেগ ধরে রাখা কঠিন হয় অনেক সময়। ইতিহাস বরাবরই মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠী লিখে এসেছেন। ফলে, কোনও ছবি যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বানানো হয়, তার ঐতিহাসিক সত্যতা প্রশ্নাতীত হয় না অধিকাংশ সময়ে। যেমন, 'দ্য কেরালা স্টোরি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, ধর্মান্তরিত মহিলাদের সংখ্যাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে বলার, 'ইসলামোফোবিয়া'র সরলীকরণ করার। ছবিটি একাধিক রাজ্যে ব্যান হলেও, উত্তর প্রদেশে আবার ট্যাক্স ফ্রি ঘোষণা করা হয়। বিবেকের 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ ওঠে তথ্য বিকৃতির। সে সময়ে বিবেক টুইট করেন যে ৩২ বছরে প্রথমবার বিশ্বের কোনও 'স্টেট' (স্বাধীন ইউএসএ-রোড আইল্যান্ড) তাঁর ছোট্ট ছবিটির সৌজন্যে কাশ্মীরের 'জেনোসাইড'কে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই সূত্রে এক সাংবাদিক রোড আইল্যান্ডের স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ ব্রায়ান প্যাট্রিক কেনেডির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পাল্টা টুইটে তিনি জানান, ব্রায়ান স্পষ্ট এই দাবি অস্বীকার করেছেন। এমনও শোনা যায়, উপত্যকায় নিহত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যও সঠিক নয়। এমনকি, সমাজমাধ্যমের বেশ কিছু ভিডিয়োতে দেখা যায়, একাধিক বিজেপি নেতা ছবিটি দেখে কাঁদছেন! পরে জানা যায়, লালকৃষ্ণ আডবাণী বিধুবিনোদ চোপড়ার 'শিকারা' দেখে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন, সেই ভিডিয়োই নাকি সার্কুলেটেড হয় পরে! আবার যোগী আদিত্যনাথের অশ্রু সজল ভিডিয়োটি নাকি ২০১৭-র অক্টোবরের, মোটেও তা বিবেকের ছবি দেখে নয়! এর পাশাপাশি বেশ কিছু ছবির মাধ্যমে 'সাটল প্রপাগান্ডা' প্রচারিত হচ্ছে, এমন অভিযোগও উঠেছে একাধিকবার। 'উরি' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অনেকেই বলছেন, ছোটবেলায় 'বর্ডার' বা 'কর্মা'র মতো সিনেমা দেখে নিখাদ দেশপ্রেম জাগত, কখনও সে সব ছবিকে প্রপাগান্ডার দলে ফেলার কথা মাথাতেই আসেনি! তাহলে এখন স্বদেশপ্রেম বা মিথোলজি নিয়ে ছবি হলেই তাতে প্রপাগান্ডার রং লাগানো হয় কেন? ভিকি কৌশল অভিনীত 'ছাওয়া' চূড়ান্ত ব্যবসা করে বক্স অফিসে। কিন্তু ছবির বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ ওঠে, ঠিক যেমনটা অক্ষয়কুমারের 'পৃথ্বীরাজ'এর বিরুদ্ধেও উঠেছিল। এত বড় মাপের, বড় তারকা সমন্বিত ছবি...তাও আবার দেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। তা তো মানুষের এমনিই দেখতে যাওয়ার কথা! তাহলে ইতিহাসকে 'সুবিধেবাদ'-এর আশ্রয়ে মুড়ে ফেলার এমন ডেসপারেশন কেন? ঠিক একইভাবে, 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর বিরুদ্ধেও উঠেছে ইতিহাসকে সঠিক ভাবে উপস্থাপিত না করার

■ রাজ্য সরকার কেন ক্রিয়েটিভ ফ্রিডমে বাধা দিচ্ছে তা নিয়েও আবার প্রতিবাদ মিছিল বেরোয়



অভিযোগ। গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (ছবিতে গোপাল পাঁঠা, সৌরভ দাস করেছেন চরিত্রটি) নাতি শান্তনু মুখোপাধ্যায় বিবেক অগ্নিহোত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন যে তাঁর ঠাকুরদার পরিচয়কে বিকৃত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে। এর পাল্টা বিবেক বলেছেন, শান্তনু নাকি তৃণমূল কংগ্রেস করেন, তাই এসব বলা তাঁর পক্ষে বাধ্যতামূলক! তিনি গোপাল মুখোপাধ্যায়কে ছবিতে ‘হিরো’ হিসেবেই দেখিয়েছেন বলেও জানান বিবেক। বাংলার ইতিহাস বহুস্তরীয়। তাই, বাংলার কোনও একটি পিরিয়ড বা ঘটনাকে ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে গেলে তা এতটাও সিম্পলিফায়েড ন্যারেটিভ হলে মুশকিল। যেমন, ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা দেশভাগের বহুস্তরীয় ন্যারেটিভকে উপস্থাপিত করেছিল। ছবির অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় আবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ছবির নাম কখন ‘দ্য দিল্লি ফাইলস’ থেকে বদলে গেল, তা তিনি জানেন না। আসলে দেখা গিয়েছি, এখন ‘সিলেক্টিভ হিস্ট্রি’ নিয়ে সিনেমা করলে তা সৃজনশীল মাধ্যম কম, পলিটিক্যাল ইভেন্ট বেশি হয়ে ওঠে...এমন মত অনেকেরই। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রশংসা, কর মকুব থেকে শুরু করে ফেস্টিভ্যালে সমাদৃত হওয়া...সবই পায় ছবিগুলি।

ক্রিয়েটিভ ফ্রিডমে হস্তক্ষেপ?

সিনেমা আদৌ জনমানসকে ইনফ্লুয়েন্স করে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ বলেন, মানুষ হলে আসেন বিনোদনের জন্য। সিনেমা তাঁদের সেই সাময়িক বিনোদন দেয়। কিন্তু তা মতামত গঠন করে না। সত্যিই যদি তাই হয়, তাহলে বারবার মতামত গঠনের উদ্দেশ্যে ছবি (প্রপাগান্ডার অর্থই তাই) নির্মাণ করেন কেন পরিচালকরা? ‘ভিক্টিমহুড’ বা ‘ট্রমা’ কেন্দ্রিক ছবি তো সামাজিক অস্থিরতাকেই আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই, যেখানে বর্তমানে এতরকম সমস্যায় আমরা জীর্ণ, সেখানে ইতিবাচক বার্তা নিয়ে ছবি হওয়াই বাঞ্ছনীয়, বলছেন অনেকে। বিভাজন নয়, বরং সম্প্রীতির ছবি তৈরি হওয়াই বাঞ্ছনীয়, বলছেন তাঁরা।

একথা ঠিক, সিনেমা একটি স্বাধীন মাধ্যম। শিল্পী ও পরিচালকের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে সেই মাধ্যমে মতপ্রকাশের, নিজেদের মতো করে সিনেমা বানানোর। তাহলে বিবেক অগ্নিহোত্রীকেই বা এত বাধার সম্মুখীন হতে হবে কেন? ছবির গুণগত মান বা পক্ষপাতিত্ব যদি আদৌ থেকেই থাকে, তা দর্শক না হয় বিচার করবেন হলে গিয়ে। কিন্তু ছবির ট্রেলার মুক্তিতে বাধা দিয়ে কি ক্রিয়েটিভ ফ্রিডমেই হস্তক্ষেপ করা হল না? এমন অনেক ছবিই তো তৈরি হয়, যা সমাজকে, দর্শককে সব সময় ইতিবাচক বার্তা দেয় না। সে সব ছবি যদি মুক্তি পেতে পারে, তাহলে এটিই বা নয় কেন? আবার উল্টো যুক্তি হিসেবে কেউ কেউ বলছেন, যে সব রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসক দল ক্ষমতায় নেই, সেই রাজ্য কেন্দ্রিক ছবিই কেন হচ্ছে ঘটনাচক্রে? গোধরা বা মণিপুরের উপর কেন ছবি বানাচ্ছেন না বিবেক? কারণ যা-ই হোক না কেন, শিল্পের স্বাধীনতাও কি তাহলে প্রশ্নচিহ্নের মুখে? অস্বস্তির অতীত বা বর্তমানকে তুলে ধরলে তা সাধারণ মানুষকে ‘ট্রিগার’ করতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকেই



■ বিবেকের আগের ছবি ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’-এর স্পেশ্যাল স্ক্রিনিং করা হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য

আবার উল্টো যুক্তি হিসেবে কেউ কেউ বলছেন, যে সব রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসক দল ক্ষমতায় নেই, সেই রাজ্য কেন্দ্রিক ছবিই কেন হচ্ছে ঘটনাচক্রে? গোধরা বা মণিপুরের উপর কেন ছবি বানাচ্ছেন না বিবেক? কারণ যা-ই হোক না কেন...

কি তাহলে এত বাধা? এও তো একধরনের কাউন্টার প্রপাগান্ডাই বটে। ছবিতে অভিনয় করার নিয়ে ট্রোলড হচ্ছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ও সৌরভ দাস। শাশ্বত বলেছেন, তিনি ইতিহাসবিদ নন। তাই, ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করা তাঁর কাজ নয়। চরিত্রটি তাঁর পছন্দ হয়েছিল, তাই তিনি তাতে অভিনয় করেছেন। এবং, তাঁর অংশটুকু ছাড়া বাকি ছবি সম্পর্কে তিনি অবগতও ছিলেন না। “এখন পুরো সিনেমার গল্প কোনও অভিনেতাকে বলা হয় না। আমার চরিত্রটি খলনায়কের, দারুণ লেগেছিল। খুব কম মানুষই এমন চরিত্র পান। তবে যদি কারও মনে হয়, বাংলাকে ছোট করা হয়েছে ছবিতে, তিনি কোর্টে তথ্যপ্রমাণ-সহ যান। শুধু শুধু কেওস করবেন না,” তিনি বলেছেন এক সাক্ষাৎকারে। সৌরভ দাস জানান, তিনি অভিনেতা মাত্র। তাঁকে যদি হিটলারের চরিত্র করতে বলা হয়, তিনি ভবিষ্যতে তাও করবেন। তার মানে এই নয় যে, তিনি ওই মতাদর্শে বিশ্বাস করেন।

আখেরে লাভ কার?

অনেকে বলছেন, এই চাপানউতোরে সবচেয়ে বেশি সুবিধে হল ছবিটিরই। ট্রেলার লঞ্চ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলে তা এত প্রচারের আলো পেত না। এত ডামাডোলে ছবিটি এখন আলোচনার কেন্দ্রে। নেগেটিভ পাবলিসিটিও তো পাবলিসিটিই! ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে পরিচালককে প্রশ্ন করা হয়, এতেই এত ঝামেলা, বাংলার বুকে ছবিটি মুক্তি পাবে কী করে? বিবেক বলেন, “এই ছবি নিয়ে আমি লড়ে যাবই। বাংলাতে মুক্তি পেতে না দিলে আমি হাই কোর্টে যাব, তারপর সুপ্রিম কোর্ট। আর সেখানেও কিছু না হলে আমি পশ্চিমবাংলার মোড়ে-মোড়ে মোর্চা বের করব। একজন শিল্পীর ক্রিয়েটিভ স্বাধীনতায় কোনও রাজনৈতি দল হস্তক্ষেপ করতে পারে না। লজ্জা করুন, আপনারা কোন সরকারের নেতৃত্বে বাস করেন। জেগে উঠুন।” বিবেক যদিও আত্মবিশ্বাসী, তবে ছবির থিয়েটার ভাগ্য ও দর্শক ভাগ্য সময়ই বলবে। তবে ছবির বিষয়বস্তু আদতে কী সেটা ট্রেলার লঞ্চের আগেই কীভাবে জানা গেল, যার জন্য এত প্রতিবাদ? সেই প্রশ্নেরও কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না!

অহং পুজোর নেপথ্যে

টেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট

মিস আঙুরলতা

বর্ষা ঋতু গেল, কিন্তু বর্ষণ কমল না। তার মধ্যেই পুজো পুজো ভাব এসে গেছে। আর পুজো এলেই আমাদের টলিপাড়ার দেব-দেবীদের পকেট গরম হয়ে ওঠে। আজ খুঁটিপুজো, কাল ফ্যাশন কালেকশন লঞ্চ, পরশু গয়নার দোকানে হাজিরা... একটু যে দু'দণ্ড বসে গপ্পো করবে, তার জো নেই। ঝিনুকমালার মতো সুরাপিয়াসী মেয়ে, সেদিন বলে কিনা, 'গেলাস তো টানছে রে আঙুর, কিন্তু যেতে হবে পুজোর থিম লঞ্চে! বুঝিসই তো...' আমিও কিছু মনে করিনি। ফিল্মের পার্টিতে ফ্রি-তে হাজিরা দিতে হলে উৎসবের সময় পকেট তো ভরতেই হবে। তবে সুরাকে যে ফিরিয়ে দেয়, তার কি আর সুখ সয়? সেজেগুজে মক্ষীরানিটি সেজে সে গেল ফিতে কাটতে। তা সঞ্চালক ঝিনুককে দেখে আবেগে ভেসে বলে দিল 'মিসেস ঝিনুকমালা'। এমনিতে এখন সে সিঙ্গল হয়ে নানা দিকে মিঙ্গল করতে চায় বটে। তার মধ্যে যদি কেউ পুরনো পাপের ছায়া উজ্জ্বল মুখে ফেলে, কেমন লাগে বলুন? থমথমে মুখে ঝিনুক কিছুক্ষণ গোঁসা করে বসে রইল, তারপর যখন রাগের তাপ কমছে না, তখন বাড়ির পথে হাঁটা দিল! আসলে মিসেস হলে বাজারদর কমে যাওয়ার ভয় তো থাকেই, আর ঝিনুক আবার ঘরপোড়া গরু ওই পথে। বাজার দর বাড়ানোর শেষ চেষ্টা করছে মিস সহায়িকাও। সহায়িকা আগে অন্য নায়িকাদের হয়ে দরদাম করত। এখন তারই সহায়তার প্রয়োজন, এমন দিন এসেছে। বন্ধুরা দৌড়ে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা সে মানতে পারছে না। তাঁর দেহসৌন্দর্যে ভর করে জমি ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে গেছে। সৌন্দর্য-কেন্দ্র উদ্বোধনে যাবে বলে সে সাজসঙ্গীর কাছে এমন পোশাক চেয়েছে, যাতে বিপজ্জনক গিরিখাত, উপত্যকা প্রদর্শন করতে পারে। সেই বিপজ্জনক পথেই যদি চলে আসে কোনও সুযোগ, ক্ষতি কী!

বিপজ্জনক পথেই তো হাঁটছে আমাদের সদাপ্রজ্জ্বল নায়ক। বারবার সে পড়ে যাচ্ছে রাজনীতির গ্যাঁড়াকলে! তবে তার শিক্ষা হয় না। এবার সে মুখোমুখি ভিড়তে চলেছে পরমপূজ্যপাদর সঙ্গে! এত্ত বড় সাহস যে পুজোর সময় ডাকাতকালীর উপাসনায় পরমপূজ্যর সমান-সমান আসন চেয়েছে! সে আবার প্রযোজকদের প্রিয়পাত্র। সেই সুযোগেই কোলে উঠে বলেছে, পরমপূজ্যপাদর চেয়ে কম ক্যামেরা তার দিকে তাক করা হলে সে ক্যামেরার সামনেই আসবে না! প্রচার যাক চুলোয়, সে পিছনের দরজা দিয়ে কেটে পড়বে। প্রেজ়েন্ট প্লিজ় বলতেও আসবে না। পরমপূজ্যপাদ এমনিতেই বাংলা ছবির ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসেছে, তার উপর ডাকাতকালীর পুজোয় সে বসতে চায় নিজের দুয়োরানিকে নিয়ে। তার মধ্যে লাইমলাইট কাড়তে আসছে সদাপ্রজ্জ্বল! এবার পরমপূজ্যপাদ বেঁকে বসে দেশোয়ালি ভাইকে গিলে নিলে কার কাছে কাঁদবি রে প্রজ্জ্বল?



কোনটা কমপ্লিমেন্ট, কোনটা স্তুতি, অনেকেই

প্র অনেক অভিনেতাকে একাধিকবার 'সুন্দর' হওয়ার মাশুল গুনতে হয়েছে। সুন্দর হওয়ার কারণে বিভিন্ন চরিত্র তাঁদের হাতছাড়া হয়েছে। আপনি কী করে এই মিথ ভেঙে কখনও পিশাচিনী, কখনও ডাকাতের ভূমিকায় অভিনয় করলেন?

প্রথমত, আমাকে সুন্দর বলার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমার মনে হয়, আমাকে কেমন দেখতে, সেটা অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। সুন্দরের সংজ্ঞা এক-এক জনের জন্য এক-এক রকম। এই যেমন আপনি আমাকে কমপ্লিমেন্ট দিলেন, আমি শুনলাম, খুশি হলাম। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু অনেকে হয়তো সেটাকেই নিজের একমাত্র পরিচয় ভেবে বসে। কোনটা কমপ্লিমেন্ট, কোনটা স্তুতি, তার পার্থক্য বোঝে না। তখনই অভিনেতা হিসেবে একটি সীমাবদ্ধতা চলে আসে। তবে আমার সৌন্দর্যের বাইরে গিয়ে যে পরিচালকরা আমাকে ভ্যাম্পায়ার বা লুটেরার চরিত্রে কল্পনা করেছেন, তাঁদের কৃতিত্ব আমার চেয়ে বেশি।

প্র কপিরাইটারের চাকরি থেকে অভিনয়ে আসা কীভাবে?

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার মহলে অভিনয় করা শুরু করি। তখনই আমার জীবনে 'ফ্লেমস' সিরিজ়টি আসে। আমি খুব সাধারণ পরিবারের মেয়ে। আমার মধ্যে অভিনয়ের ইচ্ছেটা ছিলই। কিন্তু সেটা স্বীকার করার সাহস ছিল না। চাকরির জীবন আমার খুবই খারাপ লাগছিল। তখন মনে পড়ত যে অ্যাকটিং কতটা উপভোগ করছিলাম ছাত্রাবস্থায় 'ফ্লেমস' করার সময়। আমার নিজের উপর কোনও কনফিডেন্স ছিল না। ফলে আমি অভিনয়ের জীবনে আসিনি, অভিনয় আমার জীবনে নিজে থেকে এসেছে।

প্র মীরা নায়ারের 'আ সুটেবল বয়' দিয়ে ব্রেক পাওয়া তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। ভাগ্যও আপনার সহায় ছিল তা হলে?

দেখুন, আমার ডেবিউ তো 'ফ্লেমস' সিরিজ়ের মাধ্যমে হয়েছে। তবে প্রথম সিজ়নের পর আর কোনও কাজ ছিল না। আমি কপিরাইটারের



'কিল' ছবির দৃশ্যে তানিয়া

তিনি দিল্লির মেয়ে। কাজ করতেন কপিরাইটার হিসেবে। **তানিয়া মানিকতলা** দিল্লির থিয়েটার দল থেকে ওটিটি মাধ্যম হয়ে সাফল্য পেয়েছেন বড় পর্দায়। নিজেকে মেলে ধরেছেন নানা চরিত্রে। তবে কখনও ভাবেননি, নিজেকে কোনওদিন বড় পর্দায় দেখতে পাবেন! আনন্দলোকের জন্য ফোটোশুটে তাঁর মুখোমুখি

অংশুমিত্রা দত্ত

চাকরিই করছিলাম। একদিন হঠাৎ করে নাট্যজগতের এক বন্ধু আমাকে একটি অডিশন দিতে নিয়ে যায়। তখন আমি অনেক অডিশন দিতাম নাটকের দলের বন্ধুদের সঙ্গে। কোনটা কোন চরিত্র, কোন সিনেমা বুঝতাম না। হঠাৎ একদিন অডিশনের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে সিন পড়তে-পড়তে বুঝলাম যে 'আ সুটেবল বয়'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র লতার সংলাপ পড়ছি! তারপর সরাসরি মীরা নায়ারের সঙ্গে একটি স্কাইপ কলে আমাকে যোগাযোগ করানো হয়। ওটাই ছিল আমার প্রথম অডিশন! তারপর মীরা নায়ার দিল্লি আসেন, ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দেখা হয়। তারপর বেশ কয়েকদিন নানা দৃশ্যে অভিনয় করার পর উনি আমাকে জানালেন, আমিই 'লতা'র চরিত্রে অভিনয় করছি। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে এটা বাস্তবে হচ্ছে।

প্র ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সাফল্য পাওয়ার পর 'কিল' ছবিটির মাধ্যমে বড় পর্দায় সাফল্যের স্বাদ পেয়েছেন। দুই মাধ্যমের জনপ্রিয়তার তারতম্য অনুভব করেছেন? আপনার জনপ্রিয়তায় কোনও ফারাক বুঝতে পারছেন?

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম তো নতুন মাধ্যম। সিনেমার প্রতি আমার ভালবাসা বড় পর্দার হাত ধরেই। বড় পর্দায়, নানা জায়গা থেকে মানুষ একত্রিত হয়ে সিনেমা দেখেন, একই সিনে সকলে একসঙ্গে হাততালি দিচ্ছেন, কাঁদছেন, হাসছেন... এটাই তো সিনেমার ম্যাজিক। আমি যখন অভিনয় শুরু করি, তখন কোভিডের সময়। ফলে বড় পর্দায় নিজেকে কোনওদিন দেখতে পাব, এটা ভাবতে পারিনি। নিজের পছন্দের পেশায় রয়েছি, লোকজন কাজের প্রশংসা করছেন, এটাই অনেক বড় ব্যাপার ছিল আমার জন্য। কিন্তু 'কিল'-এর ক্ষেত্রে হাউজ়ফুল থিয়েটারে এত মানুষ বসে আমাকে দেখছেন, এই অনুভূতিটা ম্যাজিকের মতোই ছিল। আমাকে হয়তো মানুষ ওটিটি মাধ্যমের কাজের জন্যই চেনেন। কিন্তু ছোটবেলার তানিয়ার স্বপ্নপূরণ করেছে 'কিল'।

প্র আপনি দিল্লির মেয়ে। অনেকেই বলেন, মুম্বই শীতল নগর। এই শহরে সেই আন্তরিকতা নেই। আপনার কী মনে হয়?

আমার কিন্তু উল্টোটা মনে হয়েছে। মুম্বই

সে পার্থক্য বোঝে না : তানিয়া মানিকতলা



ফোটো: রাহুল ভট্ট
মেকআপ: পুজা ধাকন
হেয়ার: প্রেম নায়ার
স্টাইলিং: আয়েশা দেশমুখ
শাড়ি: আনন্দ

আমাকে বেশ ভালভাবেই গ্রহণ করেছে। হ্যাঁ, এটা খুব দ্রুততার শহর। দ্রুত গতিতে এগোনোর শহর। কিন্তু তার মধ্যেও সাহায্য চাইলে, কেউ না কেউ হাত বাড়িয়ে দেন। ধীরে-ধীরে এই শহরে আমার একটা নিজস্ব জগৎ তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই শহর কিন্তু কাউকে ফেরায় না।

প্র আপনি তো দীর্ঘদিন কলকাতায় শুটিং করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা কেমন?

কলকাতায় আমি দু'টি সিরিজ়ের শুটিং করেছি। 'পি আই মীনা' এবং 'টুথপরী'।



■ 'টুথপরী' সিরিজ়ে তানিয়া ও শান্তনু মাহেশ্বরী

কলকাতার মানুষজনের আন্তরিকতার কোনও তুলনা হয় না। কলকাতার অলি-গলি, রাস্তাঘাট, সব কিছুই যেন ভীষণ সিনেম্যাটিক। মানুষজন শহরটাকে নিয়ে ভীষণ প্যাশনেট। পুরনো জিনিসকে ফেলে দিয়ে ঝাঁ-চকচকে হালফ্যাশনের বানিয়ে নেওয়ার যে প্রবণতা ভারতের অন্য মেট্রো সিটিতে রয়েছে, তা কলকাতায় নেই। ফলে কলকাতায় হাইরাইজ় বিল্ডিং যেমন রয়েছে, তেমনই পুরনো বাড়িঘর, চায়ের দোকান, আড্ডা, সবই রয়েছে। আমি যে দু'টি সিরিজ়ের কথা বললাম, তাতে দেখবেন, মীনাক্ষীর কলকাতা এবং রুমির কলকাতা দেখতেও একে অন্যের চেয়ে আলাদা। আমার কাছে কলকাতা মানেই দুটো আলাদা পৃথিবী।

প্র কপি রাইটিংয়ের দুনিয়া ছেড়ে বিনোদন জগতে এসেছেন আপনি। এই বিনোদন জগৎ

আপনার দিকে কী কী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে?

আমার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটা ভিতরের। আমি তো নিজেকে বিশ্বাস করতাম না, নিজের ট্যালেন্ট নিয়ে প্রত্যয়ী ছিলাম না। ফলে কোনও চরিত্রের অফার পেলে প্রথমেই মনে হত ছেড়ে দিই, এটা আমার দ্বারা হবে না। তবে এমন কিছু বন্ধু রয়েছে আমার, যাদের আমার প্রতি অগাধ বিশ্বাস। নিজেকে কমফর্ট জ়োন থেকে বের করে আনাটাই আমার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। বাইরে থেকে কোনও চ্যালেঞ্জ আমি ফেস করিনি।

প্র বহিরাগত হিসেবে মুম্বই শহরে এসে নিশ্চয়ই অনেক তারকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। আপনার সেরা ফ্যান গার্ল মোমেন্ট কোনটা?

'মুম্বইকর' ছবিতে আমি এবং বিক্রান্ত ম্যাসি সই করেছিলাম। পরিচালক ছিলেন সন্তোষ



'লুট কাণ্ড' সিরিজ়ের দৃশ্যে তানিয়া



ফোটো: রাহুল ভট্ট
মেকআপ: পূজা ধাকন
হেয়ার: প্রেম নায়ার
স্টাইলিং: আয়েশা দেশমুখ
শাড়ি: আনন্দ



'আ সুটেবল বয়'-তে তানিয়া নজর কাড়েন

সিভন। একদিন সেটে গেছি, দেখি সন্তোষ স্যার ডাকছেন একজনের সঙ্গে দেখা করাতে, একজন বড় তারকা, যিনি এই ছবিতে অভিনয় করছেন। আমি গিয়ে দেখি, তিনি বিজয় সেতুপতি! সামনাসামনি বিজয় সেতুপতিকে দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। তারপর ওঁর সিমপ্লিসিটি, বিনয়, নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যাই। আর শাহরুখ স্যারের সঙ্গে দেখা হলে কী করব জানি না। ওটা হয়তো আমার বিগেস্ট ফ্যান গার্ল মোমেন্ট হবে...

প্র আপনি শাহরুখ খানের ফ্যান?

আমি দিল্লির মেয়ে। দিল্লির যে কোনও অভিনেতাকে জিজ্ঞেস করুন, সকলে বলবে শাহরুখ খান তাঁদের আইডল। দিল্লির ছেলেমেয়েদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন শাহরুখ খান।



■ ব্লেক লাইভলি এবং টেলর সুইফ্ট

টেলরের গানে বিদ্ধ ব্লেক?

কিছু দিন আগে টেলর সুইফ্ট ঘোষণা করেছেন, আগামী অক্টোবর মাসে নিজের দ্বাদশ স্টুডিয়ো অ্যালবাম প্রকাশ করবেন। অ্যালবামের নাম, 'দ্য লাইফ অফ আ শো-গার্ল।' গানের মধ্যে যেহেতু বহু বার নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ে এসেছেন টেলর, তাই চোখ টেনেছে এই অ্যালবামের ছ'নম্বর গান, 'রুইন দ্য ফ্রেন্ডশিপ'। অনেকের প্রশ্ন, এই গান সুইফ্ট তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু ব্লেক লাইভলিকে উদ্দেশ করে করেছেন কি না। গত এক দশক ধরে ব্লেক এবং টেলরের বন্ধুত্ব বেশ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে তাঁদের বন্ধুত্বে চিড় ধরেছে বলে খবর। কারণ ব্লেক লাইভলি তাঁর 'ইট অল এন্ডস উইথ আস' ছবির সহকর্মী জাস্টিন বালদোনির সঙ্গে একটি আইনি লড়াইয়ে জড়িয়েছেন। এবং তাতে অযাচিত ভাবে প্রভাব বিস্তার করার জন্য আইনি সমন জারি করা হয়েছে টেলরের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় টেলর বেজায় রেগে গিয়েছেন এবং সেখান থেকেই নাকি এই গানের সূচনা। দেখা যাক, গানের কথা কেমন হয়।

দুই মহারথী একসঙ্গে

কলকাতায় এর আগে দু'জনেই একক অনুষ্ঠান করেছেন, কিন্তু এই প্রথমবার মঞ্চ শেয়ার করলেন হরিহরণ এবং শঙ্কর মহাদেবন। বাইপাসের ধারে এক কনভেনশন সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুই শিল্পীকেই যোগ্য সঙ্গত দেন তাঁদের সুযোগ্য পুত্র। প্রথমে স্টেজ নেন শঙ্কর মহাদেবন। তাঁর পারফরম্যান্সের শেষের দিকে তিনি হরিহরণকে ডেকে নেন। আর তারপরেই তৈরি হয় এক স্মরণীয় মুহূর্ত। দুই লেজেন্ড বেশ কিছু গানে একসঙ্গে পারফর্ম করার পরে অনুষ্ঠান শেষ হয় হরিহরণের গান দিয়ে। একদিকে যেমন এই অনুষ্ঠানে শঙ্কর মহাদেবনের অসংখ্য বলিউড হিট গান শোনা যায়, সেরকমই শ্রোতার মোহিত হন হরিহরণের গাওয়া নব্বই দশকের সেই সমস্ত নস্ট্যালজিক গানে। বিশেষ পাওনা অবশ্যই ছিল পুত্রের সঙ্গে শঙ্করের গাওয়া 'ব্রেথলেস' গানটি।



■ হরিহরণ এবং শঙ্কর মহাদেবন



■ বুলা চৌধুরী

পদক চুরি ও উদ্ধার

প্রাক্তন সাঁতারু বুলা চৌধুরীর পদ্মশ্রী স্মারক এবং অন্যান্য পদক চুরি হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ করে। তবে চুরি যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সে সব উদ্ধার করল পুলিশ। হুগলির হিন্দমোটরের দেবাইপুকুরে প্রাক্তন সাঁতারু তথা পদ্মশ্রী প্রাপক বুলা দাবি করেন, পেশাজীবনে প্রাপ্ত যাবতীয় পদক রাখা ছিল ঘরের একটি আলমারিতে। সেখান থেকে সব কিছু চুরি হয়ে গিয়েছে। বুলা হিন্দমোটরের বাড়িতে নিয়মিত থাকেন না। কলকাতায় বসে চুরির খবর পান। ফাঁকা বাড়ি থেকে পদ্মশ্রী স্মারক-সহ সমস্ত পদক চুরি হয়ে গিয়েছে শুনে কেঁদে ফেলেন তিনি। চুরির ঘটনার তদন্তে নামে সিআইডি। আগেই পুলিশ বেশ কয়েক জন সন্দেহভাজনকে আটক করেছিল। চুরি হয়ে যাওয়া ২৯৫টি মেডেলের মধ্যে প্রায় সবগুলোই ফেরত পাওয়া গিয়েছে।



■ সানিয়ার সঙ্গে অর্জুন

বাগদান সারলেন অর্জুন

বাগদান সারলেন সচিন তেন্ডুলকরের পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকর। পাত্রীর নাম সানিয়া চান্দোখ। তিনি ব্যবসায়ী রবি ঘাইয়ের নাতনি। পারিবারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাগদান সম্পন্ন হল। কিন্তু এই বিষয়ে কাউকে কিছু জানানো হয়নি। ২৫ বছরের অর্জুন গোয়ার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন। আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ানসের হয়েও খেলেছেন। মুম্বইয়ের হয়েও ক্রিকেট খেলেছেন। এখনও নিজের কেরিয়ার গোছাচ্ছেন তিনি। এরই মধ্যে করে নিলেন বাগদান। কারণ কী? অনেকে বলছেন, সামনেই নাকি সারা-শুভমনের বিয়ে। তার আগে অর্জুন নিজের বিয়ে সেরে রাখলেন।

কেন বাদ সুনীল?

কোচ খালিদ জামিল আহমেদের সঙ্গে কি আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক সুনীল ছেত্রীর? কাফা নেশনস কাপের জন্য সম্ভাব্য ৩৫ জনের তালিকায় সুনীল ছেত্রীর নাম না থাকা, কথাটা আরও বেশি করে উঠে আসছে। যদিও খালিদ জানিয়েছেন, ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকারের সঙ্গে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। "ফুটবলের এই জাতীয় শিবিরে সুনীলকে না-ডাকার কারণ হল, আমরা কাফা নেশনস কাপকে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছি। আমি নতুন কয়েক জন ফুটবলারকে দেখে নিতে চাই। সুনীলের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথাও হয়েছে," জানিয়েছেন খলিল। তাঁর আরও বক্তব্য, "সুনীল ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি। ওঁর জন্য জাতীয় দলের দরজা সব সময় খোলা রয়েছে।"

■ সুনীল ছেত্রী





পিতা ভেস পেজ়ের সঙ্গে লিয়েন্ডার

প্রয়াত ভেস

অলিম্পিক হকিতে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী ক্রীড়াবিদ ভেস পেজ় প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি লিয়েন্ডার পেজ়ের বাবা। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় হকি দলের সদস্য ছিলেন তিনি। তার এক বছর আগে বার্সেলোনায় হকি বিশ্বকাপেও দেশের হয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। ১৯৪৫ সালে গোয়ায় জন্ম ভেস পেজ়ের। ভারতীয় ক্রীড়াজগতে তিনি এক বিরল চরিত্র, যিনি খেলাধুলোর সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রেও সমান দক্ষ ছিলেন। হকির পাশাপাশি ক্রিকেট, ফুটবল, রাগবিতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। ছ’বছর ভারতীয় রাগবি ফুটবল ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন ভেস পেজ়।



স্টুডিয়ো পাড়ার পরিবর্তন

বিগত বেশ কিছু বছরে বদলে গিয়েছে স্টুডিয়ো পাড়ার অন্দরের ছবি। মেকআপ রুম থেকে ক্যামেরার কাজ... পরিবর্তন এসেছে সবেতেই। আর এই পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করেছেন যাঁরা, সেই সব অভিনেতাদের অভিমত জানলেন **সাগরিকা চক্রবর্তী**



স্টুডিয়ো পাড়ার বাইরের পরিবর্তন প্রতি পদে অনুভব করেন দর্শকরা। লাইট, ক্যামেরা তো চোখে দেখে বোঝার মতো বিষয়। গল্পও তাই... কিন্তু স্টুডিয়োর অন্দরের সমীকরণ অভিজ্ঞতার দ্বারাই বোঝা সম্ভব। বিগত ২০-২৫ বছর কিংবা তারও বেশি সময় ধরে যাঁরা টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত, বলা ভাল, যাঁদের বেড়ে ওঠা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গেই, তাঁরা বুঝেছেন লাইট, ক্যামেরার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে স্টুডিয়ো পাড়ার পরিবেশটাই। সিনিয়র-জুনিয়রের তফাৎ বেড়েছে। বেড়েছে আমিত্বের প্রভাব।

বদলেছে সম্পর্কের সমীকরণ

টেলিভিশন শুরুর সময় হোক বা এখন, স্টুডিয়ো পাড়ায় শুটিং সেটের অন্দর মানে ক্যামেরার পিছনে কী কী হয়, সেই নিয়ে কৌতূহল বরাবরের। এই সম্পর্কের সমীকরণটাই পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। এখন আর এক পরিবার নয়, সবাই আমিত্বেই বন্দি। আগের পরিবেশকে মিস করেন সেই সময়ে কাজ করা সকলেই। অভিনেতা সুমন



‘একাকী অরণ্যে’ সিরিয়ালের আড্ডায় সুমনের সঙ্গে শান্তিলাল, শাশ্বত, লকেট, সুদীপ্তা এবং অন্যান্যরা



‘পরিণীতা’ ছবিতে সুমন, সঙ্গে সঞ্জয় দত্ত এবং রাইমা সেন



অভিনয় শুরুর সময়ে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়



শাশ্বতী গুহ ঠাকুরতা

বন্দোপাধ্যায় এই পরিবর্তন নিয়ে বেশ অকপট। তবে নতুনদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতেও তিনি বেশ পটু। তাঁর কথায়, “সেই সময় সেটে সকলের মধ্যে একটা মিষ্টি সম্পর্ক ছিল। হয়তো ইন্দ্রপুরিতে শুটিং করছি, টিফিন টাইমে সেই কোণের ঘরে সকলে একত্রিত হত। কে কোথায় কাজ করছে জানি না। কিন্তু দেখতাম বুম্বাদা, শুভাশিদা, রবি ঘোষ... যাঁরা যখন শুটিং করতেন, তাঁরা সকলে এক জায়গায় চলে আসতেন। বড়রাও তাই। সেই আড্ডায় যোগ দিতেন সৌমিত্র জেঠু, সাবিত্রী আন্টিরাও। পুরনোদের সঙ্গে কাজ করার সময় আজও সেই সব স্মৃতিচারণায় ডুব দিই।” তবে পারিশ্রমিক নিয়ে যে বিষয়টি অভিনেতা জানিয়েছেন, তা এই সময়ে দাঁড়িয়ে অবাক করে দেওয়ার মতো। টাকার অঙ্ক বাড়লেও কাজ শুরুর আগেই পারিশ্রমিক হাতে পাওয়া, বেশ অবাক করার মতোই। “তখন দিনের দিনই পারিশ্রমিক হাতে পেয়ে যেতাম। কখনও বা সেটে গিয়ে তৈরি হচ্ছি, সেই সময় দেখলাম খাম এসে উপস্থিত!” তবে তিনি স্বীকার করেছেন, টেকনিক্যালি ক্যামেরা, লাইট বা শব্দ গ্রহণের পদ্ধতির যে পরিবর্তন, তা প্রশংসনীয়। আগে অনেক দ্রুত কাজও মিটত অবশ্য। সেই উপায় এখন নেই। কিন্তু তা বলে সন্ধে সাতটায় প্যাক আপ? “হ্যাঁ, তখন সকাল ১০ টায় শটটা নিতে হবে মানে, সেটা সকাল ১০ টায় হবেই। বীরেশ চট্টোপাধ্যায় (পরিচালক) তো অর্ধ মেকআপেও কাজ করিয়েছেন সেই কারণে। একবার তো মুনমুন সেনকে শাড়ি পর্যন্ত পরার সময় দেনিনি। অন্য পোশাকেই শট নিয়েছিলেন।” সময় এগিয়েছে। এখন তিনি সেটে সিনিয়র।

ছোটদের এনার্জি, আগ্রহ, স্বাস্থ্য সচেতনতা... সব কিছুই অবাক করে তাঁকে। বললেন, আমাদের চেয়ে অনেক গুণে এগিয়ে ওরা।

লাইট-ক্যামেরা এবং ফেলে আসা দিন

শুধু নেগেটিভ দিক নয়, পজ়িটিভ দিকগুলোও সমানভাবে আলোচনার বিষয়। অভিনেতা সুমনের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়ও। টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে বেড়ে ওঠা তাঁরও। তাই ভাল দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতে তিনি বেশ আগ্রহী। "বর্তমানে শুটিং পদ্ধতি অনেক উন্নত হয়েছে। বুমের জায়গায় লেপেল এসে সময়টা অনেক বাঁচিয়েছে। বুমের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। সকলের কাছে আলাদা আলাদা লেপেল থাকে। ক্যামেরার মান অনেক ঝকঝকে। দিন-রাত্রির পার্থক্যও বোঝা অসম্ভব। আগে তো একটা ক্যামেরাতেই একাধিক দৃশ্যের শুটিং হত। এখন একাধিক ক্যামেরা থাকে। পোশাকও আর আগের মতো বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে হয় না। কারণ সেটেই থাকেন ডিজ়াইনার।" এই সব ভালর মাঝেও পুরনো দিনগুলোকে মনে পড়ে সবসময়। সেটে এসেই কে কী করেছে, কে কী দেখেছে... এই সব নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা তা আর হয় না। সময় বদলেছে। এখন সবাই একা থাকতেই পছন্দ করে। সেই পরিবর্তন নিয়ে বেশ বিব্রত তিনি।



স্মৃতির পাতায় পুরনো ছবি, একসঙ্গে ভাস্বর এবং জুন মাল্য



স্বাগতা মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ধারাবাহিক 'বহ্নিশিখা'র একটি দৃশ্যে স্বাগতা এবং ইন্দ্রাণী হালদার



হালফিলের একাধিক ধারাবাহিকে কাজ করেছেন অভিনেতা। তাঁর কথায়, "পরিবারের বাঁধনটাই আর নেই। একই মেকআপ রুমে বসে বড়-ছোট সবাই গল্প করছি, সেটা এখন অতীত। এখন সবার আলাদা ঘরের প্রয়োজন এবং তা রয়েওছে। এই প্রয়োজনটা বিশ্রামের জন্যই, তাই তা অস্বীকার করার মতো নয়। আমিও চাই সেটা। কিন্তু একসঙ্গে গোল হয়ে বসে যে সংলাপ পড়ে নেওয়ার রেওয়াজ, তা আর নেই। সেই সঙ্গেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে বন্ডিংটাও। এখন সবাই অধিক সময় ব্যয় করে মোবাইলে, রিলে। এমনকি 'অগ্নিপরীক্ষা' (২০০৯) করার সময়ও একসঙ্গে বসে ভাগ করে খাবার খেতাম।" তাঁর মতে, ছোট ছোট অতিরঞ্জিত যে কোনও জিনিস সব সময় চোখে লাগে। এই

যেমন ‘একদিন প্রতিদিন’ কিংবা ‘এক আকাশের নিচে’র মতো ধারাবাহিক খুব সাধারণ মানের জীবন-যাপন দেখিয়ে হিট। খুব বেশি সাজসজ্জা তাতে নেই। বলা ভাল মাটির কাছাকাছি। এখন যেমন, মারা যাওয়ার দৃশ্যেও চড়া মেকআপ... এগুলোই চোখে লাগার মতো।

পরিচালকই শেষ কথা নয়

থিয়েটার থেকে অভিনয়... এখন অভিনেতা গড়ার কাজে যুক্ত অভিনেত্রী স্বাগতা মুখোপাধ্যায়। ‘বহ্নিশিখা’ থেকেই টেলিপাড়ার দক্ষ খলনায়িকা তিনি। স্টুডিয়ো পাড়ার একাধিক পরিবর্তন বিগত কয়েক বছরে উপলব্ধি করেছেন তিনি। পরিবেশ পরিবর্তনের কথা বলেছেন তিনিও। অভিনেত্রী জানালেন, “আগে সবটাই পরিচালকের হাতে ছিল। টেকনিশিয়ান থেকে শুটিং... এমনকি কাস্টিংও তাঁরা করতেন। এখন বেড়েছে মধ্যস্থতা। কিন্তু এখন তো তাঁরা নাজেহাল শুটিংয়ের চাপে। তাঁদের হাতে সবটা না থাকলেও, সব দোষ তাঁদেরই হয়। আর এখন যে পরিবর্তনটা একেবারেই মেনে নিতে পারি না, স্টুডিয়োপাড়ার মানুষদের আন্তরিকতার অভাব। পাশের মানুষের অসুস্থতাও এখন কারও চোখে পড়ে না। নিজ-জগতে ব্যস্ত সকলে। কথা বলার কেউ নেই... আমি বদলাইনি। সময় মতো সেটে যাই, কাজ করি। টেকনিশিয়ানদের যেমন নিজের মানুষের মতো



রাজদীপ-ঋতাভরীর জুটি ১৬ বছর পরও প্রিয়



রাজদীপের প্রথম ধারাবাহিক ‘ওগো বধূ সুন্দরী’র সেটে বিদীপ্তা এবং শঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে

> ২১-২২ ঘণ্টার শুটিং পর্ব, এখন সম্পন্ন হচ্ছে ১৪ ঘণ্টায়। এই পরিবর্তন আগেকার অভিনেতাদের কাছে স্বস্তির...

দেখতাম তেমনই দেখি। এখন তো কেউ টেকনিশিয়ানদের মানুষের পর্যায়েই ফেলে না। কিন্তু ওরা তো আমাদেরই সংসারের লোক। এখন হয়তো গুণগত দিক দিয়ে সব কিছু উন্নত হয়েছে। কিন্তু অভিনয় না জানা অনেকেই কাজ পেয়ে যাচ্ছে, শুধুমাত্র সৌন্দর্যের কারণে।” তবে তিনি মনে করেন অভিনয় শুধু অর্থ উপার্জনের পথ নয়, অভিনয় একটা মানুষকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দেয়। তাই সব সময় নিজের পেশাকে সম্মান দিয়েছেন।

টিআরপি মাথা ব্যথার কারণ

খুব বেশি পুরনো দিনের কথা নয়, হালফিলে স্টুডিয়ো পাড়ায় কী কী পরিবর্তন এসেছে, তা বলতে পারবেন নতুনরাই। অভিনেতা রাজদীপ গুপ্তর পথচলা শুরু ‘ওগো বধূ সুন্দরী’র হাত ধরে। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া এই ধারাবাহিক আজও দর্শকের স্মৃতিতে অমলিন। এটাই রাজদীপের প্রথম ধারাবাহিক। খুব বেশি পুরনো না হলেও, বেশ কিছু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে হেঁটেছেন তিনিও। এখন তাঁকে বেশি ভাবায় টিআরপি। রাজদীপের কথায়, “এখন টিআরপি নিয়ে সব সময় চিন্তায় থাকি। কোনও সপ্তাহে এগিয়ে গেল, কখনও পিছিয়ে পড়ল। সকলের মধ্যে ভয় কাজ করে। কাজের চাপও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। আগে যে চাপটা প্রথম তিন মাস থাকত, এখন সেটা সারা বছর। আর এখন অনেকেই বলে অভিনেতাদের অনেক দাবি, অনেক চাহিদা। আমার মনে হয় এটা ন্যায্য। পরিশ্রমের বিনিময়ে এটুকু আশা করাই যায়।”

সময় হাতের নাগালে

২১-২২ ঘণ্টার শুটিং সম্পন্ন হচ্ছে ১৪ ঘণ্টায়... এই পরিবর্তন অভিনেতাদের কাছে স্বস্তির। তা অভিনেত্রী তথা সঞ্চালিকা শাশ্বতী গুহঠাকুরতার কথাতেই স্পষ্ট। পরিবর্তন বলতে তাঁর কাছে এটাই সবচেয়ে বড়। শুধু ধারাবাহিক নয় তিনি জানেন নিউজ় রুমের ইতিহাসও। নামিদামী ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পেয়েছেন অনেক ছোট থেকেই। তাই এখন অতি সহজে মানিয়ে নেন নতুনদের সঙ্গেও। “আড়াই-তিন দিন ধরে একটা পর্ব শুট করার সময় এখন আর নেই। অত ধরে কাজ করারও সময় নেই। আর এখন সাত দিন টেলিকাস্টের চাপ। দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে হয়।” তবে নতুনদের নিয়ে বলতে তিনি খুবই আগ্রহী। বললেন, “নতুনরা খুবই ভাল। মিলেমিশে কাজ করতে জানে।” স্টুডিয়ো পাড়ার অন্দরের পরিবর্তন দর্শক অবধি পৌঁছয় কিনা বলা মুশকিল। তবে পুরনো শিল্পীরা যে নতুন সময়ে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছেন, তা নিশ্চিত করে বলা যায়।



■ রাজ চক্রবর্তী

পাশে থাকার আশ্বাস

বাংলা ছবির শো-টাইম নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে উত্তাল টলিপাড়া। বিনোদন জগতের মাথারা একত্রিত হয়ে নতুন কমিটিও গঠন করেছেন। পুজোর আগে সেই কমিটির প্রথম বৈঠকও সম্পন্ন হয়েছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু সর্বত্রই অনুপস্থিত প্রযোজক তথা পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। একজোট হওয়ার লক্ষ্যে সামিল টলিউড। সেখানে কেন অনুপস্থিত তিনি? রাজের কথায়, তিনি সকলের সঙ্গেই রয়েছেন। ইন্ডাস্ট্রির পাশে রয়েছেন। বর্তমানে নানা কাজে ব্যস্ত পরিচালক রাজ, তাই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি। শোনা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই 'আবার প্রলয়'-এর সিকুয়েল আনতে চলেছেন তিনি। তাই নতুন মুখের সন্ধানে রয়েছেন। নতুন মুখদের নিয়ে বিশেষ কর্মশালার আয়োজনও করেছেন। এছাড়া রাজনৈতিক কাজেও কিছু দিন বেশ ব্যস্ত রাজ। হয়তো সব ব্যস্ততার অবসান ঘটলে পরবর্তী বৈঠকে দেখা মিলতে পারে তাঁর।

ছুটির ফাঁদে

মিমি চক্রবর্তী কাজের ফাঁকে ছুটি কাটানোর ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। কিছুদিন আগে মুক্তি পেল 'রক্তবীজ ২'-এর টিজ়ার। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিমি। ছবিতে মিমির নীল বিকিনি পরিহিত লুক প্রশংসিতও। তবে তারপরই তিনি চলে গিয়েছেন ইতালি! ছুটি কাটাতে। কিছুদিন আগে বনি সেনগুপ্তর সঙ্গে উইন্ডোজ়ের ভূতের ছবি 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'-এর শুটিং করছিলেন। ফলে এবার পুজোর ছবির প্রচার কার্য থেকে ছুটি নিয়ে ঘুরতে গিয়েছেন তিনি। রোম এবং ভেনিসে কাটানো ছুটির ছবি শেয়ার করেছেন সমাজ মাধ্যমে। যে ডায়েট করে তৈরি করেছিলেন বিকিনি-বড, তা থেকে বিরতি নিয়ে পিৎজ়া, আইসক্রিম খাচ্ছেন চুটিয়ে। ফিরেই ঝাঁপাতে হবে 'রক্তবীজ ২'-এর প্রমোশনে। তার আগে তো অক্সিজেন নিতেই হবে, তাই না?



■ রোমে মিমি চক্রবর্তী



■ 'রক্তবীজ ২'-এর পোস্টার

নিজের ছবির প্রেমে নন্দিতা

ফের তাঁর এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'রক্তবীজ ২' আসছে এই পুজোয়। এই উপলক্ষে কিছুদিন আগে টিজ়ার মুক্তি পেল শহরের একটি অভিজাত হোটেলে। সেখানে এসে, নন্দিতা রায় জানালেন মুক্তির আগেই তিনি 'রক্তবীজ ২'-এর সাফল্য নিয়ে প্রত্যয়ী। শুধু তাই নয়, এই ছবির প্রেমে পড়েছেন তিনি। নন্দিতার বক্তব্য, ''আমি নিজের ছবি নিয়ে খুব বেশি মুখ খুলতে চাই না। চাই, মানুষ নিজে দেখে বিচার করুক। 'রক্তবীজ ২'-এর ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল প্রথম ছবির সাফল্যকে ছাপিয়ে যাওয়া। তবে আমি এখনই বলতে পারি, এই ছবি মানুষের সব প্রত্যাশা ছাপিয়ে যাবে। আমি নিজেই এই ছবির প্রেমে পড়ে গিয়েছি।''





বাড়িতে পুজোর অনুষ্ঠানে যশ এবং নুসরত জাহান

বিচ্ছেদ নেই, শুধুই ভালবাসা

মাসখানেক আগে বেশ কিছু মিডিয়া হাউজ় এবং সোশ্যাল মিডিয়া তাঁদের বিচ্ছেদের খবর নিয়ে মেতে উঠেছিল। যশ এবং নুসরত জাহানের দাম্পত্যজীবন নিয়ে একাধিক মুখোরোচক গল্পও শোনা যাচ্ছিল। তাঁরা নাকি আর একসঙ্গে থাকেন না, তাঁদের দাম্পত্যজীবনে নাকি আর এক নারীর প্রবেশ ঘটেছে ইত্যাদি-প্রভৃতি সহ অনেক গল্প বোনা হয়েছিল। তবে সেই সময় আনন্দলোক যশ ও নুসরতের সঙ্গে কথা বলে এক্সক্লুসিভ খবর করে, জানতে চায় আসল সত্যিটা কী। জানা গিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে আসলে নাকি কোনও সমস্যাই হয়নি। সেই সূত্র ধরেই এবার জন্মাষ্টমীর দিন যশ ও নুসরত আরও একবার প্রমাণ করলেন যে, তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদের খবরটা পুরোপুরি ভুয়ো এবং মনগড়া। বাড়িতে একসঙ্গে জন্মাষ্টমীর পুজো করলেন, একেবারে পাকা কর্তা-গিন্নির মতো করে। শাড়ি-পঞ্জাবিতে সেজে উঠেছিলেন দু'জন। এই তারকাজুটি যে আধ্যাত্মিক এবং কৃষ্ণপ্রেমী তা অবশ্য অনেকেরই জানা। আবারও তার প্রমাণ মিলল। আনন্দলোক-এর তরফ থেকে এই যুগলকে অনেক শুভেচ্ছা।



■ রাজদীপ গুপ্ত

অভিনয় ও ইত্যাদি

দীর্ঘদিন পর টেলিভিশনের পর্দায় ফিরেছেন রাজদীপ। ধারাবাহিক ‘রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী’-তে রাজকীয় বেশে দেখা মিলছে তাঁর। তবে ওটিটি কিংবা বড় পর্দাতেও নিজেকে সমানতালে মানিয়ে নিয়েছেন অভিনেতা। বরাবরই মুখ্য চরিত্রেই দেখা মেলে তাঁর। কিন্তু এবার রাজদীপ পার্শ্বচরিত্রে। এটা কিন্তু আসল খবর নয়। আসল খবর হল, এর পাশাপাশি ব্যবসাতেও হাতেখড়ি হল অভিনেতার। ক'দিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে-বেড়াচ্ছে একটি ভিডিয়ো। ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, বেশ মনোযোগ সহকারে চা বানাচ্ছেন অভিনেতা। দোকানের সামনে চা-এর অপেক্ষায় একাধিক লোক। তাহলে কি অভিনয়ের পাশাপাশি এই ছোট্ট ক্যাফেটায় বাড়তি নজর দিচ্ছেন? এমন প্রশ্ন রাখতেই ফোনের ওপার থেকে উত্তর এল, “দোকানটা একেবারেই আমার নয়। বাবা-পিসির দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিল এরকম কিছু করার। আমি শুধু সঙ্গ দিয়েছি। হাতে ফাঁকা সময় থাকলে মাঝে-মধ্যেই যাচ্ছি। বসছি, সাহায্য করছি। বাবার কিছু ইচ্ছে ছিল, সেটা পূরণ করছি।”

নতুন কন্যা

টেলিভিশনের পর্দায় নতুন মুখ পর্ণা চক্রবর্তী। আসছে নতুন ধারাবাহিক ‘কম্পাস’। এই ধারাবাহিকে নবাগত পর্ণার বিপরীতে দেখা যাবে অর্কপ্রভকে। অর্কপ্রভ অবশ্য টেলিদুনিয়ায় পরিচত মুখ। সদ্যই শেষ করেছেন ‘দুই শালিক’ ধারাবাহিকের কাজ। সুশান্ত দাস পরিচালিত এই ধারাবাহিকের নবাগত নায়িকাকে নিয়ে অবশ্য ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। তবে সদ্য কলেজ পাশ করা পর্ণা যে আদতে নবাগত নন, সে কথা জানালেন নিজেই। তাঁর কথায়, “প্রথমে থিয়েটার করতাম। তারপর দীর্ঘ দিন অভিনয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছি। এই ধারাবাহিকের চরিত্রের জন্য প্রশিক্ষণ তো নিয়েইছি। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই আমি অভিনয়চর্চার সঙ্গে যুক্ত।” একাধিক মিউজ়িক ভিডিয়ো, বিজ্ঞাপনের মূল মুখ পর্ণা টেলিভিশনে প্রথম বার। এই টিআরপির লড়াই নিয়ে কতটা চিন্তিত তিনি? “টিআরপি নিয়ে বিশেষ ভাবি না। ‘কম্পাস’-এর গল্পটাই একটু অন্য স্বাদের। আশা করি দর্শকের ভাল লাগবে। এই টিআরপির ব্যাপারটা তো দর্শকদের গ্রহণযোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। আমি শুধু আমার কাজটা ভাল করে করব।”

■ ‘কম্পাস’-এর লুকে পর্ণা





ধারাবাহিকের শুটিংয়ের মাঝে আরাত্রিকা এবং শ্রুতি

না ফেরার দেশে



বর্ষীয়ান অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়

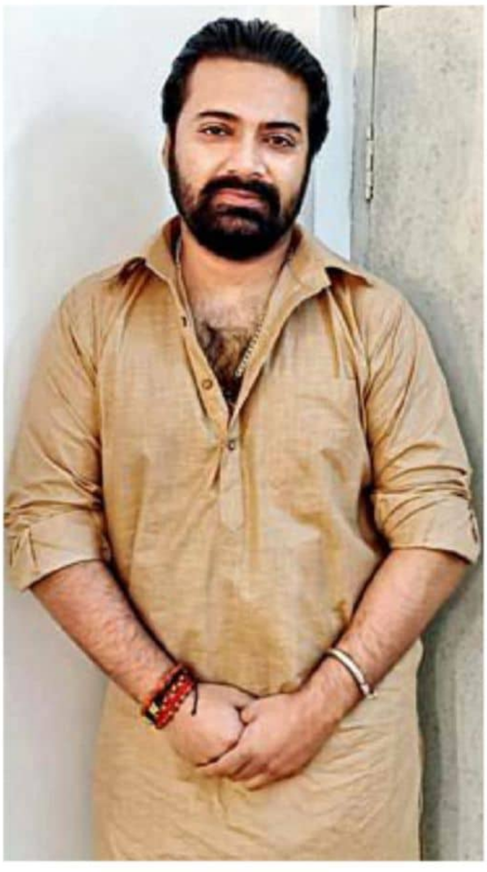
ছ'মাসের দীর্ঘ অসুস্থতার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়। না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন অভিনেত্রী। শোকস্তব্ধ টেলিপাড়া। মারণরোগ ক্যানসার বাসা বেঁধেছিল তাঁর শরীরে। অর্থাভাবে চিকিৎসাও করাতে পারেননি অভিনেত্রী। অবশেষে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। দীর্ঘদিন ধরে টেলি ও টলি দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত তিনি। শেষ বার তাঁকে দেখা গিয়েছিল 'গীতা এলএল.বি' ধারাবাহিকে। অসুস্থতার কারণে কাজ ছেড়েছিলেন বাসন্তীদেবী। মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮।

নতুন জুটি

নতুন জুটি, কিন্তু পুরনো চেনা মুখ। 'জোয়ার ভাঁটা' ধারাবাহিকে একসঙ্গে দেখা যাবে আরাত্রিকা মাইতি এবং শ্রুতি দাসকে। ধারাবাহিক শুরুর আগে তাঁদের দার্জিলিং ভ্রমণের ছবি দেখে স্পষ্ট, দু'জনের মধ্যে ভালই সখ্য জন্মেছে। সেই ছাপ পর্দাতেও পড়বে আশা করা যায়। সুশান্ত দাস পরিচালিত এই ধারাবাহিকে দুই বোনের চরিত্রে দেখা যাবে তাঁদের। প্রায় দু'বছর পর ছোটপর্দায় ফিরছেন শ্রুতি। তাঁর শেষ ধারাবাহিক 'রাঙা বউ'। বর্তমানে বড়পর্দা থেকে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, সর্বত্রই শ্রুতির আনাগোনা। এ দিকে আরাত্রিকাও নাম লিখিয়েছেন বড় পর্দায়। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে আসন্ন ধারাবাহিকটির শুটিং। প্রকাশ্যে এসেছে প্রোমোও। ভিন্ন স্বাদের দু'টি চরিত্রকে এবার পর্দায় দেখার পালা।

অনুরাগীর উদ্দেশ্যে

অভিনয়ের কেরিয়ার শুরু ২০০৯ সালে। কিন্তু ২০১৬ সালে ছোট পর্দায় অভিষেকের পর সকলের ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছেন প্রতীক সেন। 'খোকা' থেকে 'শঙ্খদীপ', 'মহারাজ' থেকে আজকের 'দাদামণি'... তাঁর প্রতিটি চরিত্র অনুরাগীদের মননে জায়গা করে নিয়েছে। সেই ইঙ্গিত মিলল এক অনুরাগীর চিঠি থেকে। মধ্যবয়সী ক্যানসার আক্রান্ত এক অনুরাগী প্রতীককে উদ্দেশ্য করে এমনই চিঠি লেখেন আনন্দলোকে। তাঁর উত্তরও দিয়েছেন প্রতীক, আনন্দলোক মারফত। কিন্তু অভিনব উপায়ে। তাঁর অনুরাগীর অসুস্থতার কথা জেনে সমব্যথী প্রতীক। মাত্র একদিনেই একটি কবিতা লিখে ফেলেছেন তিনি, "তুমি বড়ই স্নিগ্ধ/
তোমার আলো রশ্মি ছটা যেন রুপোলি রূপকথা..."। এরপর তাঁর অনুরাগী সংখ্যা আরও বাড়বে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।



প্রতীক সেন



■ ব্লেক লাইভলি ও ইসাবেলা ফেরের। (নীচে) জাস্টিন বালদোনি

ঘুরল মামলার মোড়

যখন সকলে ভাবতে শুরু করেছেন, ব্লেক লাইভলি বনাম জাস্টিন বালদোনির যুদ্ধ ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, তখনই কহানী মেঁ নয়া টুইস্ট! ব্লেক লাইভলির সহ-অভিনেত্রী ইসাবেলা ফেরের বালদোনির বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ এনেছেন। আসলে হয়েছে কী, ব্লেক যে বালদোনির বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার মামলা করেছেন, তাতে ডাক পড়েছিল ইসাবেলার। সাক্ষ্যদানের জন্য। সেক্ষেত্রে ইসাবেলা বালদোনির প্রযোজনা সংস্থার কাছে উকিলের খরচ বহনের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বালদোনি নাকি উল্টে নিজের প্রভাব খাটিয়ে ব্লেকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের জন্য ইসাবেলাকে বাধ্য করছেন। নানা দিক থেকে তাঁকে বাধ্য করছেন মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে, এমন অভিযোগ জানিয়েছেন ইসাবেলা। এই মামলার মোড় যে কখন কোনদিকে ঘুরে যায়, সেটা অনুমান করা যাচ্ছে না।





■ টম ক্রুজ়

ট্রাম্পকে প্রত্যাখ্যান

কেনেডি সেন্টার অনার আমেরিকার শিল্পীদের জন্য অত্যন্ত গর্বের সম্মান। কিন্তু সেই সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন টম ক্রুজ়। ডোনাল্ড ট্রাম্প এবছর এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন বলে ঠিক করেছেন এবং পুরস্কার দেবেনও তিনিই। প্রথমে টম ক্রুজ় এই সম্মান গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু এবছর ট্রাম্প তাঁকে পুরস্কার দেবেন শুনে নাকি টম ক্রুজ়ের ম্যানেজার জানিয়েছেন, কাজের ব্যস্ত শেডিউলের জন্য টম আসতে পারবেন না। না, সেভাবে দেখতে গেলে টম পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেননি। শুধু সুকৌশলে, কাজের অজুহাতে এড়িয়ে গিয়েছেন বিষয়টা। তার কারণ যে ডোনাল্ড ট্রাম্প, এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে।

নবীন প্রেম



■ ভিত্তোরিয়ার সঙ্গে লিওনার্দো

লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও বিশ্বাস করেন তরুণ প্রেমে। ভূমধ্যসাগরের ফরমেন্তেরা দ্বীপে একটি ইয়টে নবীন বান্ধবী ভিত্তোরিয়া সেরেত্তির সঙ্গে তাঁকে অন্তরঙ্গ সময় কাটাতে দেখা গেল। লিও কখন কার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে থাকেন, তার কূলকিনারা পাওয়া দায়। তবে ৫০ বছর বয়সি লিওর বান্ধবীদের বয়স খুব বেশি হয় না। ভিত্তোরিয়ার বয়স যেমন ২৭ বছর। প্রেমের সম্পর্ক শুরু মোটামুটি ২০২৩ থেকে। তবে তার মাঝে তাঁদের নাকি ব্রেকআপ হয়ে যায়। আবার ভ্রমণে গিয়ে তাঁরা প্রমাণ করলেন, একসঙ্গেই রয়েছেন।

ব্যর্থতার আসল কারণ

ডিজ়নির 'স্নো হোয়াইট' ছবির ব্যর্থতা মেনে নিতে পারছেন না গ্যাল গ্যাডোট। সেই সঙ্গে ছবির প্রডিউসর মার্ক প্ল্যাট। ছবির চিত্রনাট্য, মেকিং যে ভাল নয়, তাঁরা মেনে নিতে নারাজ। ফলে বলির পাঁঠা হিসেবে ধরেছেন খোদ স্নো হোয়াইট অর্থাৎ রেচেল জ়েগলারকে। গ্যাল গ্যাডোট ইজ়রায়েলি, তিনি একসময় ইজ়রায়েলের সেনাবাহিনীতেও ছিলেন। তিনি একটি ইজ়রায়েলি চ্যানেলকে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, রেচেল যেহেতু ইজ়রায়েল-প্যালেস্তাইন যুদ্ধে প্যালেস্তাইনের সমর্থনে সরব হয়েছিলেন, তাই ছবিটি দেখতে ইজ়রায়েল সমর্থক মার্কিন জনতা হলে যায়নি!



■ রেচেল জ়েগলার ও গ্যাল গ্যাডোট



This summer, we welcomed our sweet baby girl through adoption.

We are beyond excited to embark on this beautiful next chapter of parenthood in both peace and privacy.

And then there were 3
Love, Millie and Jake Bongiovi

দুই থেকে তিনে

বিয়ের একবছর পার হয়েছে সবে। কিন্তু দুয়ের সংসারে চলে এসেছে তৃতীয় জন। কথা হচ্ছে মিলি ববি ব্রাউন এবং জেক বনজিওভির। ২০২৪-এর এপ্রিল মাস নাগাদ একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিয়ে সেরেছিলেন মিলি এবং জেক। এবার মিলি নিজের ইনস্টাগ্র্যাম হ্যান্ডলে জানিয়েছেন, কন্যাসন্তান দত্তক নিয়েছেন তাঁরা। মিলির বয়স মাত্র ২১ বছর। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর জন্মের সময় তাঁর মায়ের বয়স ছিল ২১ এবং বাবার ১৯! ফলে ২১ বছর বয়সেই মা হতে চেয়েছিলেন তিনি। এই সিদ্ধান্ত জেকের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই নিয়েছিলেন তিনি। তবে এরপর আরও সন্তান দত্তক নেবেন তাঁরা এমনটাও শোনা যাচ্ছে। গর্ভজাত এবং দত্তক সন্তানের মধ্যে তাঁরা বিভেদ করেন না বলে প্রথম সন্তান দত্তক নিয়েছেন।

মিলি ববি ব্রাউন ও জেক বনজিওভি। ইনসেটে মিলির পোস্ট



টিপেশ্বর টাইগার রিজ়ার্ভে রোদের তাপ থেকে বাঁচতে বাঘিনি ও তার ছোট্ট ছানার জলকেলি

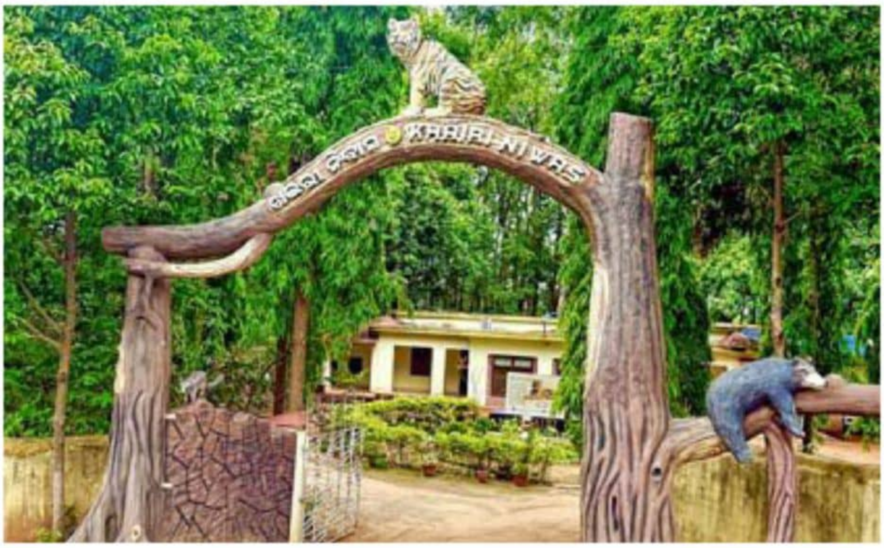
নানা রূপে বাঘ-দর্শন

বাঘ হিংস্র নাকি উপভোগ্য? বাঘের প্রেমে পড়ে, জঙ্গল সাফারিই হয়ে উঠতে পারে ধ্যান-জ্ঞান! নিজের দীর্ঘ সাফারির অভিজ্ঞতা নিয়ে কলম ধরলেন **শিলাদিত্য চৌধুরী**। বিশ্ব ব্যাঘ্র-দিবস উপলক্ষ্যে শোনালেন, সম্প্রতি গাড়ি নিয়ে মহারাষ্ট্রের পাঁচটি ন্যাশনাল পার্ক ঘুরে দেখার গল্প

পরিচিতরা বলেন, আমার নাকি 'জঙ্গললগ্নে জন্ম'! এই যাত্রপথের শুরু প্রায় চার দশক আগে। তখন আমার বয়স আক্ষরিক অর্থেই বারো কি তেরো। বাবা-দাদুর সঙ্গে জঙ্গল ভ্রমণে গিয়েছিলাম। তখন ঝাড়খন্ডের বেথলা ফরেস্ট, সিমলিপাল... এসব জায়গায় গিয়েছিলাম। সেই সময় বাঘ সংরক্ষণের ব্যাপারটা সবে শুরু হয়েছে। জঙ্গলে প্রবেশ করাও অনেক সহজ ছিল। এত নিয়ম-কানুন ছিল না। আমরা তো দাদুর অ্যাম্বাসাডরে চেপেই বেথলা ফরেস্টে 'সাফারি' করেছি। জীবজন্তুর তাড়াও খেয়েছি। এমনিতে তো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জঙ্গল ভ্রমণে গিয়েছি। কিন্তু জঙ্গলকে জানা বা বোঝার শুরু কানহা টাইগার রিজ়ার্ভ থেকেই।

লভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট

সালটা ১৯৯১। সেই সময় কানহার জঙ্গলের ভিতরে, একেবারে কোর এলাকায় থাকার একটা জায়গা ছিল। পরবর্তীতে যেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ করে দেওয়াটাই উচিত। এখন ওটা সম্পূর্ণরূপে বনদপ্তরের কর্মীদের জন্য। তখন ওখানে বসে বাঘ ছাড়াও বিভিন্ন বন্যপ্রাণীদের খুব সামনে থেকে দেখেছিলাম। ৩৩ বছর পরেও ওই সাফারির প্রথম দিনটা আমার চোখে স্পষ্ট। সেই সময় হাতির পিঠে করে সাফারি হত। কারণ বাঘ একমাত্র হাতিকেই ভয় পায়, বিশালাকৃতি চেহারার কারণে। গাইডরা প্রায় ভোর-রাতে বেরিয়ে পড়ত। খুঁজে বের করত বাঘের শিকার করার জায়গা। একটা হাতি সেই জায়গাটা স্পট করার পর, বাকি হাতির মাহুতরা সওয়ারিদের নিয়ে উপস্থিত হত সেই জায়গায়। কানহার জঙ্গলে সে বছর হাতির পিঠে করে রওনা দিলাম বাঘের শিকার করা দেখব বলে। হাতে তখন রিল ক্যামেরা। ক্যামেরায় ধরা পড়ল একটা বাঘ, যার মুখ পুরো রক্তাক্ত! পাশে মরে পড়ে রয়েছে একটি হরিণ। এক ভয়ঙ্কর-সুন্দর দৃশ্য! জঙ্গলের নিয়মকানুন জানতাম না। ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ দিতেই পাশ থেকে একজন গাইড চিৎকার করে উঠল! বাঘটা প্রথমে গর্জন করল, তারপর একবার তাকিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। আক্ষরিক অর্থে, বাঘের প্রতি ওটাই আমার 'লভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট'! ওই যে ছাত্রজীবন থেকে প্রেমে পড়লাম, এখনও সেই মোহ কাটাতে পারিনি। সেই সময় নানা টানাপড়েন ছিল, অর্থাভাব ছিল। মনে হত প্রতি মাসে বেরিয়ে পড়ি... কিন্তু



সরোজ রাজ চৌধুরীর সেই বাড়ি এখন ‘খৈরি নিবাস’। ওড়িশার সিমলিপালে



সুনীল লিমায়ে (জঙ্গলাছাপ প্যান্ট পরিহিত), ‘দ্য টাইগার ম্যান অফ ইন্ডিয়া’র সঙ্গে আমি, মাঝখানে

আর্থিক কারণেই সেটা ছিল অসম্ভব। তবে গত ১৫ বছরে এই জঙ্গল-সাফারি বিষয়টাকে আমার জীবনে একটা গুরুতর জায়গায় রেখেছি। জঙ্গল আমাকে চুম্বকের মতো টানে।

প্রেমের নাম মাসাইমারা

আফ্রিকার জঙ্গলে এখন বছরে অন্তত একবার যাই-ই। কখনও সেটা দু’বারও হয়ে যায়। আর ভারতে একবার শীতকাল এবং একবার বর্ষাকাল, দু’বার সাফারি ইজ় আ মাস্ট। আফ্রিকায় মূলত কেনিয়া এবং তানজ়ানিয়াই আমার লক্ষ্য। কেনিয়াতে মাসাইমারা আর তানজ়ানিয়ায় সেরেনগেটি ন্যাশনাল পার্ক। পূর্ব এবং দক্ষিণ মিলিয়ে আফ্রিকার প্রায় ১০-১২টা জঙ্গলে ঘুরেছি ঠিকই, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রিয় মাসাইমারা-ই। আসলে একটাই জঙ্গলের ৭০% সেরেনগেটি এবং ৩০% মাসাইমারা। যেহেতু মাসাইমারা কম জায়গা নিয়ে অবস্থিত, তাই সেখানে জীবজন্তুর আধিক্য বেশি। খরচও কম। আমার বিশ্বাস, যদি কেউ একবার এই জঙ্গলে গিয়ে দ্য গ্রেট মাইগ্রেশন দেখেন, তিনি বারবার ওখানে ফিরে যেতে চাইবেন। আমি তো স্তম্ভিত হয়ে যাই, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও আফ্রিকায় যাননি। অথচ তাঁর লেখা ‘চাঁদের পাহাড়’ পড়ে, নিজের ক্যামেরায় চোখ রাখলে, সব দৃশ্য যেন হুবহু মিলে যায়! মনে হয় যেন প্রতিটি ঘটনাই উনি ওখানে গিয়ে উপলব্ধি করেছেন! এমনকি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ‘জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল’, যা নিয়ে পরবর্তীকালে সৃজিত মুখোপাধ্যায় সিনেমা করেছে (কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন), সেটা পড়েও বোঝা অসম্ভব যে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও কখনও আফ্রিকার জঙ্গল সামনে থেকে দেখেননি!

পথেই হল এ পথ চেনা

এখন আমি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও স্বপ্নে শুধুমাত্র সাফারি-ই দেখি! যারা জঙ্গল ভালবাসেন না, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেও আমার এখন আর ইচ্ছে করে না। গাড়ি চালিয়েও কানহাতে গিয়েছি, করবেটে গিয়েছি। গাড়ি করে যাওয়ার একটাই সুবিধে এবং একা যাওয়ার সুবিধেও বলতে পারেন, সেটা হল টাইম ম্যানেজমেন্ট। সময়টা খুব ভালভাবে কাজে লাগানো যায়। সঙ্গে একাধিক বন্ধু-বান্ধব গেলে সময় নষ্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। তবে যে বন্ধুটি সঙ্গে গেলে জঙ্গল বেড়ানোর আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায়, তিনি সুনীল লিমায়ে। ওর পরিচয়টা এক্ষেত্রে দিয়ে রাখা ভাল। সুনীল এখন সেন্ট্রাল এম্পাওয়ারমেন্ট কমিটির ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইমের যে উচ্চতর বিভাগ, সেই বিভাগে

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সাধারণত গাছে ওঠে না। কিন্তু তাডোবায় দেখলাম সেই দৃশ্যই





■ উম্রেদ কারহন্ডলায় ফেয়ারির সঙ্গে তার শাবকের জলকেলির দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করলাম



■ ব্রহ্মপুরী-তে বাঘের টাটকা পায়ের ছাপ



■ রাস্তায় দেখা মিলল সেই দাদুর, যিনি সাইকেলের ক্যারিয়ারে সুন্দর আসন জুড়েছেন নাতনির জন্য

কর্মরত। জঙ্গলের ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান। যে সফরের গল্প নিয়ে এবার লিখব, সেটা ওর সৌজন্যেই। সুনীল একদিন আড্ডাচ্ছলে আমাকে বলছিল, 'একবার গাড়ি নিয়ে নাগপুর এসো, ওখান থেকে মহারাষ্ট্রের সমস্ত জঙ্গলে তোমাকে ঘোরাব'। যেটা প্রায় চার হাজার কিলোমিটারের একটা সফর। কথাটা মাথায় ছিল। সুযোগ বুঝে বেরিয়ে পড়লাম সেই ইনক্রেডিবল সফরের উদ্দেশে। সঙ্গে আমার গাড়ি এবং ড্রাইভার। এই সফর আমাকে বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে, ভারতের চেয়ে সুন্দর দেশ আর একটাও নেই! প্রত্যেক ৩০০ থেকে ৩৫০ কিলোমিটারে আবহাওয়ার পরিবর্তন, জলবায়ুর পরিবর্তন, জনবসতির পরিবর্তন, খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, ভাষার পরিবর্তন... এগুলো সবই উপলব্ধি করার মতো। যেদিন মহারাষ্ট্রের জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছি, সেদিন প্রচন্ড গরম। গাড়ির ভিতরে এসি পর্যন্ত ঠিক মতো কাজ করছে না। দেখলাম এক বয়স্ক লোক ওই প্রবল গরমে, সাইকেলের পিছনে ছোট্ট চেয়ারে একটা বসার জায়গা করেছে। সেখানে নিজের নাতনিকে বসিয়ে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাক গিয়ারে গাড়িটা নিয়ে গিয়ে লোকটির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আধ ঘণ্টা গল্প করলাম। এরকম অভিজ্ঞতা সারা জীবনের সঙ্গী। এবং এটা রোড ট্রিপেই সম্ভব। যাই হোক, এবার আসি মূল গল্পে। আমি নিজের মতো করে একটা ম্যাপ করেই নিয়েছিলাম। প্রথমে কলকাতা থেকে খড়গপুর হয়ে ওড়িশা। ওড়িশা থেকে ছত্তিশগড় এবং সেখান থেকে মহারাষ্ট্র। ছোট্ট একটা অংশ



■ ব্রহ্মপুরী-তে ফরেস্ট রেস্ট হাউজের ঠিক বাইরেই দেখা পেলাম এই পুরুষ বাঘটির!

রেখেছিলাম ঝাড়খন্ডের জন্য। ঠিক করেছিলাম প্রথমেই যাব সরোজ রাজ চৌধুরীর বাড়ি, 'খৈরি'র (বিস্তারিত বক্সে) স্মৃতি সমাধি দেখতে। খৈরির সমাধি দেখে, ওড়িশা থেকে বেরিয়ে প্রথমে গেলাম বিলাসপুর। তারপরে সম্বলপুর। খড়গপুর থেকে সম্বলপুর পর্যন্ত প্রায় ৮০ শতাংশ রাস্তা জঙ্গলে ঘেরা। জ়িনাত বলে যে বাঘটিকে নিয়ে এত কিছু হল, সেই বাঘটা কিন্তু ওই পথ দিয়েই ঢুকেছিল এই বাংলায়। যাই হোক, এর পরের যাত্রা নাগপুরের উদ্দেশে। যাওয়ার রাস্তায় দেখলাম, একটা এলিভেটেড করিডোর তৈরি করা হয়েছে। হাইরোডের ধারে এরকম একটা করিডোর দেখে অবাকই হলাম। গাড়ি থামাতে বুঝলাম, এসে পৌঁছেছি নাগজ়িরা টাইগার রিজ়ার্ভে এবং ওই করিডোর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৩০ টি বাঘকে। এই আয়োজন চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বাঘ সংরক্ষণের প্রতি ওরা অত্যন্ত সচেতন। এমনকি গাড়ির আওয়াজ যাতে বাঘ পর্যন্ত না পৌঁছোয়, করিডোরের দু'ধারে সাউন্ড প্রুফ গ্লাস পর্যন্ত লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে!

পাঁচটি জঙ্গল, বাঘের সঙ্গে ১০ দিন

নাগপুর পৌঁছে, পরের দিন সকাল থেকেই শুরু হল নতুন সফর। প্রতি দু'রাত্রিতে একটা করে নতুন জঙ্গল যেতাম। প্রথম রাতে গেলাম ব্রহ্মপুরী, সেখান থেকে উম্রেদ কারহন্ডলা। সেখান থেকে তাডোবা। এরপর টিপেশ্বর, সেখান থেকে পেঞ্চ। ফেরার সময় নাগজ়িরাতে একরাত্রি থেকে আবার একই পথ ধরে ফেরত এলাম। প্রতিটা জায়গায় ফরেস্ট গেস্ট হাউজ়েই থেকেছি এবং অবিশ্বাস্য ভাবে, প্রতিটি জঙ্গলেই বাঘ দেখেছি! এমন সৌভাগ্য কিন্তু সবসময় হয় না। এই সবগুলো জায়গার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাঘ আছে ব্রহ্মপুরীতে। সংখ্যাটা ১০০-রও বেশি! এখানে একটা গা ছমছমে ব্যাপার কাজ করে সব সময়। কাঁটা তারের বাইরেও বাঘ ঘোরাফেরা করে। ওখানে গিয়ে শুনলাম,



■ ভীরাপ্পন, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের বয়োজ্যেষ্ঠ (প্রায় ১৮ বছর বয়স) পুরুষ বাঘ। আছেন তাডোবার জঙ্গলে

খৈরি-র কথা

১৯৭৪ সালে ব্যাঘ্র শাবক খৈরিকে সিমলিপাল ন্যাশনাল পার্ক থেকে উদ্ধার করেন তৎকালীন বনসংরক্ষক কর্মী সরোজ রাজ চৌধুরী। খৈরিকে পোষ্যর মতো করে বড় করেন তিনি। খৈরি ছিল মানুষের খুব ঘনিষ্ঠ। সরোজবাবু খৈরিকে নিয়ে বাজারে পর্যন্ত যেতেন। একসঙ্গে খাবার খেতেন, ঘুমোতেন। খৈরির চেয়ে বেশি অন্য কোনও পোষ্যকে ভালবাসলে, তার হিংসেও হত। খৈরিকে যতবার জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছে, খুব অদ্ভুতভাবে ও ঠিক রাস্তা চিনে সরোজবাবুর বাড়ি ফিরে এসেছে! খৈরির মৃত্যুটা অস্বাভাবিক। একবার সরোজবাবুর অনুপস্থিতিতে একটি কুকুর বাংলোর ভিতর ঢুকে পড়ে। কুকুরটিকে দেখে খৈরি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কুকুরটিকে মেরে ফেললেও, ওই কুকুরের কামড়ে খৈরির সারা গায়ে রোগ বাসা বাঁধে। সরোজ বাবু বাড়ি ফিরে খৈরির প্রবল যন্ত্রণা দেখতে না পেরে, চেতনানাশক ওষুধের সাহায্যে খৈরিকে চিরশান্তি দেন। ওই বাংলোর মাটিতেই সমাধি দেওয়া হয় তাঁর প্রিয় খৈরিকে।

দু'দিন আগেই নাকি গ্রামে বাঘ ঢুকে একজনকে মেরে দিয়েছে। এবং যেখানে বসে গল্পটা শুনছি, ওই গেস্ট হাউসের চারপাশেই নাকি বাঘের অবাধ বিচরণ! উত্তেজনা তো ক্রমশ বাড়তেই থাকল। এদিকে সকাল হতেই



■ টিপেশ্বর-এর জঙ্গলে বাঘিনী ও তার ছানাদের খেলা! দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়

বৃষ্টি শুরু! সাফারিতে বেরিয়ে বাঘের দেখা মিলল না। আবহাওয়া একটু ঠিক হতেই দুপুরের দিকে আবার বেরোলাম। গেস্ট হাউজ় থেকে গাড়ি নিয়ে একটু এগোতেই দর্শন পেলাম 'তাঁর'! এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল, এখানকার সাফারিতে এখনও পর্যন্ত সাধারণ মানুষের যাতায়াত বেশ কম। গেলে, নিজের গাড়ি নিয়েই যেতে হয়। আমার বড় গাড়ি, আওয়াজ বেশি। দেখলাম বাঘটা বেশ বিরক্ত হচ্ছে। সে কী চাহনি! তখন প্রচন্ড গরম। বাঘটা জলেই বসে ছিল। এরপর কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করে বাঘটা দেখলাম উঠে গেল।
পরের ডেস্টিনেশন, উম্রেদ কারহন্ডলা। যেখানে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য 'ফেয়ারি' নামের এক বাঘিনী। বাঘিনীরা সাধারণত একসঙ্গে তিন-চারটি বাচ্চার জন্ম দেয়। কিন্তু এই বাঘিনীটি একসঙ্গে পাঁচটি শাবকের জন্ম দিয়েছে! বাঘিনী তার সব বাচ্চাকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, এই ছবি তুলতে এখন দেশ-বিদেশের বড় ফোটোগ্রাফার ওখানেই ঘাঁটি গেড়েছেন। আমি অবশ্য সকলের একসঙ্গে ছবি পাইনি। তবে পরে দেখলাম 'ফেয়ারি' তার বাচ্চাদের জন্য শিকার ধরে নিয়ে এল। বাচ্চারা সেটা খাওয়ার পর একসঙ্গে সবাই মিলে খেলছে। সেই দৃশ্য ভোলার নয়। এরপর আবারও বৃষ্টি শুরু। বাঘ আবার বৃষ্টিকে ভয় পায়। সেই সময় হরিণ, নীল গাইয়ের দেখা মিলল প্রচুর। উম্রেদ থেকে গেলাম তাডোবায়। ওখানে সুনীলের বাড়ি। তাডোবা জঙ্গলের ভিতরে একটা লেক আছে। পাশে একটা মন্দির। আমরা ওখানে পুজো দিলাম। অনেক আগে নাকি ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিল। সেই সময় ঝড় আসে এবং সকলে ওই হ্রদে পড়েই মারা যায়। ওদের স্মৃতিতেই ওই মন্দির। কোর অঞ্চলেরও ভিতরে অবস্থিত জায়গাটি। এখন ওখানে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ওই দিন বিভিন্ন জ়োন ঘুরে দেখলাম। তাডোবায় দেখা মিলল 'ভীরাপ্পন'-এর। 'ভীরাপ্পন' এই মুহূর্তে পৃথিবীর দীর্ঘজীবি বাঘ। প্রায় ১৮ বছর বয়স। ৩০০ কেজির আশেপাশে ওজন।
তাডোবা থেকে টিপেশ্বর। ওখানে 'আভনি' বলে একটা বাঘ ছিল। সেই বাঘের গল্প অবলম্বনেই তৈরি হয়েছিল বিদ্যা বালন অভিনীত 'শেরণী' ছবিটি। 'আভনি' যেখানে যেখানে থাকত, সেগুলো দেখলাম। যাই হোক, এরপরের প্ল্যান তো নাগজিরা জঙ্গল ঘুরে বাড়ি ফেরা। কিন্তু পরের দিনটাও কাটল টিপেশ্বরেই। খবর পেলাম, এক বাঘিনী ও তার বাচ্চারা জলে বসে রয়েছে! এই দৃশ্য তো মিস করা যায় না। সারাদিন টিপেশ্বরে থেকে ওদেরই দেখলাম। পরের দিন গেলাম পেঞ্চ। আর গিয়েই মিলল বাঘের দেখা! পেঞ্চ থেকে সেদিনই নাগপুর ফিরেছি। পরের দিন অবশেষে গেলাম নাগজিরা। যদিও এবার আর নাগজিরায় 'তেনা'র দেখা মেলেনি। নাগজিরা থেকে যখন গাড়ি চালিয়ে ফিরছি কলকাতার পথে, ছায়াছবির মতো চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে 'ভীরাপ্পন', 'ফেয়ারি' ও তার শাবকের মুখগুলো, আরও কত নাম না জানা জঙ্গলের রাজার কথা। সেই রেশ যেন কাটতেই চায় না! তাই আবার চললাম আফ্রিকা! এমাসেই। মাসাইমারা জঙ্গলে।

ছবি সৌজন্য : লেখক



ধূমকেতু

5.5
10

দুরন্ত অভিনয়ে বাধা চিত্রনাট্য

পরিচালনা: কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়
অভিনয়: দেব, শুভশ্রী, রুদ্রনীল ঘোষ, দুলাল লাহিড়ী, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জিত

দশ বছর পরে আবার একসঙ্গে পর্দায় দেখা দিলেন দেব এবং শুভশ্রী। এবং রসায়ন সৃষ্টি করলেন অনায়াসেই। অবশ্য যে-ধরনের ছবি থেকে তাঁদের উত্থান, 'ধূমকেতু'কে সেই গোত্রে ফেলা যাবে না। কিন্তু এও ঠিক, বিষয়ভিত্তিক এই ছবিটিকেও কিছু-কিছু জায়গায় এই জুটি একেবারে আপন করে নিয়েছে। কৌশিকের ছবি নয়, তখন সেটি হয়ে গিয়েছে দেব-শুভশ্রীর ছবি। কিন্তু তা ছাড়া, যে উন্মাদনা দেব এবং শুভশ্রীর জুটি ও সিনেমা নিয়ে তৈরি হয়েছে, তা 'ধূমকেতু' পুরোপুরিভাবে তৃপ্ত করতে পারে না।
কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের দুর্বলতর ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে থেকে যাবে 'ধূমকেতু'। ছবির ট্রেলার দেখেই বোঝা যায় ভানু (দেব) নামের চরিত্রটি একটি সিক্রেট মিশনে আছে। ছদ্মবেশে। এবং পাকেচক্রে সে গিয়ে আশ্রয় নেয় তার এক বন্ধু যোগেশের (রুদ্রনীল) বাড়িতে। মোহনগঞ্জে সেই বন্ধুর বাড়ির পাশেই থাকে ভানুর বাবা-মা এবং স্ত্রী রূপা (শুভশ্রী)। সেই পরিবেশে ভানু কীভাবে পরিবারের কাছে ফিরে ফিরে যায় এবং আদৌ মিশন সফল করতে পারে কি না, তাই নিয়েই ছবির গল্প।
ছবিতে সকলেই দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন। দেব হোক বা শুভশ্রী, দশ বছর আগের কথা মনে করলে, তাঁদের অভিনয় দেখে চমকে যেতে হয়। এত ফ্রেশ, এত ঝলমলে লেগেছে যে বলার নয়। রূপা হিসেবে শুভশ্রী নীরব থেকেও শুধু অভিব্যক্তি দিয়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছেন। দেবও 'ভানু' হিসেবে বেশ সাবলীল। 'ইন্দ্রনাথ'-এর চরিত্রেও নিজের জাত চিনিয়েছেন বলা যায়। তবে এই ছবি মনে থেকে যাবে রুদ্রনীল ঘোষের অভিনয়ের জন্য। কিছু জায়গায় উচ্চকিত হলেও, রুদ্রনীল দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে গিয়েছেন গোটা ছবি জুড়ে। কখনও হাসিয়েছেন, কখনও কাঁদিয়েছেন... রেশ রেখে গিয়েছেন হৃদয়ে। চোখে জল আসে, সূর্যবাবুর সঙ্গে তাঁর টাকা দেওয়া নেওয়ার দৃশ্যটি দেখে। ভানুর সঙ্গে 'খেলা'র ছলে তাঁর নাচের জায়গাটিও অনবদ্য। কিন্তু এই রেশ দীর্ঘস্থায়ী হয় না, কারণ চিত্রনাট্য বেশ কিছু গলদের শিকার। প্রথমত যে কারণের জন্য ভানু চরিত্রটির পরিণতি, সেই কারণটি ছবিতে স্পষ্ট হয় না। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আতঙ্কবাদীরা কিছু বড় মিশনে থাকে। সেখানে ছোটখাটো, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ চরিতার্থ হলেও, বৃহৎ আঙ্গিকে তা থেমে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভানু কেন এই মিশনে এল, সেটা পরিষ্কার হতে পারত। স্পষ্ট হতে পারত, তাদের পরিবারের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ের জায়গাটিও। তাছাড়া শহরে দুটো খুন হওয়ার পরে, সেই জনপদের ডিএম (পরমব্রত) একটা হাই প্রোফাইল অনুষ্ঠান ছেড়ে (বিশেষ করে কার্ফু), ছুটি নিয়ে বিয়ে করছেন... এটাকে বিশ্বাসযোগ্যতার কোনও নিক্তিতেই মাপা সম্ভব নয়। ছবির শেষ দৃশ্য দেখে মনে হয়েছে, কীভাবে সেটিকে প্রয়োগ করা হবে, তা ঠিকমতো ভেবে ওঠা যায়নি। এবং হয়তো সেই কারণে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলের ব্যবহার।
যে ভাইয়ের মৃত্যু থেকে এত সমস্যার সূত্রপাত, সেই ভাইয়ের সঙ্গে ভানুর সম্পর্ক ঠিক কী রকম? তা নিয়ে বিশেষ সময় নষ্ট করেননি পরিচালক। যদিও খুবই মুন্সিয়ানার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে ধর্মের যে প্রথাগত মিলন, সেই স্টিরিয়োটাইপ ভেঙে দিয়েছেন। রবি ও ভানু রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন নাম। সেই সমনামী সন্ত্রাসবাদী হচ্ছে, এই ভাবনা প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু শুধু এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ভাষার রাজনীতি নিয়ে কথা বলা চমকপ্রদ হলেও, আরও গভীরতার দাবি

রাখে। কিন্তু পরিচালক শুধু সংলাপ বলানোর জন্য বলিয়েছেন। এমনকি, রূপা এবং ভানুর সম্পর্কের অন্য কোনও দিকও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁদের ভালবাসা থেকে গেল বিয়ের পরের হানিমুন অবধি। তাই দেব এবং শুভশ্রী নিজেদের উজাড় করে দিলেও, তা সঠিক গল্পের অভাবে যথার্থ হল না। অনুপম রায়ের সুরে গানগুলি ভাল লেগেছে শুনতে। প্রশংসা করতে হয় সৌমিক হালদারের ক্যামেরা ও শুভজিৎ সিংহর সম্পাদনারও। বিক্রম গায়কোয়াদের প্রস্থেটিক মেকআপের কাজও ভাল। তবে 'ধূমকেতু' থেকে মূল প্রাপ্তি, দেব এবং শুভশ্রী। যে রসায়ন তাঁরা পর্দায় তৈরি করেছেন, তা এই সময় বাংলা সিনেমার জন্য অত্যন্ত জরুরি। বাংলা সিনেমাকে যদি খাদের ধার থেকে সরিয়ে আনতে হয়, তাহলে দেব এবং শুভশ্রীর একসঙ্গে আরও বেশি করে কাজ করা উচিত। অবশ্য ভাল গল্পেরও দরকার। তেমন গল্প না হলে, 'ধূমকেতু'র অবলুপ্তির মতো জুটির ম্যাজিকও হারিয়ে যাবে।



ওয়ার ২

4/10

গল্পের গরু গাছে

পরিচালনা: অয়ন মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: হৃতিক রোশন, জুনিয়র এনটিআর, কিয়ারা আডবাণী, অনিল কপূর, বরুণ বডোলা, দিশিতা সেহগাল

স্পাই ইউনিভার্সের দুর্বলতম ফিল্ম 'ওয়ার ২'। এতটাই দুর্বল, যে কেউ কেউ বলছেন ঠিক কী ভেবে অয়ন মুখোপাধ্যায় এমন গল্পহীন, যুক্তিহীন ছবি বানালেন, তাও আবার দুই সুপারস্টারকে নিয়ে! পুরো ছবি জুড়ে কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কিচ্ছু বুঝতে পারবেন না। কবীর (হৃতিক রোশন) ও বিক্রম (জুনিয়র এনটিআর) বন্ধু থেকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। তাদের দ্বৈরথ যতটা উপজীব্য হওয়ার কথা ছিল, তা হল না। কবীরের মেন্টর কর্নেল লুথরা (আশুতোষ রানা) তাকে আদেশ দেয়, গণতন্ত্র বিরোধী, একাধিক দেশের শত্রু 'কালী' গোষ্ঠীকে খুঁজে বার করার। ছবিতে বিক্রম ও কবীরের ছোটবেলার ফ্ল্যাশব্যাক, বিভিন্ন দেশে নানারকম ফাইট সিকোয়েন্স, বিকিনিতে গ্ল্যামার ছড়ানো কাব্যা লুথরা (কিয়ারা আডবাণী), প্লেন থেকে ঝুলে পড়ে একা হাতে জুনিয়র এনটিআরের সোমালিয়ান পাইরেটস দমন...সব আছে। কিন্তু কোনও বাঁধুনি নেই। ফলে বেশিরভাগ দৃশ্যই মনে দাগ কাটে না। দুই নায়ক অভিনয়ে, নাচে, অ্যাকশনে একে অপরকে টেক্কা দিয়েছেন। দু'জনের অভিনয়ই মনে দাগ কাটে। কিন্তু অনিল কপূরের চরিত্রটির কোনও সদ্ব্যবহার করেননি পরিচালক। জুনিয়র এনটিআরের ডেবিউ হিন্দি ছবি হিসেবে তাঁকে আরও পরিসর দেওয়া উচিত ছিল। ট্রেলার দেখে অনেকে বলেছিলেন যে মনে হচ্ছে, ভিডিয়ো গেম দেখছেন। সিনেমা দেখেও তাঁরা আশাহত হবেন। একটি অ্যাকশন দৃশ্য আর বিকিনি পরে পর্দায় আগুন ধরানো বাদে কিয়ারারও কিছু করার ছিল না। ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে ববি দেওলের আগমনও ছবিকে রক্ষা করতে পারে না। বরং দর্শক শুধু একটাই প্রার্থনা করতে পারে যে এই ছবির আর সিকোয়েল যেন তৈরি না হয়। সর্বশেষে একটাই কথা পরিচালক প্রযোজককে বলব, শুধু কান ফাটানো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজ়িক দিলেই সিনেমা ভাল হয় না। ভাল একটা গল্পও লাগে। আর এটাও প্রমাণিত হয় যে পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের জন্য আদতে অ্যাকশন জঁরের ছবি নয়।

কুলি

4.5/10

রজনীকান্তের জাদু

পরিচালনা: লোকেশ কনগরাজ
অভিনয়: রজনীকান্ত, আমির খান, শ্রুতি হাসান, নাগার্জুন অক্কিনেনি

বয়স যে সংখ্যা মাত্র, সেই কথা কতবার যে প্রমাণ করবেন রজনীকান্ত, তা জানা নেই। এই ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু তাঁকে দেখে কেটে যাবে, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। প্রতিটি স্তরেই তিনি অসামান্য। চিত্রনাট্য কেমন, তা দর্শকদের মনে ধরবে কিনা, সব কিছু বলার আগে ছবিটি রজনীকান্তের জন্যই দেখতে হবে এমনটাও বলা চলে। বন্দর অঞ্চলে ঘটে চলা সমস্ত অপরাধমূলক কাজকে ঘিরে এই ছবির বিষয়বস্তু। সেই গল্পের প্রেক্ষাপটে 'দেবা' এমন একটি চরিত্র, যে এক নিমেষে উড়িয়ে দিতে পারে সব কিছু। 'দেবা'র চরিত্রে অভিনয় করেছেন রজনীকান্ত। নাচ, গান, সংলাপের মোড়কে ছবিকে আগলে রাখার চেষ্টা করলেও, তাকে ব্যর্থতা এনে দেয় শক্ত মজবুত চিত্রনাট্য। কিন্তু ওই যে শুরু থেকে অভিনয় নিয়ে কথা উঠেছে। তাই এই ছবির ভীতকে মজবুত করে

অভিনয়। রজনীকান্তের পাশাপাশি এই অভিনয়ের স্তম্ভকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে নাগার্জুন। আর যার অপেক্ষা ছবিজুড়ে, তাঁর আগমন ছবিশেষে। আমির খান এই ছবিতে একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবির পোস্টারে তাঁর লুক দেখে চমকিত হলেও, এই ছবিতে তাঁর বিশেষ কিছু করার নেই। তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন ঠিকই। কিন্তু রজনীকান্তের অভিনয়ের কাছে সেই চেষ্টা ফিকে। এই ছবি রজনীকান্তেরই।



মহাবতার নৃসিংহ

ব্যতিক্রমী

6/10



পরিচালনা: অশ্বিন কুমার
অভিনয়: আদিত্য রাজ শর্মা, হরিপ্রিয়া মত্তা, প্রিয়াঙ্কা ভান্ডারি

যাঁরা থ্রিডি অ্যানিমেশন এবং ভারতীয় পৌরাণিক সিনেমা দেখতে পছন্দ করেন, তাঁদের এই ছবি খারাপ লাগবে না। কারণ এখন পৌরাণিক বা মহাকাব্যিক ছবির আদলে যেভাবে তথ্যবিকৃতি হচ্ছে, তাতে 'মহাবতার নৃসিংহ'কে ব্যতিক্রমী ছবি বলাই যায়। কিছুদিন আগে 'আদিপুরুষ' ছবিটি বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছিল শুধুমাত্র তথ্যবিকৃতির কারণে। সেখানে নৃসিংহ তৈরিতে মূল গল্প থেকে একেবারে সরেননি পরিচালক। বিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষ থেকে হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে প্রহ্লাদের দ্বৈরথ খুব সুন্দরভাবে পর্দায় তুলে ধরেছেন পরিচালক। হতে পারে, অ্যানিমেশনে বিপুলভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু দেখতে খারাপ লাগে না ছবিটি। এই ছবির একমাত্র সমস্যা চরিত্রের গভীরতার অভাব। গল্পটি এত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে যে, কোনও চরিত্রের প্রতিই সেভাবে আবেগ তৈরি হয় না। সেসব বাদ দিলে, মহাবতার সিরিজ়ের এই প্রথম ছবি মনে রেশ রেখে যেতে পারল।



তোমাকে বুঝি না প্রিয়

ফ্রেশ অক্সিজেন

পরিচালনা: অরিজিৎ টোটন চক্রবর্তী
অভিনয়: দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায়, অর্জুন চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

5.5/10

বর্তমানে সিনেমা হোক বা সিরিজ়, নিটোল প্রেমের গল্প সেরকম আর পাওয়া যায় না। প্রেমের ছবিতেও অহেতুক ভায়োলেন্স, সেক্স, এগুলো ঢোকানো হয়। সেদিক থেকে 'তোমাকে বুঝি না প্রিয়' একধরনের ফ্রেশ অক্সিজেন বলতে পারেন। এতে অ্যাকশন আছে কিন্তু তার পিছনে লজিক আছে, অযৌক্তিক নয়। ছবির গল্প ঋক (অর্জুন) ও ঝিনুককে (দেবচন্দ্রিমা) নিয়ে। ঋক টাকা রিকভারি এজেন্টের কাজ করে। অর্থাৎ যারা লোন নিয়ে টাকা শোধ করতে পারে না তাদের বাড়ি গিয়ে ধমক দিয়ে টাকা জোগাড় করা ঋকের কাজ। এরকমই একটি ঘটনায় ঋক যায় ঝিনুকের বাড়িতে কারণ ঝিনুকের বাবা লোন শোধ করতে পারে না। এভাবে তার সঙ্গে ঝিনুকের পরিচয়, তারপর বন্ধুত্ব, প্রেম। এই সিরিজ়টিকে আরও উপভোগ্য করে তোলে স্যাভির মিউজ়িক। যে কোনও রোম্যান্টিক গল্পে মিউজ়িকের একটা বড় অবদান থাকে। অভিনয়ের দিক দিয়ে দেবচন্দ্রিমা দুর্দান্ত। তাঁকে দেখতেও যেমন মিষ্টি লাগে ঠিক ততটাই তুখোড় তাঁর অভিনয় অর্জুনও বেশ ভাল। তিনি যে কেন আরও বেশি করে বাংলা সিনেমাতে সুযোগ পান না, তা নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে। এডিটিং বেশ স্মার্ট। গল্পটি অনুমেয়, তবে সবমিলিয়ে দেখতে মন্দ লাগে না।

অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ ২

6/10

বেশ উপভোগ্য

পরিচালনা: জয়দীপ মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: ঋত্বিক চক্রবর্তী, অনুমেঘা কাহালি,দেবরাজ ভট্টাচার্য, খেয়া চট্টোপাধ্যায়, সত্যম ভট্টাচার্য

বাংলার একটি অন্যতম সফল কোর্টরুম ড্রামার কথা বললে 'অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ'-এর কথা মাথায় আসতেই পারে। অচিন্ত্য চরিত্রটিকে দুটো সিজ়নেই শক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। প্রথম সিজ়ন দেখলে দ্বিতীয় সিজ়নের প্রতি প্রত্যাশা থাকবেই। যা যথাযথভাবে পূরণ করার চেষ্টা করেছেন জয়দীপ। একটি পর্ব দেখলে, ক্লাইম্যাক্সের জেরে পরের পর্ব দেখার ইচ্ছে জাগবেই। অচিন্ত্য আইচের চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তী। চরিত্রকে যথাযথ রূপ প্রদান করেছেন তিনি। এই চরিত্রটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোর্টরুম ড্রামা মানেই ভিতরের মানুষগুলো ক্ষিপ্ত, রুক্ষ.... সেই ধারণা ভাঙে অচিন্ত্য চরিত্রটি। সে সৎ, নিষ্ঠাবান, অটুট মনের জোর, সাহসী এবং জেদি। কিন্তু অচিন্ত্য ভীতুও। সে শত্রুপক্ষের বিপরীতে দাঁড়াতে ভয় পায়। ভয় পায় মারামারি করতে। তার হয়ে মারামারি করে তাঁর স্ত্রী। সে ভয় পায় তার বিপক্ষে থাকা উকিলকেও। কিন্তু লড়াই চালিয়ে যেতে দক্ষ সে। আর এরকম একটি চরিত্রকে অসাধারণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন দেবরাজ, তিনিও বেশ দক্ষ। ঋত্বিকের বিপরীতে দাপুটে উকিলের চরিত্রে সোহিনী সেনগুপ্তও ভাল। সব মিলিয়ে এই সিরিজ় উপভোগ্য।





■ নিকোল কিডম্যান ও কিথ আর্বান

বিচ্ছেদ বুঝি পাকা

নিকোল কিডম্যান এবং কিথ আর্বান বহুদিন ধরে লং ডিসট্যান্স রিলেশনশিপ সামলেছেন। কিন্তু আর বোধহয় পারছেন না। ইউরোপে নিজের আলাদা সংসার পাতছেন নিকোল। সম্প্রতি পর্তুগালে বসবাসের আবেদন জমা দিয়েছেন নিকোল। রেসিডেন্সির সেই অফিসে উপস্থিত ছিলেন নিকোল একাই। পর্তুগালের কোস্টা টেরা গল্ফ ক্লাবে একটি বিলাসবহুল বাড়ি কিনছেন নিকোল। ১৯ বছরের দাম্পত্যে এবার বুঝি ইতি পড়তে চলেছে। গায়ক-গীতিকার কিথ আর্বার আপাতত ব্যস্ত নিজের ইউএস কনসার্ট টুর নিয়ে। ওদিকে পর্তুগালে পৃথক সংসার গোছাচ্ছেন নিকোল... এ তো ভাল লক্ষণ নয়।

ধনশ্রীর জবাব

যজুবেন্দ্র চাহাল ডিভোর্সের জন্য মোটামুটি প্রাক্তন স্ত্রী ধনশ্রীকে দায়ী করেই দিয়েছিলেন। প্রথম যখন তিনি ‘বি ইয়োর ওন সুগার ড্যাডি’ টি-শার্ট পরে জনসমক্ষে আসেন, তখন ইঙ্গিত ছিল ধনশ্রীর দিকেই। তাঁর ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে এমনও রটেছিল, ধনশ্রী কয়েকশো কোটি টাকার খোরপোশ দাবি করেছিলেন। কিন্তু এমনটা যে নয়, তা ধনশ্রী সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন। যজুবেন্দ্রকে মোটামুটি ধুয়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন সর্বসমক্ষে ধনশ্রীর দিকে বারবার ইঙ্গিত করার জন্য। ‘গোল্ড ডিগার’ হিসেবে যজুবেন্দ্র চিহ্নিত করেছিলেন বলে অনেক ট্রোলিং সহ্য করতে হয়েছে ধনশ্রীকে। যজুবেন্দ্র যে ‘ব্যক্তিগত’ সম্পর্ককে ব্যক্তিগত রাখেননি, তার জন্য তাঁকে তোপ দেগেছেন ধনশ্রী। এই সাক্ষাৎকারের পর ধনশ্রীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন অনেকেই। তার মধ্যে সূর্যকুমার যাদবের স্ত্রীও রয়েছেন।

■ যজুবেন্দ্র চাহাল এবং ধনশ্রী



প্রকাশিত

পুজো ১৪৩২

সানন্দা









ফ্যাশন ফ্রেম
আশ্বিনের আগমনী ‘আনন্দ’
কনসেপ্ট শাড়ির ফ্যাশন ট্রেন্ড
চার রাজ্যের আঞ্চলিক পোশাক-ফ্রেম
রঙিন পোশাকের বিশেষ ফিচার
বাংলার প্রাচীন রাজাদের সাজ-নির্মাণ

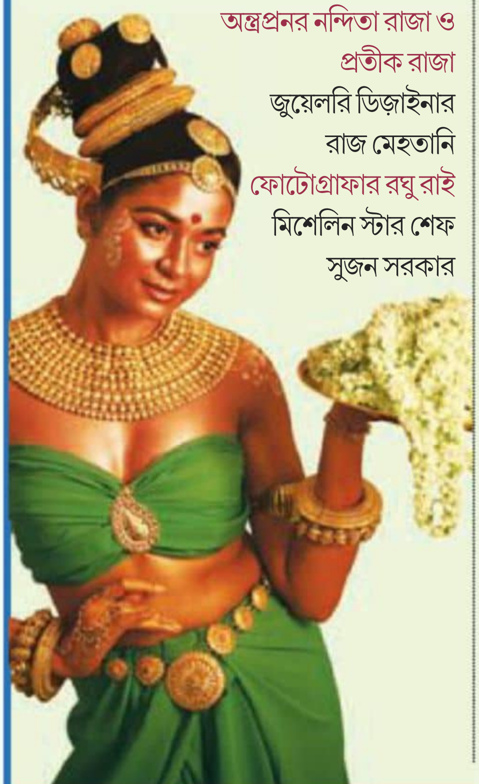
অন্দরকাহিনি
স্থপতি বৃন্দা সোমায়ার সাক্ষাৎকার

রসনাবিলাস
ষড়রসের ভিত্তিতে ছ’রকম রেসিপি
মাছের মাথা দিয়ে ছকভাঙা পদ
চার ধরনের দেশি চালের ভাত ও পার্শ্বপদ
মাছ-মাংসের যুগলবন্দি
পায়েস, পুডিং, দই
লাতিন আমেরিকার স্বাদু পদ
বাঙালি উপকরণ দিয়ে বিদেশি ডিজ়ার্ট

বিউটি বৃত্তান্ত
মশলা দিয়ে স্পা

ফটোগ্ল্যাম
অজন্তা গুহাচিত্রের আদলে সাজ-কাহন
ক্লাউড স্কিন লুকবুক
অভিনব আই মেকআপ

কথোপকথন
নৃত্যশিল্পী তনুশ্রীশঙ্কর
অন্ত্রপ্রনর নন্দিতা রাজা ও প্রতীক রাজা
জুয়েলরি ডিজ়াইনার রাজ মেহতানি
ফোটোগ্রাফার রঘু রাই
মিশেলিন স্টার শেফ সুজন সরকার



উপন্যাস
ইন্দ্রনীল সান্যাল
সুস্মিতা নাথ
অঞ্জন সেনগুপ্ত
সোমজা দাস
ইন্দিরা দাশ

গল্প
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
অভিজিৎ তরফদার
ঝিমলি নন্দী

সাহিত্য
বাংলা সাহিত্যে খাবারের অনুষঙ্গ

দেশ বিদেশ
অচেনা অস্ট্রেলিয়া
উত্তরাখণ্ডের গারতং গলি

Screen সংবাদ
রি-রিলিজ়ে সাফল্য
ভারতীয় সিনেমায় লোককথা

মিউজ়িক
মুখোমুখি অনুপম রায় ও প্রস্মিতা পাল
দুর্গাপুজোর থিম মিউজ়িক

ওয়েলনেস
রুজুতা দিবেকরের সাক্ষাৎকার

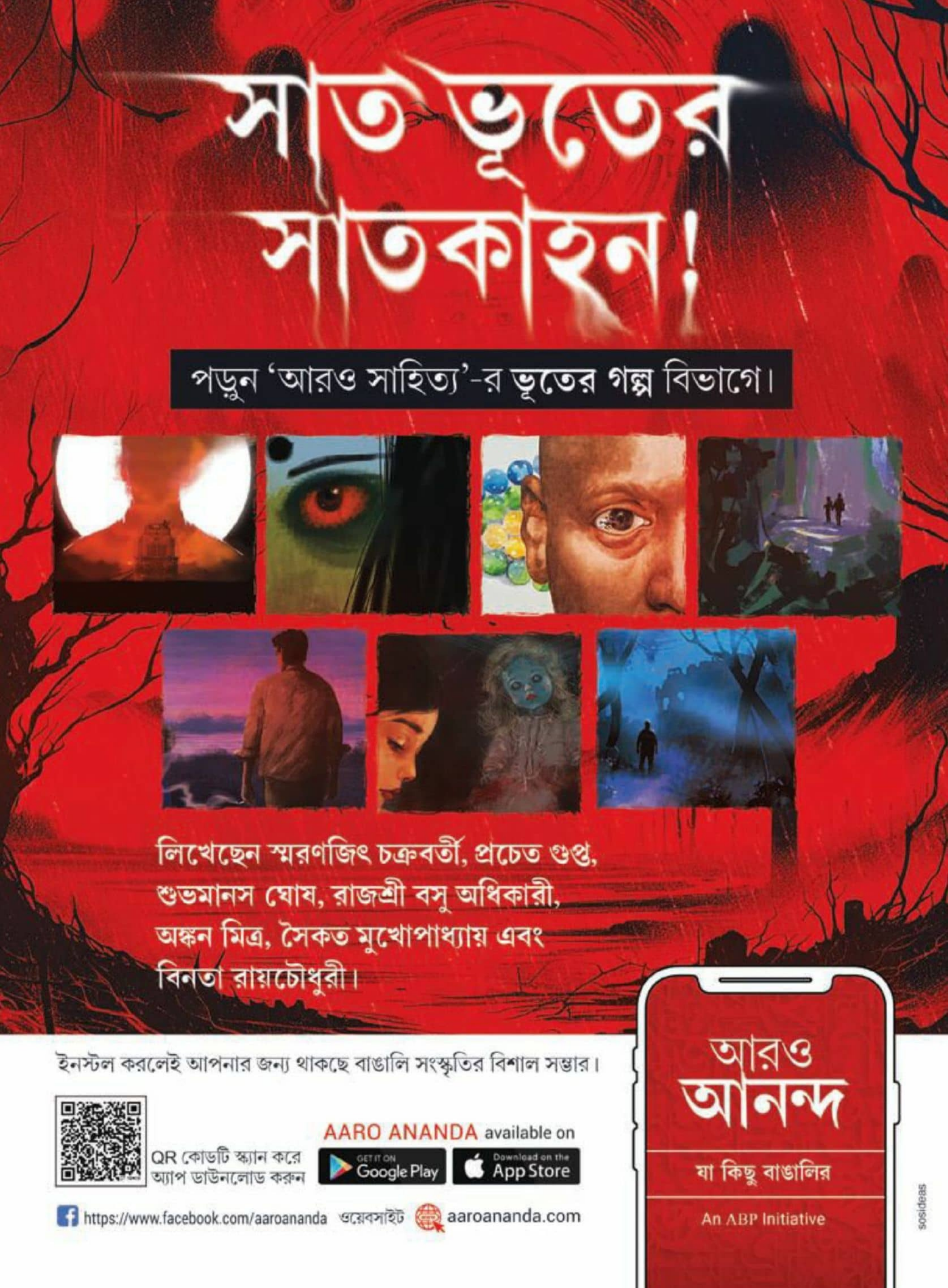
অফবিট
কলকাতার হারিয়ে যাওয়া পেশা

দৃষ্টিকোণ
বাংলায় অবাঙালি আগ্রাসন
কলকাতার আফগানরা
ফার্ম টু টেবল কনসেপ্ট
চায়না টাউনের অলিগলিতে

ফিটনেস
জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পিক্‌লবল



লিখেছেন: পায়েল সেনগুপ্ত, পারমিতা সাহা, মধুরিমা সিংহ রায়, সংবেত্তা চক্রবর্তী, অনিকেত গুহ, উপমা মুখোপাধ্যায়, মৌমিতা সরকার, শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদেষ্ণা ঘোষ, আসিফ সালাম, সায়ক বসু ও মৌমিতা দাস


সাত ভূতের সাতকাহন!
পড়ুন 'আরও সাহিত্য'-র ভূতের গল্প বিভাগে।
লিখেছেন স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, প্রচেত গুপ্ত, শুভমানস ঘোষ, রাজশ্রী বসু অধিকারী, অঙ্কন মিত্র, সৈকত মুখোপাধ্যায় এবং বিনতা রায়চৌধুরী।
ইনস্টল করলেই আপনার জন্য থাকছে বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas